গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পৌরসভা গভর্ন্যান্স ইম্প্রুভমেন্ট বিষয়ক জাতীয় কৌশলপত্র

২০১৬-২০২৫

স্থানীয় সরকার বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

সেপ্টেম্বর ২০১৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পৌরসভা গভর্ন্যান্স ইম্প্রুভমেন্ট বিষয়ক জাতীয় কৌশলপত্র

২০১৬-২০২৫

স্থানীয় সরকার বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

সেপ্টেম্বর ২০১৭

Minister
Ministry of Local Government,
Rural Development and Co-operatives

মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও
সমবায় মন্ত্রণালয়

বাণী

বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা দেশের শাসন ও উন্নয়ন কাঠামোর একটি অপরিহার্য অংশ। ১৯৭১ সনে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে দ্রুত নগরায়নের ফলে দেশের নগর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে পৌরসভার গুরুত্ব অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। আমাদের সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় দ্রুত নগরায়নের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। নগর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান হিসেবে পৌরসভাসমূহে শাসন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ বর্তমান সরকারের অন্যতম রাজনৈতিক অঙ্গীকার।

১৯৬১ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত এ দেশের মোট জনসংখ্যা প্রায় ৩ গুণ বেড়ে ৫৫ মিলিয়ন থেকে ১৫০ মিলিয়ন হয়েছে। কিন্তু এ সময়ে নগর জনসংখ্যা বেড়েছে প্রায় ১৩ গুন - ২.৬ মিলিয়ন থেকে ৩৪.৪৩ মিলিয়ন। এ বাস্তবতার নিরিখে স্থানীয় সরকার বিভাগ 'পৌরসভার শাসনপদ্ধতি উন্নতিকরণে জাতীয় কৌশলপত্র, ২০১৬-২০২৫' প্রণয়ণ করেছে জেনে আমি আনন্দিত। এ কৌশলপত্রটি সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রণয়ন করা হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, এ কৌশলপত্রটি বাংলাদেশ সরকারের সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে।

নগরাঞ্চলে বসবাসকারী বেশিরভাগ নাগরিক অপেক্ষাকৃত বড় সিটি কর্পোরেশনে বাস করলেও তাদের অন্ততঃ ৪০ ভাগ এখনও তুলনামূলক ছোট শহরগুলোতে বসবাস করছে। পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনাসহ নগর পরিকল্পনা, অবকাঠামো উন্নয়ন ও পৌর-সেবা প্রদান করার জন্য ছোট পৌরসভাগুলো দায়িত্বপ্রাপ্ত। এ প্রেক্ষাপটে অপরিহার্য পৌর-সেবাসমূহ বর্ধিতকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সম্পদ সংগ্রহের জন্য বাংলাদেশ সরকার উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এসব সহায়তা স্বত্ত্বেও অধিকাংশ পৌরসভার ক্ষেত্রে উন্নতমানের শহুরে সেবা প্রদান এখনও চ্যালেঞ্জ হিসেবেই রয়ে গেছে। পৌরসভার রাজস্ব স্বল্পতা, সংরক্ষণ ও পরিচালনায় দক্ষতার অভাব, বর্ধিত অবকাঠামো নির্মাণের জন্য বিনিয়োগ স্বল্পতা প্রভৃতি উন্নত সেবা প্রদানে পৌরসভার সক্ষমতাকে বাধাগ্রস্ত করছে।

শহর ও নগর-মহানগরে উন্নততর সেবা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় নগর উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ সকল লক্ষ্য অর্জনের পন্থা অগ্রাধিকারভিত্তিতে নির্ণয়ের জন্য এ কৌশলপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে। আমি আশা করি, এ কৌশলপত্রটি সপ্তম পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়নসহ বাংলাদেশের পৌরসভাসমূহের জন্য দীর্ঘ-মেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সফল অবদান রাখবে। পৌরসভা রূপকল্প - 'পৌরসভাসমূহ ২০২৫ সালের মধ্যে তাদের নাগরিকদেরকে সন্তোষজনক পর্যায়ে ও টেকসই উপায়ে অগ্রাধিকারভিত্তিক সেবা প্রদানে সক্ষমতা অর্জন করবে' - বাস্তবায়নে এ কৌশলপত্র গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি। এ কৌশলপত্র প্রণয়নের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি সাধুবাদ জানাচ্ছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

(খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এমপি)

সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

নাগরিক সেবা সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নতির লক্ষ্যে সকল পৌরসভার জন্য অত্যাবশ্যকীয় উপায় চিহ্নিত করতে স্থানীয় সরকার বিভাগের নগর উন্নয়ন অনুবিভাগ 'পৌরসভা গভর্ন্যান্স ইম্প্রুভমেন্ট বিষয়ক জাতীয় কৌশলপত্র, ২০১৬-২০২৫' প্রণয়ন করেছে, যা বাংলাদেশের পৌরসভার কার্যক্রম পরিচালনা পদ্ধতি উন্নতিকরণের লক্ষ্যে প্রণীত প্রথম সরকারি কৌশলপত্র। স্থানীয় সরকার বিভাগ, প্রাসংগিক সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ, সংশ্লিষ্ট সকল উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা, পৌরসভার মেয়র ও পৌর পরিষদ এবং শিক্ষাবিদসহ পেশাজীবীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ব্যাপক বিশ্লেষণের উপর ভিত্তি করে কৌশলপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে।

সমগ্র দেশের পৌরসভাসমূহকে কোন্ মূল বিষয়ে অগ্রাধিকার প্রদান করতে হবে, তা অত্র পৌরসভা কৌশলপত্রে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ কৌশলপত্রে 'স্ট্যান্ডার্ড প্রশিক্ষণ প্যাকেজ' প্রবর্তন করার মাধ্যমে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয় বিধান শক্তিশালী করার দিক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। মূলধন বিনিয়োগে আর্থিক সহায়তা দানের পাশাপাশি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ 'স্ট্যান্ডার্ড প্রশিক্ষণ প্যাকেজ' গ্রহণের মাধ্যমে এ কৌশলপত্রে অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্টেকহোল্ডারদের সমন্বয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক গঠিত ওয়ার্কিং গ্রুপের সম্মিলিত মতামতের মাধ্যমে এ কৌশলপত্রটি প্রণীত হয়েছে। অন্যান্য কৌশলপত্র দলিল যেমন-স্থানীয় সরকার বিভাগের নেতৃত্বে প্রণীত 'ইউনিয়ন.পরিষদের জন্য দক্ষতা উন্নয়ন কাঠামো' এর সাথে পৌরসভা কৌশলপত্রটির দৃঢ় সংযোগ রয়েছে। অন্যান্য কৌশলপত্রের তুলনায় এটি পৌরসভার কার্যক্রম পরিচালনায় অধিকতর স্বচ্ছ ও প্রাসংগিক হিসেবে গণ্য হবে।

স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণ ও অনুসরণের মাধ্যমে পৌরসভা কৌশলপত্রটি বাস্তবায়ন প্রয়োজন। এ লক্ষে কৌশলপত্রে চিহ্নিত অগ্রাধিকার ভিত্তিক কার্যাবলী বাস্তবায়নে সকল পৌরসভা এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে বিস্তারিত কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যায়।

পৌরসভা কৌশলপত্রটির সফল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সম্মিলিতভাবে উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানাচ্ছি।

(আবদুল মালেক)

শব্দ সংক্ষেপণ ও ব্যাখ্যা

English (ইংরেজী)		বাংলা	
ADB	Asian Development Bank	এডিবি	এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক
ADC	Additional Deputy Commissioner	এডিসি	অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক
ADP	Annual Development Program	এডিপি	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি
BMDF	Bangladesh Municipal Development Fund	বিএমডিএফ	বাংলাদেশ মিউনিসিপ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফান্ড
BMZ	Bundesministerium Für Wirtschaftliche Zusammenarbeit (German Federal Ministry for Economic Development Cooperation)	বিএমজেড	বিএমজেড
BIM	Bangladesh Institute of Management	বিআইএম	বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট
BRDB	Bangladesh Rural Development Board	বিআরডিবি	বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ড
BUF	Bangladesh Urban Forum	বিইউএফ	বাংলাদেশ আরবান ফোরাম
CARE	Cooperative for Assistance and Relief Everywhere	কেয়ার	কোঅপারেটিভ ফর এসিসটেন্স এন্ড রিলিফ এভরিহয়ার
CBOs	Community-Based Organizations	সিবিও	কমিউনিটি ভিত্তিক সংগঠন
CDF	Capacity Development Framework	সিডিএফ	দক্ষতা উন্নয়ন কাঠামো
CRC	Citizen Report Card	সিআরসি	সিটিজেন রিপোর্ট কার্ড
CRDP	City Region Development Project	সিআরডিপি	নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প
CEO	Chief Executive Officer	সিইও	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
CTEIP	Coastal Towns Environmantal Infrastructure Project	সিটিইআইপি	উপকূলীয় শহর পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প
DAE	Department of Agricultural Extension	ডিএই	কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর
DC	Deputy Commissioner	ডিসি	জেলা প্রশাসক
DDLG	Deputy Director Local Government	ডিডিএলজি	উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার
DGHS	Director General of Health Services	ডিজিএইচএস	মহা-পরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
DLG	Director of Local Government	ডিএলজি	পরিচালক, স্থানীয় সরকার
DTIDP	District Towns Infrastructure Development Project	ডিটিআইডিপি	জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প
DPHE	Department of Public Health Engineering	ডিপিএইচই	জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর
EED	Education Engineering Department	ইইডি	শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর
EPI	Expanded Program of Immunization	ইপিআই	সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি
EUG	Enhancing Urban Governance	ইইউজি	এনহ্যান্সিং আরবান গভার্নেন্স
FAPAD	Foreign Aided Project Audit Department	ফাপাড	বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প নিরীক্ষা অধিদপ্তর
FY	Fiscal Year	অর্থ-বছর	অর্থ-বছর
GIZ	Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (German Society for International Cooperation)	জিআইজেড	জিআইজেড

শব্দ সংক্ষেপণ ও ব্যাখ্যা			
English (ইংরেজী)		***বাংলা***	
GOB	(Government of Bangladesh	জিওবি	বাংলাদেশ সরকার
GTZ	Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (German Agency for Technical Cooperation)	জিটিজেড	জিটিজেড
HLP	Horizontal Learning Program	এইচএলপি	পারস্পারিক শিখন কর্মসূচি
HT	Holding Tax	হোল্ডিং কর	হোল্ডিং কর
ILO	International Labor Organization	আইএলও	আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা
ITC	Information Technology and Communication	আইটিসি	আইটিসি
JICA	Japan International Cooperation Agency	জাইকা	জাপান আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা
KfW	Kreditanstalt Für Wiederaufbau (German Development Bank)	কেএফডাব্লিউ	কেএফডাব্লিউ
LGD	Local Government Division	এলজিডি	স্থানীয় সরকার বিভাগ
LGED	Local Government Engineering Department	এলজিইডি	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
LGI	Local Government Institution	এলজিআই	স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান
MAB	Municipal Association of Bangladesh	ম্যাব	বাংলাদেশ মিউনিসিপ্যাল এ্যাসোসিয়েশন
M&E	Monitoring and Evaluation	এম এন্ড ই	মনিটরিং এন্ড এভালুয়েশন
MGSP	Municipal Governance and Services Project	এমজিএসপি	মিউনিসিপ্যাল গভার্নেন্স এন্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট
MoLGRD&C	Ministry of Local Government, Rural Development and Cooperatives	এলজিআরডি এন্ড কো-অপারেটিভস মন্ত্রণালয়	স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
MSP	Municipal Services Project	এমএসপি	মিউনিসিপ্যাল সার্ভিসেস প্রজেক্ট
MSU	Municipal Support Unit	এমএসইউ	মিউনিসিপ্যাল সাপোর্ট ইউনিট
NAPD	National Academy for Planning and Development	এনএপিডি	জাতীয় পরিকল্পনা ও উন্নয়ন একাডেমি
NGO	Non-Government Organization	এনজিও	বেসরকারি সংগঠন
NILG	National Institute of Local Government	এনআইএলজি	জাতীয় স্থানীয় সরকার ইন্সটিটিউট
NOBIDEP	Northern Bangladesh Integrated Development Project	নবিদেপ	নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট
OCAG	Office of the Comptroller and Auditor General	ওসিএজি	মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়
O&M	Operation and Maintenance	ও এন্ড এম	পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ
PAC	Public Accounts Committee	পিএসি	সরকারি হিসাব কমিটি
PD	Project Director	পিডি	প্রকল্প পরিচালক
PDP	Paurashava Development Plan	পিডিপি	পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা
PPP	Public-private partnership	পিপিপি	সরকারি-বেসরকারি অংশিদারিত্ব
PWD	Public Works Department	পিডাব্লিউডি	গণপূর্ত অধিদপ্তর
RHD	Roads & Highway Department	আরএইচডি	সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর

শব্দ সংক্ষেপণ ও ব্যাখ্যা			
English (ইংরেজী)		*বাংলা*	
SDC	Swiss Agency for Development and Cooperation	এসডিসি	সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট এন্ড কো-অপারেশন
SEF	Socio-Economic Fund	এসইএফ	আর্থ-সামাজিক তহবিল
SIF	Settlement Improvement Fund	এসআইএফ	সেটলম্যান্ট ইমপ্রুভমেন্ট ফান্ড
SPGP	Strengthening Paurashava Governance Project	এসপিজিপি	স্ট্রেন্দেনিং পৌরসভা গভার্নেন্স প্রজেক্ট
STIFPP	Secondary Towns Integrated Flood Protection Project	এসটিআইএফপিপি	মাঝারী শহর সমন্বিত বন্যা প্রতিরোধ প্রকল্প
TEC	Tender Evaluation Committee	টিইসি	দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি
TLCC	Town Level Coordination Committee	টিএলসিসি	শহর সমন্বয় কমিটি
TOR	Terms of Reference	টিওআর	কার্য-পরিধি
UGIIP	Urban Governance and Infrastructure Improvement Project	ইউজিআইআইপি	নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নীতকরণ (সেক্টর) প্রকল্প
UGIIP-II	Second Urban Governance and Infrastructure Improvement Project	ইউজিআইআইপি-২	দ্বিতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নীতকরণ (সেক্টর) প্রকল্প
UGIIP-III	Third Urban Governance and Infrastructure Improvement Project	ইউজিআইআইপি-৩	তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নীতকরণ (সেক্টর) প্রকল্প
UGIAP	Urban Governance Improvement Action Program	ইউজিআইএপি	নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মসূচি
ULBs	Urban Local Bodies	ইউএলবি	নগর স্থানীয় সংস্থা
UMSU	Urban Management Support Unit	ইউএমএসইউ	আরবান ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট ইউনিট
UNDP	United Nations Development Program	ইউএনডিপি	জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি
UNHABITAT	United Nations Human Settlements Programme	ইউএন হ্যাবিট্যাট	জাতিসংঘ মানব বসতি কর্মসূচি
UNICEF	United Nations International Children's Emergency Fund	ইউনিসেফ	জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক শিশু তহবিল
UPPRP	Urban Partnerships for Poverty Reduction Project	ইউপিপিআরপি	অংশিদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্প
UTIDP	Upazila Towns Infrastructure Development Project	ইউটিআইডিপি	উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প
VGF	Vulnerable Group Feeding	ভিজিএফ	ভালনারেবল গ্রুপ ফিডিং
WB	World Bank	ডাব্লিউবি	বিশ্ব ব্যাংক
WC	Ward Committee	ডাব্লিউসি	ওয়ার্ড কমিটি
BWDB	Bangladesh Water Development Board	বিডাব্লিউডিবি	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
WG	Working Group	ডাব্লিউজি	ওয়ার্কিং গ্রুপ

সূচিপত্র

সূচিপত্র	পৃষ্ঠা

অধ্যায়-১ ঃ ভূমিকা ১
১.১ প্রেক্ষাপট ১
১.২ কৌশলপত্রের উদ্দেশ্য ১
১.৩ সুশাসন ১
১.৪ কৌশলপত্রের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ ২
১.৫ কৌশলপত্রের লক্ষ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ স্টেকহোল্ডার ২
১.৬ কৌশলপত্র বাস্তবায়নের সময়কাল ২
১.৭ নির্দেশক নীতিসমূহ ২
১.৮ কৌশলপত্র প্রণয়নের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি ২
১.৯ অন্যান্য জাতীয় নীতিমালার সাথে সম্পর্ক এবং সামঞ্জস্য ৪
১.১০ কৌশলপত্রের সূচিপত্র ৪

অধ্যায়-২ ঃ বিদ্যমান অবস্থা এবং সমস্যা ৬
২.১ পৌরসভার দায়িত্ব ও কার্যাবলী ৬
২.২ পৌরসভা আইন, বিধিমালা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য নির্দেশনা ৯
২.৩ পৌরসভার সাংগঠনিক কাঠামো ১৩
২.৪ আর্থিক অবস্থা ২০
২.৫ নগর পরিকল্পনা ২৯
২.৬ পৌরসভার কর্মকান্ডের মনিটরিং ও মূল্যায়ন ৩৩
২.৭ কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা উন্নয়ন ৩৫
২.৮ পৌরসভার সেবা সরবরাহ ৪১
২.৯ জেলা পর্যায়ের পৌরসভাসমূহের সমস্যাবলী ৪৯
২.১০ সমস্যার সংক্ষিপ্তসার ৫১
২.১১ পৌরসভাসমূহে প্রধান প্রধান উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তার অবস্থা ৫৩

অধ্যায়-৩ ঃ রূপকল্প এবং লক্ষ্যসমূহ ৫৯
৩.১ পৌরসভার রূপকল্প ২০২৫ .... ৫৯
৩.২ লক্ষ্য.... .... ৬৩

অধ্যায়-৪ ঃ উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যমাত্রা ৬৫
৪.১ উদ্দেশ্য ৬৫
৪.২ লক্ষ্যমাত্রা ৬৭
৪.৩ লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে সম্পর্ক ৭০

অধ্যায় ৫ ঃ কৌশলগত উপাদান ও কৌশল বাস্তবায়নের রোডম্যাপ ৭২
৫.১ কৌশলগত উপাদানসমূহ ৭৩
৫.২ কৌশলগত উপাদান এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ ৮৩
৫.৩ কৌশলপত্র বাস্তবায়নের রোডম্যাপ ৮৭

অধ্যায়-৬ ঃ বাস্তবায়ন এবং মনিটরিং কৌশল ৮৯
৬.১ বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা ৮৯
৬.২ মনিটরিং ব্যবস্থাপনা ৯১
৬.৩ আর্থিক ব্যবস্থাপনা ৯৪
৬.৪ কৌশলপত্রের কার্যকারিতা ও স্থায়ীত্ব (সাস্টেনিবিলিটি) বিবেচনা ৯৭
৬.৫ সমাপনী মন্তব্য ৯৭

সারণী

সূচিপত্র	পৃষ্ঠা

সারণী ১-১ ঃ সাতটি পাইলট পৌরসভার তালিকা ৩
সারণী ২-১ ঃ পৌরসভার কার্যাবলী ৬
সারণী ২-২ ঃ পৌরসভা আইন, ২০০৯ অনুযায়ী পৌরসভার বিস্তারিত কার্যাবলী ৬
সারণী ২-৩ ঃ পৌরসভার অনুমোদিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সংখ্যা ১৬
সারণী ২-৪ ঃ ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে 'ক' শ্রেণির পৌরসভার আয় ও ব্যয় ২০
সারণী ২-৫ ঃ ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের 'খ' শ্রেণির পৌরসভার আয় ও ব্যয় ২১
সারণী ২-৬ ঃ ২০১৪-২০১৫ অর্থবছরের 'গ' শ্রেণির পৌরসভার আয় ও ব্যয় ২১
সারণী ২-৭ ঃ পৌরসভার মোট ব্যয় (টাকা মিলিয়ন) ২৩
সারণী ২-৮ ঃ পৌরসভার হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ের দক্ষতার চিত্র ২৬
সারণী ২-৯ ঃ ডিটিআইডিপি ও ইউটিআইডিপি এর আওতায় প্রণয়নকৃত মহাপরিকল্পনার উদ্দেশ্য ২৯
সারণী ২-১০ ঃ প্রশিক্ষণের আলোচ্য বিষয়সমূহের তুলনা ৩৬
সারণী ২-১১ ঃ অভিজ্ঞতার মাত্রা সাপেক্ষে তুলনা ৩৬
সারণী ২-১২ ঃ বছর ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কোর্সের সংখ্যার তুলনা ৩৭
সারণী ২-১৩ ঃ ভৌগলিক ব্যাপ্তির তুলনা ৩৭
সারণী ২-১৪ ঃ প্রশিক্ষণ প্রদানে অর্থের উৎসের তুলনা ৩৮
সারণী ২-১৫ ঃ প্রশিক্ষণ প্রতি ব্যয়ের তুলনা ৩৮
সারণী ২-১৬ ঃ জ্ঞান/দক্ষতা সংক্রান্ত সমস্যাসমূহ ৩৯
সারণী ২-১৭ ঃ পৌরসভা আইন, ২০০৯ অনুসারে তালিকাভুক্ত ১২টি সেবা খাতের ৬৪টি কার্যাবলী ৪১
সারণী ২-১৮ ঃ জানুয়ারী ২০১৭ -পর্যন্ত শ্রেণি ভিত্তিক পৌরসভার সংখ্যা ৪৯
সারণী ৩-১ ঃ অগ্রাধিকারমূলক নাগরিক সেবাসমূহ ৫৯
সারণী ৩-২ ঃ লক্ষ্য ১ থেকে ৪ ....৬৩
সারণী ৩-৩ ঃ অগ্রাধিকারমূলক নাগরিক সেবা প্রদানের জন্য অর্থের উৎস ৬৩
সারণী ৪-১ ঃ উদ্দেশ্য ১ হতে ৮ ....৬৫
সারণী ৪-২ ঃ লক্ষ্যমাত্রা ১.১ হতে ১.৪ ....৬৭
সারণী৪-৩ ঃ লক্ষ্যমাত্রা ২.১ হতে ২.২ ....৬৭
সারণী ৪-৪ ঃ লক্ষ্যমাত্রা ৩.১ হতে ৩.৪ ....৬৮
সারণী ৪-৫ ঃ লক্ষ্যমাত্রা ৪.১ হতে ৪.২ ....৬৮
সারণী ৪-৬ ঃ লক্ষ্যমাত্রা ৫.১ হতে ৫.৩ ....৬৯
সারণী ৪-৭ ঃ লক্ষ্যমাত্রা ৬.১ ....৬৯
সারণী ৪-৮ ঃ লক্ষ্যমাত্রা ৭.১ ....৬৯
সারণী ৪-৯ ঃ লক্ষ্যমাত্রা ৮.১ হতে ৮.২ ....৭০
সারণী ৪-১০ ঃ লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে সম্পর্ক ৭০
সারণী ৫-১ ঃ উদ্দেশ্য এবং কৌশলগত উপাদানসমূহ ৭২
সারণী ৫-২ ঃ লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রধান কার্যক্রমসমূহ ৭৩
সারণী ৫-৩ ঃ লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রধান কার্যক্রমসমূহ ৭৫
সারণী ৫-৪ ঃ লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রধান কার্যক্রমসমূহ ৭৬
সারণী ৫-৫ ঃ লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রধান কার্যক্রমসমূহ ৭৭
সারণী ৫-৬ ঃ লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রধান কার্যক্রমসমূহ ৭৮
সারণী ৫-৭ ঃ লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রধান কার্যক্রসমূহ ৭৯
সারণী ৫-৮ ঃ লক্ষ্যমাত্রা ও প্রধান কার্যক্রমসমূহ ৮০
সারণী ৫-৯ ঃ প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ ৮০
সারণী ৫-১০ ঃ লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রধান কার্যক্রমসমূহ ৮২
সারণী ৫-১১ ঃ প্রধান কার্যক্রমসমূহের বিপরীতে বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ ৮৩
সারণী ৬-১ ঃ এলজিডি'র 'মিশন' এবং প্রধান কার্যাবলী ৮৯

সারণী ৬-২ ঃ প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল (টাকা) ৯৪
সারণী ৬-৩ ঃ অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল (টাকা) ৯৫
সারণী ৬-৪ ঃ কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত বেতন ও ভাতা'র পরিমাণ ৯৬

চিত্র

সূচিপত্র	পৃষ্ঠা

চিত্র ১-১ ঃ কৌশলপত্রের গঠন প্রণালী ৫
চিত্র ২-১ ঃ পৌরসভার জনবলের শূন্য পদের হার এর উদাহরণ ১৮
চিত্র ২-২ ঃ আয় ও ব্যয় এর কাঠামো ২০
চিত্র ২-৩ ঃ পৌরসভার মোট প্রাপ্তি ২২
চিত্র ২-৪ ঃ পৌরসভা প্রদত্ত সেবায় বাসিন্দাদের সন্তুষ্টির মাত্রা.. ৪৩
চিত্র ২-৫ ঃ বৃক্ষ আকারে প্রদর্শিত পৌরসভার সেবা সরবরাহের সাথে সম্পর্কিত সমস্যাবলী (Problem Tree/সমস্যা-বৃক্ষ)........... ৫২
চিত্র ৩-১ ঃ গুরুত্ব এবং সন্তুষ্টির 'মেট্রিক্স' ৬০
চিত্র ৪-১ ঃ রূপকল্প, লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য এর কাঠামো (ভিশন ট্রি) ৬৬
চিত্র ৫-১ ঃ কৌশলপত্র বাস্তবায়নের রোডম্যাপ ৮৭
চিত্র ৬-১ ঃ কৌশলপত্র বাস্তবায়ন এবং মনিটরিং কাঠামো ৯৩

অধ্যায়-১ ঃ ভূমিকা

১.১ প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির জাতীয় গড় ১.৭%[১] হ'লেও দ্রুত নগরায়নের ধারা অব্যাহত থাকার কারণে শহরাঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৩.৪%। অপরিকল্পিত ইমারত নির্মাণ ও এলোপাতাড়িভাবে স্থাপিত যাতায়াত ব্যবস্থা, অপর্যাপ্ত নাগরিক সেবা সরবরাহ এবং বসবাসের অবনতিশীল পরিবেশ, দেশের বেশীরভাগ শহরাঞ্চলের বৈশিষ্ট্য। এরূপ দ্রুত নগরায়নের অবস্থা অনুধাবন ক'রেই, বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণের মাধ্যমে স্থানীয় অর্থনীতির পুনরুজ্জীবিতকরণ, দারিদ্র্য হ্রাসকরণ এবং দেশের সুষম উন্নয়নকে সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (২০১৬-১৭ থেকে ২০২০-২১) গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। ২০১৪ সালে, বাংলাদেশ সরকার National Urban Sector Policy এর খসড়া তৈরি করে, যা নগর শাসনপদ্ধতি শক্তিশালীকরণ ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে প্রণীত হয়েছে। টেকসই নগরায়ন ব্যবস্থা অর্জনের উদ্দেশ্যে সরকার বিকেন্দ্রীকরণ ও অংশগ্রহণমূলক নগর উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অবকাঠামো উন্নয়ন এবং শহুরে পরিবেশ সংরক্ষণের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

বাংলাদেশে পৌরসভাসমূহ নগর পরিকল্পনা, স্থানীয় অবকাঠামো উন্নয়ন এবং সর্বসাধারণের অপরিহার্য সেবাসমূহ (অতঃপর যা 'নাগরিক সেবা' নামে উল্লিখিত হবে) যেমন- পানি সরবরাহ এবং কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, ইত্যাদি কার্যাবলীর জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। যেহেতু পৌরসভাসমূহ গ্রামীণ এলাকাসমূহের সংলগ্নে অবস্থিত, সেহেতু স্থানীয় গ্রামীণ শিল্পের প্রসার, গ্রামীণ এলাকা হতে বাজারের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি এবং স্থানীয় অর্থনৈতিক কার্যাবলীর কেন্দ্র হিসেবে তারা অতিরিক্ত ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা হয়।

অধিকাংশ পৌরসভা আর্থিক ও মানব সম্পদ- উভয়ের অভাবে কাঙ্খিত ভূমিকা পালনে সমর্থ্য নয়। বিশেষত, তারা তাদের দক্ষতার অভাবে মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী নাগরিক সেবা প্রদান করতে পারে না। ফলস্বরূপ, পৌর সম্পদ ব্যবস্থাপনা অকার্যকর ও সেবা খাতে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। বিশেষ করে, ছোট পৌরসভাসমূহে সম্পদের দুর্বল ব্যবস্থাপনা ও সেবাখাতে বিশৃঙ্খলা বেশি দেখা যায়।

এমতাবস্থায়, পৌরসভাসমূহকে শক্তিশালীকরণের গুরুত্ব অনুধাবন করে, বাংলাদেশ সরকার, পৌরসভার শাসনপদ্ধতি উন্নতিকরণের জাতীয় কৌশলপত্র প্রণয়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছে (যা অতঃপর 'কৌশলপত্র' নামে উল্লিখিত হবে)।

১.২ কৌশলপত্রের উদ্দেশ্য

পৌরসভা কর্তৃক প্রদত্ত পরিসেবাসমূহের মান উন্নতিকরণের উপায় সম্পর্কে ধারণা প্রদানের লক্ষ্যে সারা দেশের সকল পৌরসভার জন্য এ কৌশলপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে। এ কৌশলপত্র রূপকল্প, লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কর্মকান্ডের সমন্বয়ে প্রণয়ন করা হয়েছে, যা আর্থিক ও দক্ষতা উন্নয়ন সহায়তার মাধ্যমে পৌরসভায় শাসনপদ্ধতি উন্নতিকরণ ও প্রয়োজনীয় পরিসেবা প্রদানে সক্ষমতা অর্জনে ভূমিকা রাখবে।

১.৩ সুশাসন

এ কৌশলপত্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠার মূল উপাদান হিসেবে (১) জবাবদিহিতা; (২) স্বচ্ছতা; (৩) আইনের শাসন; (৪) সংবেদনশীলতা; (৫) সমতা ও অন্তর্ভুক্তিতা; (৬) কার্যকারিতা এবং দক্ষতা; (৭) অংশগ্রহণ; এবং (৮) সিদ্ধান্ত গ্রহণে ঐক্যমত্যকে

[১] ১৯৯০ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত সময়ের গড় চিত্র (সূত্র: ইউনিসেফ, বাংলাদেশ অফিস)

বিবেচনা করা হয়েছে[২] সুশাসন প্রতিষ্ঠার এ সকল মূল উপাদানগুলো কৌশলপত্রের নির্ধারিত লক্ষ্য এবং উপায়সমূহ নির্ধারণে নির্দেশক হিসেবে ভূমিকা পালন করবে।

১.৪ কৌশলপত্রের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ

স্থানীয় সরকার বিভাগের (এলজিডি) নগর উন্নয়ন শাাখা এ কৌশলপত্র প্রণয়ন, বাস্তবায়ন এবং মনিটরিং এর জন্য দায়ী থাকবে।

১.৫ কৌশলপত্রের লক্ষ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ স্টেকহোল্ডার

এ কৌশলপত্রটি বাংলাদেশের সকল পৌরসভা এবং নিম্নোক্ত গুরুত্বপূর্ণ স্টেকহোল্ডারগণকে লক্ষ্য ক'রে প্রণয়ন করা হয়েছে ঃ

- সক্ষমতা উন্নয়ন ঃ জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (এনআইএলজি), স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি), জনস্বাস্থ্য পকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই)
- সুবিধাভোগী ঃ পৌরসভার অধিবাসীবৃন্দ
- সহযোগী ঃ উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা।

১.৬ কৌশলপত্র বাস্তবায়নের সময়কাল

কৌশলপত্র বাস্তবায়নের সময়কাল ২০১৬ হতে ২০২৫ সাল পর্যন্ত।

১.৭ নির্দেশক নীতিসমূহ

যে সকল মুলনীতির ওপর ভিত্তি করে কৌশলপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে তা হ'ল- 'এটি সংক্ষিপ্ত এবং সহজে পাঠযোগ্য হবে', 'যৌক্তিক হবে', 'কার্যকর ও বাস্তবতার নিরীখে ব্যবহার উপযোগী হবে' এবং 'অংশগ্রহণমূলক হবে'।

- **সংক্ষিপ্ত এবং সহজে পাঠযোগ্য ঃ** কৌশলপত্রের কাঠামো সহজ এবং এর আকার সহজে ব্যবহারযোগ্য হবে।
- **যৌক্তিক ঃ** কৌশলপত্র প্রকৃত ঘটনার উদ্‌ঘাটন, সমস্যা বিশ্লেষণ এবং পরিশেষে সমাধানের মধ্য দিয়ে কাজ করবে। সমস্যাগুলো 'প্রবলেম-ট্রি'র (চিত্র ২-৫) মাধ্যমে চিহ্নিত ক'রে লজিক-ট্রি'র (চিত্র ৪-১) মাধ্যমে সংক্ষিপ্তকরণ এবং ভিশন-ট্রি'র মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা হয়েছে।
- **বাস্তব এবং ব্যবহার উপযোগী ঃ** কৌশলপত্র বাস্তবে পরিণত করতে প্রয়োজনীয় আর্থিক সংস্থানের জন্য শাসনপদ্ধতি সম্পর্কিত পূর্ববর্তী প্রকল্পের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি ক'রে বহুবিধ স্টেকহোল্ডারগণের মতামত কৌশলপত্রে প্রতিফলিত হয়েছে।
- **অংশগ্রহণমূলক ঃ** কৌশলপত্র প্রণীত হয়েছে সংশ্লিষ্ট সরকারি কর্মকর্তা, উন্নয়ন সহযোগী, মেয়র ও পৌরসভার স্টাফ এবং পরামর্শকগণের সমন্বয়ে গঠিত ওয়ার্কিং গ্রুপ থেকে অভিমত (ইনপুটস) গ্রহণের মাধ্যমে।

১.৮ কৌশলপত্র প্রণয়নের প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি

কৌশলপত্রটি নিম্নোক্ত চারটি ধাপ অনুসরণে প্রণীত হয়েছে ঃ

১) বিদ্যমান পরিস্থিতি পর্যালোচনা এবং প্রতিবন্ধকতা সনাক্তকরণ;

২) রূপকল্প প্রতিষ্ঠা ও লক্ষ্য নির্ধারণ;

৩) রূপকল্প ও লক্ষ্য বাস্তবে পরিণত করার জন্য পর্যায়ক্রমিক দৃঢ় পদক্ষেপসমূহ; এবং

৪) শুদ্ধতা যাচাই।

[২] source: http://www.unescap.org/sites/default/files/good-governance.pdf

স্টেকহোল্ডারদের নিয়মিত সভা ও পরামর্শক্রমে ধাপ ১ থেকে ৩ অর্জিত হয়েছে[৩]। দুই ধরণের জরিপের ফলাফলের ভিত্তিতে প্রণীত এই কৌশলপত্র পর্যালোচনার জন্য ওয়ার্কিং গ্রুপ গঠন করা হয়েছিল। আগস্ট ২০১৪ থেকে নভেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত ওয়ার্কিং গ্রুপের আটটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে যাতে সভাপতিত্ব করেন এলজিডি'র অতিরিক্ত সচিব (নগর উন্নয়ন)[৪]। ওয়ার্কিং গ্রুপের সদস্যবৃন্দ খসড়া কৌশলপত্রের প্রতিটি অধ্যায়ের জন্য ওয়ার্কিং গ্রুপের সভায় মন্তব্য ও বিকল্প প্রস্তাব প্রদান করেছেন। অতঃপর চতুর্থ ধাপে উপযুক্ত বিশেষজ্ঞ কর্তৃক স্থানীয় শাসনপদ্ধতি ও কৌশল উন্নয়ন বিষয়ের শুদ্ধতা যাচাই প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়েছে। ধাপ ১ এর বিস্তারিত বর্ণনা নিম্নে দেয়া হ'ল ঃ

কৌশলপত্র প্রণয়নের প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য পাইলট ভিত্তিতে সাতটি পৌরসভা বাছাই করা হয়। পৌরসভার নির্বাচিত প্রতিনিধি, কর্মকর্তা ও অধিবাসীদের কাছ থেকে মতামত ও তথ্য সংগ্রহের জন্য **একটি প্রশাসনিক চাহিদা নিরূপণ** (Adminstrative Needs Assesment) **জরিপ** এবং **একটি বেইজলাইন** (baseline) **জরিপ** পরিচালনা করা হয়। ভবিষ্যতে দেশব্যাপী প্রয়োগের লক্ষ্যে মডেল ট্রেনিং প্যাকেজ প্রণয়নের জন্য পাইলট পৌরসভাসমূহে পরীক্ষামূলকভাবে একটি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ পাইলট পৌরসভাসমূহ প্রতীকী স্বরূপ নির্বাচন করা হয়েছে যা প্রতিটি শ্রেণির পৌরসভার প্রতিনিধিত্ব করে এবং ভবিষ্যতে প্রকল্প কার্যক্রমে অনুসরণযোগ্য হয়। ভবিষ্যতে দেশব্যাপী প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষিত পাইলট পৌরসভাসমূহ কর্তৃক সেবা প্রদানের কর্মক্ষমতার ওপর ভিত্তি ক'রে প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু সংশোধিত হবে।

পাইলট পৌরসভা

সাতটি পাইলট পৌরসভার মধ্যে একটি 'ক' শ্রেণির পৌরসভা, তিনটি 'খ' শ্রেণির পৌরসভা এবং তিনটি 'গ' শ্রেণির পৌরসভা রয়েছে, যা সারণী ১-১ এ উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিটি বিভাগ থেকে একটি ক'রে পাইলট পৌরসভা, কতিপয় নির্ণায়কের বিবেচনায়, মনোনীত করা হয়েছে যেমন- আয়তন, জনসংখ্যার আকার, অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মাত্রা এবং পৌরসভার সক্ষমতা উন্নয়নে সহযোগিতার অনুপস্থিতি, ইত্যাদি।

সারণী ১-১ ঃ সাতটি পাইলট পৌরসভার তালিকা

বিভাগের নাম	জেলার নাম	নির্বাচিত পৌরসভার নাম	পৌরসভার শ্রেণি
খুলনা বিভাগ	ঝিনাইদহ	**শৈলকূপা**	ক
বরিশাল বিভাগ	বরিশাল	**বাকেরগঞ্জ**	খ
চট্টগ্রাম বিভাগ	চাঁদপুর	**ছেঙ্গারচর**	খ
রংপুর বিভাগ	কুড়িগ্রাম	**উলিপুর**	খ
রাজশাহী বিভাগ	পাবনা	**আটঘরিয়া**	গ
সিলেট বিভাগ	সিলেট	**কানাইঘাট**	গ
ঢাকা বিভাগ	কিশোরগঞ্জ	**পাকুন্দিয়া**	গ

(ডিসেম্বর, ২০১৪ অনুসারে)

[৩] পৌরসভার সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রকল্পগুলোর ফলাফলও পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে এবং ওয়ার্কিং গ্রুপের সভায় আলোচনা হয়েছে।

[৪] সদস্য সচিব হলেন এলজিডির উপ- সচিব [পৌরসভার শাসনপদ্ধতি শক্তিশালীকরণ প্রকল্পের (এসপিজিপি) প্রকল্প পরিচালক]। অন্যান্য সদস্যবৃন্দরা হলেন: এলজিডি, এনআইএলজি, এলজিইডি এবং ডিপিএইচই, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট (বিআইএম), মিউনিসিপ্যাল অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (এমএবি), বাংলাদেশ আরবান ফোরাম, বিশ্ব ব্যাংক (ডব্লিউবি), এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি), জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা), সুইস এজেন্সি ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড কো-অপারেশন (এসডিসি) এবং জার্মান ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন (জিআইজেড) এর প্রতিনিধি, এলজিইডি'র প্রকল্প পরিচালকবৃন্দ, সাতটি পাইলট পৌরসভার মেয়র এবং জাইকা-এসপিজিপি বিশেষজ্ঞ ও পরামর্শকগণ।

পৌরসভাসমূহের ওপর প্রশাসনিক চাহিদার নিরূপণ জরিপ

পৌরসভাসমূহের আইনী দায়িত্ব এবং প্রকৃত কার্যাবলীর তুলনা, দুর্বল কর্মক্ষমতার পটভূমি বিশ্লেষণ, প্রশাসনিক প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিতকরণ এবং এ সকল দুর্বলতা ও প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্য প্রস্তাবিত উপায়সমূহ স্পষ্টরূপে জানতে ২০১৪ সালে প্রশাসনিক চাহিদা নিরূপণ জরিপ পরিচালনা করা হয়। সাতটি পাইলট পৌরসভার নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে জরিপটি পরিচালনা করা হয়। এ জরিপে অংশগ্রহণ করেন ঃ মেয়র, কাউন্সিলর, সচিব, সহকারী/উপ-সহকারী প্রকৌশলী, হিসাবরক্ষক, কর শাখার কর্মচারী (কর নির্ধারক এবং আদায়কারী) এবং স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা শাখার প্রধানগণ। এছাড়া, প্রাসঙ্গিক তথ্য উপাত্ত পৌরসভাসমূহ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

পৌরসভা কর্তৃক প্রদত্ত নাগরিক সেবার ওপর পৌরবাসীদের সন্তুষ্টি এবং প্রত্যাশা পরিমাপের জন্য একটি বেইজলাইন জরিপ, নির্বাচিত সাতটি পাইলট পৌরসভাতে ২০১৪ সালে, পরিচালিত হয়। প্রশ্নমালা জরিপের মাধ্যমে সাতটি পাইলট পৌরসভাসহ আরও তিনটি অতিরিক্ত পৌরসভার প্রায় ৭০০ পৌরবাসীর ওপর, তাদের সন্তুষ্টি ও প্রত্যাশার 'নর্‌ম সেটিং' বা নমুণা নির্ধারণের জন্য এ জরিপ পরিচালনা করা হয়। এছাড়া, উক্ত জরিপে প্রাপ্ত ফলাফল, বড় আকারের পৌরসভাতে পরিচালিত একটি অনুরূপ জরিপের ফলাফলের নমুনার[৫] সাথে তুলনা ক'রে দু'টি জরিপের মধ্যে সাদৃশ্য নিশ্চিত করা হয়েছে।

১.৯ অন্যান্য জাতীয় নীতিমালার সাথে সম্পর্ক এবং সামঞ্জস্য

পৌরসভা শাসনপদ্ধতি উন্নতিকরণে এটি একটি সমন্বিত জাতীয় কৌশলপত্র। এ কৌশলপত্র অন্যান্য জাতীয় নীতিমালার সম্পূরক এবং পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ২০১৬-২০২০ এর লক্ষ্য বাস্তবায়নে পৌরসভা পর্যায়ের নাগরিক সেবা সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি বিধানের ক্ষেত্রে সহায়তা করবে।

১.১০ কৌশলপত্রের সূচিপত্র

কৌশলপত্রটি ছয়টি অধ্যায়ে বিভক্ত এর দ্বিতীয় অধ্যায়ে পৌরসভার বিদ্যমান অবস্থা ও সমস্যাসমূহ, প্রশাসনিক চাহিদা নিরূপণ জরিপ ও বেইজলাইন জরিপ এর ওপর ভিত্তি ক'রে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এরপর, অধ্যায় ৩ এ রয়েছে পৌরসভার দীর্ঘমেয়াদী রূপকল্প, লক্ষ্য এবং ২০২৫ সালের মধ্যে এর প্রভাব। যে সকল গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক সেবার ওপর কৌশলপত্র গুরুত্ব আরোপ করেছে সেগুলোও এখানে চিহ্নিত করা হয়েছে। অধ্যায় ৪ এ, রূপকল্প এবং লক্ষ্য অর্জনের জন্য উদ্দেশ্য এবং ফলাফল চিহ্নিত করা হয়েছে। অতঃপর অধ্যায় ৫ এ বর্ণনা করা হয়েছে কৌশলগত উপাদান, কৌশলপত্র বাস্তবায়ন রোডম্যাপ এবং এর কর্মকান্ড। এ কর্মকান্ডগুলো যে সকল বিষয়ের উপর দৃষ্টি নিবন্ধ ক'রে চিহ্নিত করা হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে - ১) প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ (সরকারি); ২) সংস্থা (পৌরসভা); ৩) কারিগরি দক্ষতা (নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জ্ঞান এবং দক্ষতা); এবং ৪) নাগরিকদের অংশগ্রহণ।

অধ্যায় ৬ এ কৌশলপত্রের অর্থায়নসহ এর বাস্তবায়ন ও মনিটরিং ব্যবস্থাপনা বিষয় উপস্থাপন করা হয়েছে। কৌশলপত্রের গঠনপ্রণালী নিম্নোক্ত চিত্র **১-১** এ দেখানো হ'ল ঃ

---

[৫] ইউজিআইআইপি-২ এর মাধ্যমে পরিচালিত জরিপ ("CRC Survey report under UGIIP-II, LGED")

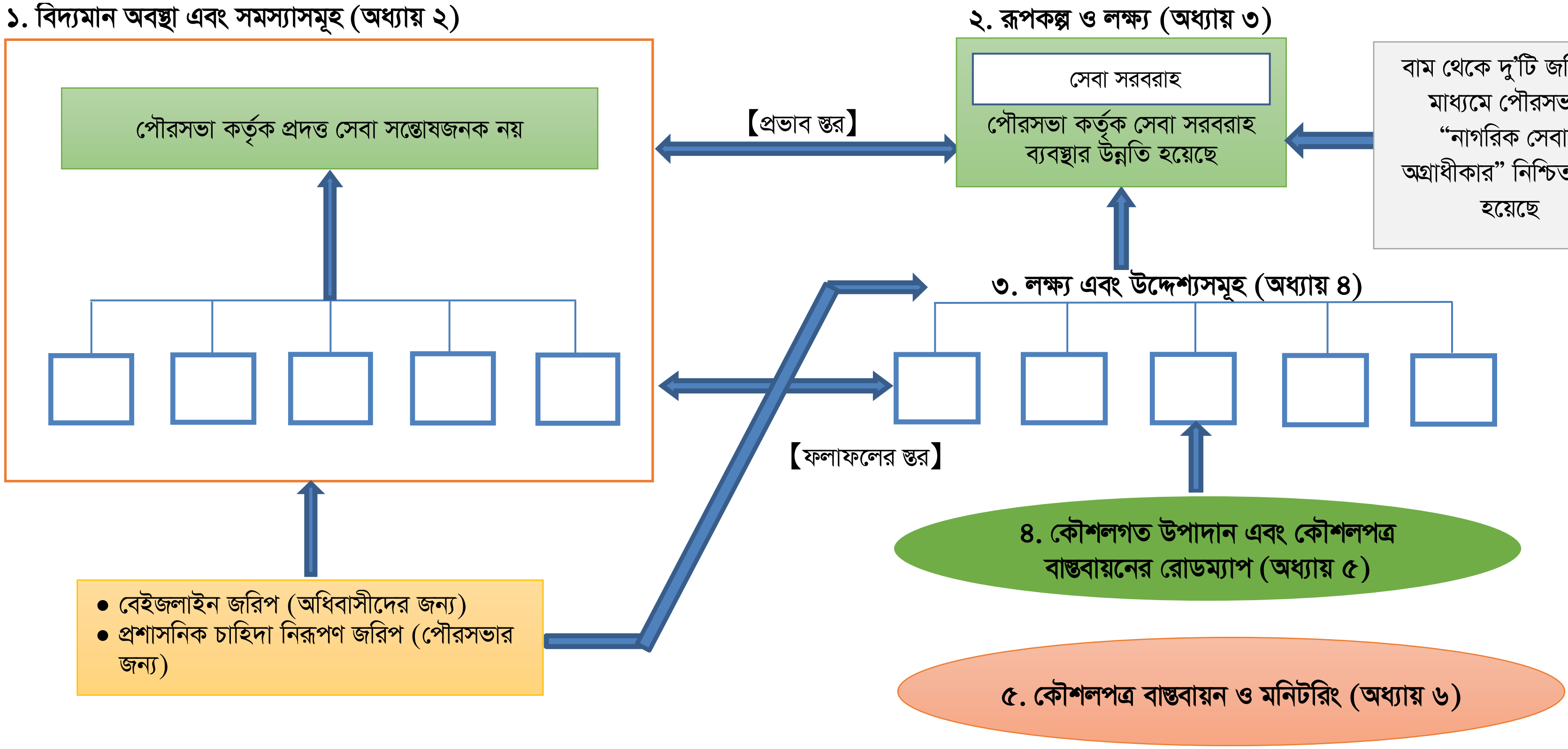

চিত্র ১-১ ঃ কৌশলপত্রের গঠন প্রণালী

অধ্যায়-২ ঃ বিদ্যমান অবস্থা এবং সমস্যা

২.১ পৌরসভার দায়িত্ব ও কার্যাবলী

পৌরসভার দায়িত্ব ও কার্যাবলী স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ (অতঃপর "পৌরসভা আইন, ২০০৯" বলে উল্লেখিত হবে) এ নির্দিষ্ট ক'রে দেয়া হয়েছে। তদানুযায়ী পৌরসভার মূল দায়িত্ব নিম্নরূপে সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখ করা হ'ল ঃ

১. পৌরসভার আইন, ২০০৯ এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য আইন অনুযায়ী নিজ নিজ এলাকার নাগরিকদের সকল ধরণের নাগরিক সুবিধা প্রদান;

২. পৌর প্রশাসন ও সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের মধ্যে সমন্বয় সাধন এবং সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ করা;

৩. অবকাঠামোগত উন্নয়ন, ইমারত নিয়ন্ত্রণসহ নগর উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন; এবং

৪. নাগরিক নিরাপত্তা এবং জনশৃংখলা রক্ষা করা।

উপরোক্ত দায়িত্ব পালনে পৌরসভা নিম্নোক্ত সারণী ২-১ এ বর্ণিত কার্যাবলী সম্পাদন করবে ঃ

সারণী ২-১ ঃ পৌরসভার কার্যাবলী

(১) আবাসিক, শিল্প এবং বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য পানি সরবরাহ;

(২) পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা;

(৩) বর্জ্য ব্যবস্থাপনা;

(৪) অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায় বিচার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পরিকল্পনা প্রণয়ন;

(৫) যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে সড়ক, ফুটপাত, জনসাধারণের চলাচল, যাত্রী এবং পণ্য পরিবহনের সুবিধার্থে টার্মিনাল নির্মাণ করা;

(৬) জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন, ২০০৪ এর অধীনে কার্যক্রম (আইন নং ২৯, ২০০৪) গ্রহণ করা;

(৭) পরিবহন ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, পথচারীদের সুবিধার্থে যাত্রী ছাউনি, সড়ক বাতি, যানবাহনের পার্কিং স্থান এবং বাসস্ট্যান্ড বা বাসস্টপের ব্যবস্থা করা;

(৮) নাগারিক স্বাস্থ্য ও পরিবেশ রক্ষণাবেক্ষণ, বৃক্ষরোপণ ও রক্ষণাবেক্ষণ;

(৯) বাজার ও কসাইখানা স্থাপন এবং ব্যবস্থাপনা;

(১০) শিক্ষা, খেলাধুলা, চিত্তবিনোদন, আমোদ প্রমোদ এবং সাংস্কৃতিক সুযোগ সৃষ্টি ও প্রসারে সহায়তা, পৌর এলাকার সৌন্দর্য বৃদ্ধি; এবং

(১১) আইন, বিধিমালা, প্রবিধান, উপ-আইনমালা বা সরকার প্রদত্ত আদেশ দ্বারা অর্পিত অন্যান্য কার্যাবলী।

তথ্যসূত্র ঃ পৌরসভা আইন, ২০০৯

পৌরসভা আইন, ২০০৯ অনুযায়ী যে সকল কার্যাবলী পৌরসভা কর্তৃক বাস্তবায়ন করার কথা, সেগুলো নিম্নোক্ত সারণীতে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করা হ'ল ঃ

সারণী ২-২ ঃ পৌরসভা আইন, ২০০৯ অনুযায়ী পৌরসভার বিস্তারিত কার্যাবলী

ক্ষেত্র	কার্যাবলীর বিস্তারিত বিবরণ
১. জনস্বাস্থ্য	অস্বাস্থ্যকর ইমারতসমূহ নিয়ন্ত্রণ করা; আবর্জনা অপসারণ, সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা; পাবলিক টয়লেট স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং ব্যক্তিগত পায়খানা নিয়ন্ত্রণ করা; জন্ম, মৃত্যু এবং বিবাহ নিবন্ধন করা; সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিরোধকরণ; জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন; হাসপাতাল ও ডিসপেনসারী নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ; চিকিৎসা সেবার উন্নয়ন এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা, ইত্যাদি।

ক্ষেত্র	কার্যাবলীর বিস্তারিত বিবরণ
২. পানি সরবরাহ ও পানি নিষ্কাশন	পানি সরবরাহ; পানি সরবরাহ কার্যক্রম (Scheme) বাস্তবায়ন; ব্যক্তিগত পানি সরবরাহের উৎসসমূহ নিয়ন্ত্রণ; পানি নিষ্কাশন নর্দমা নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণ কার্যক্রম; নর্দমা নির্মাণ সংক্রান্ত স্কীম বাস্তবায়ন; স্নান ও ধৌত করার স্থান সুরক্ষা কার্যক্রম; সাধারণ খেয়া পারাপার ব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণ; পানি সরবরাহ প্রকল্প কার্যকর করা; পানি সরবরাহের জন্য উৎসসমূহ রক্ষণাবেক্ষণ; বেসরকারি মালিকানধীন নর্দমা নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ করা; নর্দমা নির্মাণ প্রকল্প কার্যকর করা; ধোপাদের জন্য ধোপী ঘাটের ব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা; সাধারণ মৎস্য ক্ষেত্র হিসেবে ঘোষণা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা; মৎস্য সম্পদ সম্পর্কে নিয়ম-কানুন প্রবর্তন ও তদারক করা।
৩. খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদি	খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদি উৎপাদন, বিপণন, প্রস্তুতকরণ ও নিয়ন্ত্রণ; দুধ সরবরাহ প্রকল্প বাস্তবায়ন; সাধারণের বাজার প্রতিষ্ঠা, উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ; বেসরকারি বাজারের লাইসেন্স প্রদান ও নিয়ন্ত্রণ; কসাইখানার ব্যবস্থা ও তা রক্ষণাবেক্ষণ করা।
৪. পশু	পশু হাসপাতাল ও ডিসপেনসারী প্রতিষ্ঠা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা; পৌরসভা প্রবিধান দ্বারা পশুর মধ্যে সংক্রামক রোগের বিস্তার রোধে টিকাদান; বেওয়ারিশ পশু আটক করা, খোয়াড় প্রতিষ্ঠা ও বেওয়ারিশ পশু খোয়াড়ে আবদ্ধ রাখা; পশুশালা ও খামার নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ; বিপজ্জনক পশু নিয়ন্ত্রণ; পশুসম্পদ বিষয়ক প্রকল্প কার্যকর করা; গবাদি পশু বিক্রয় রেজিস্ট্রেশন করা; গবাদি পশু প্রদর্শনী, মেলা অনুষ্ঠান/আয়োজন এবং চিড়িয়াখানা স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ; পশুর মৃতদেহ অপসারণ, ইত্যাদি।
৫. শহর পরিকল্পনা	মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা; শহরের মধ্যে কোনো এলাকার জমির উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন, নিয়ন্ত্রণ ও কার্যকর করা।
৬. ইমারত নিয়ন্ত্রণ	ইমারতের নকশা অনুমোদন, নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ, পরিদর্শন; ইমারত নিয়ন্ত্রণ; ইমারত সম্পর্কিত প্রবিধান প্রণয়ন, ইত্যাদি।
৭. সড়ক	সাধারণের সড়ক নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ; সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা; নতুন সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প অনুমোদন; প্রয়োজনীয় সড়ক এবং অন্যান্য যোগাযোগের ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণ ; সড়ক বাতির ব্যবস্থা; সড়ক ধোয়ার ব্যবস্থা; যানবাহন নিয়ন্ত্রণে প্রবিধান প্রণয়ন করা; যানবাহনের লাইসেন্স প্রদান; জনসাধারণের যানবাহন ব্যবহারের জন্য ভাড়ার হার নির্ধারণ করা; সড়কসমূহের নামকরণ ও হোল্ডিং নম্বর প্রদান; এবং সড়ক বাতি সম্পর্কিত প্রকল্প কার্যকর করা।
৮. জননিরাপত্তা	পৌরসভার জননিরাপত্তা বিষয়ক কার্যাবলী নির্দিষ্ট করণ; বন্যা দূর্গত এলাকা হতে জনগণকে উদ্ধারের জন্য নৌকা ও প্রয়োজনীয় উপকরণসহ প্রস্তুতি; ক্ষতিকর ও অবৈধ ব্যবসা প্রতিরোধে প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন; গোরস্থান ও শ্মশান নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালনা করা; এবং বেসরকারি ব্যবস্থাপনায় গোরস্থান ও শ্মশান নির্মাণের রেজিস্ট্রেশন প্রদান।
৯. বৃক্ষ, পার্ক, উদ্যান ও বন	সাধারণের সড়কের পাশে ও অন্যান্য উন্মুক্ত স্থানে বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ করা; গণ উদ্যানসমূহ নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা করা; বৃক্ষের পোকামাকড় নিধন; আগাছা পরিষ্কার; ক্ষতিকর বৃক্ষ নিধন; পুকুর খনন ও পুনঃখনন এবং নিম্নাঞ্চলসমূহ পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করা; উন্মুক্ত স্থানের ব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণ; এবং উন্মুক্ত স্থান ব্যবহারের বিধান প্রণয়ন করা।
১০. শিক্ষা এবং সংস্কৃতি	কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মোতাবেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রক্ষণাবেক্ষণ; পৌর এলাকাতে বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তন; প্রয়োজনে নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ; পৌরসভা পৌর এলাকায় অবস্থিত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহকে, বাজেট বরাদ্দ সাপেক্ষে, অর্থ সাহায্য প্রদান; যোগ্যতাসম্পন্ন এবং মেধাবী ছাত্রদরে বৃত্তি প্রদান; প্রাপ্ত বয়স্কদের শিক্ষার উন্নয়নের ব্যবস্থা; শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দানের ব্যবস্থা গ্রহণ; বিদ্যালয়ের পুস্তক ও স্টেশনারী দ্রব্যাদির বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন; নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে শিক্ষা সমিতির উন্নয়নের জন্য সহায়তা দান; শিক্ষার উন্নয়নে সহায়ক অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ; পৌর এলাকায় শিক্ষার প্রসারে এবং সমাজ উন্নয়ন ও জনস্বার্থে সম্পাদিত বিষয়ে প্রচারের জন্য তথ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা; যাদুঘর ও আর্ট গ্যালারী স্থাপন এবং উহাতে রক্ষিত

ক্ষেত্র	কার্যাবলীর বিস্তারিত বিবরণ
	জিনিসপত্রের প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা; পাবলিক হল ও সমাজ কেন্দ্র স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করা; সকল ধর্মের ধর্মীয় অনুষ্ঠান, স্বাধীনতা দিবস ও অন্যান্য জাতীয় দিবস উদ্‌যাপন; এবং পৌর এলাকায় আগমনকারী বিশিষ্ট অতিথিদের সংবর্ধনার ব্যবস্থা করা।
১১. সমাজকল্যাণ	দুঃস্থদের জন্য জনকল্যাণ কেন্দ্র, আশ্রয় কেন্দ্র, এতিমখানা, বিধবা নিবাস ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ; পৌরসভা নিজ খরচে পৌর এলাকায় মৃত নিঃস্ব ব্যক্তিদের মৃতদেহ দাফন বা দাহের ব্যবস্থা; ভিক্ষাবৃত্তি, পতিতাবৃত্তি, জুয়া, মাদকদ্রব্য সেবন, মদ্যপান, কিশোর অপরাধ এবং অন্যান্য সামাজিক অনাচার প্রতিরোধের ব্যবস্থা গ্রহণ; সমাজ সেবার জন্য স্বেচ্ছাসেবক সংগঠন গঠন; মহিলা, শিশু ও পশ্চাদপদ শ্রেণির কল্যাণ সাধনের জন্য প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ; এবং সমাজকল্যাণ ও সমাজ উন্নয়নমূলক অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ।
১২. উন্নয়ন	পৌরসভা কর্তৃক নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন; এবং আঞ্চলিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন; বাণিজ্যিক প্রকল্পে বিনিয়োগ।

তথ্যসূত্র ঃ পৌরসভা আইন, ২০০৯

২.২ পৌরসভা আইন, বিধিমালা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য নির্দেশনা

২.২.১ বিদ্যমান অবস্থা

বাংলাদেশ সরকার, তার ওপর অর্পিত ক্ষমতা বলে, পৌরসভার কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণের জন্য আইন, অধ্যাদেশ, বিধিমালা, প্রবিধান, উপ-আইন, তফসিল ইত্যাদি প্রণয়ন ও অনুমোদন করতে পারে। এছাড়াও, বাংলাদেশ সরকার একটি দক্ষ প্রশাসন ও সেবা বিতরণ প্রক্রিয়ার জন্য পৌরসভার কার্যাবলী পরিচালনা করতে, সময় সময়, নির্দেশিকা, পরিপত্র এবং অফিস আদেশ জারী করতে পারে। যদিও প্রয়োজনীয় আইন, বিধিমালা, আদর্শ তফসিল, নমুনা উপ-আইন, নির্দেশিকা, পরিপত্র এবং অফিস আদেশ বিদ্যমান রয়েছে, তবে সেগুলোর অধিকাংশই পুরাতন এবং অনেকাংশে পৌরসভা আইন, ২০০৯ এর চাহিদা পূরণে ব্যর্থ।

পৌরসভার জন্য আইন

বাংলাদেশে পৌরসভা পরিচালনার প্রধান আইন হচ্ছে- পৌরসভা আইন, ২০০৯। এ আইন পূর্ববর্তী পৌরসভা অধ্যাদেশ, ১৯৭৭ রহিত ক'রে প্রণয়ন করা হয়েছে। পৌরসভা কার্যাবলী সম্পাদনের সাথে সম্পর্কিত আরও আইন রয়েছে যেমন- বিরোধ নিষ্পত্তি (পৌর এলাকার) বোর্ড আইন, ২০০৪। এছাড়াও বাংলাদেশে নাগরিক সেবা প্রদান সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য অন্যান্য আইনও রয়েছে, যেগুলো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ (উদাহরণ ঃ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫, মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১)।

বিধিমালা

পৌরসভা আইন, ২০০৯ এবং পৌরসভা অধ্যাদেশ, ১৯৭৭ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন বিধিমালা প্রণয়ন ও জারী করেছে। এছাড়া পৌরসভা সংক্রান্ত অন্য আইনের আওতায় প্রণীত বিধিমালাও পৌরসভায় ব্যবহৃত হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট, ১৯৩২ এর ভিত্তিতে প্রণীত বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল একাউন্ট রুল্‌স, ১৯৩৫, যা এখনও পৌরসভার হিসাব সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয়। পৌরসভার জন্য সরকার কর্তৃক জারী করা সবেচেয়ে পরিচিত বিধিমালাসমূহ নিম্নরূপ ঃ

(১) পৌরসভা আইন, ২০০৯ প্রবর্তনের পর প্রণীত বিধিমালা

১. পৌরসভার কর আরোপ ও আদায় পদ্ধতি বিধিমালা, ২০১৩;
২. পৌরসভার (ওয়ার্ড কমিটি গঠন ও কার্য-পরিধি) বিধিমালা, ২০১২
৩. পৌরসভার কার্য বিধিমালা, ২০১২;
৪. পৌর পুলিশ (নিয়োগ, প্রশিক্ষণ, শৃঙ্খলা এবং চাকুরীর শর্তাবলী সংক্রান্ত) বিধিমালা, ২০১২;
৫. পৌরসভার মেয়র ও কাউন্সিলরগণের বিশেষ সুবিধা, কর্তব্য ও দায়িত্বভার (মেয়র ও কাউন্সিলরগণের সম্মানী) বিধিমালা ২০১০;
৬. স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) নির্বাচন বিধিমালা, ২০১০; এবং
৭. পৌরসভা (নির্বাচন পরিচালনা) বিধিমালা, ২০১০।

(২) পৌরসভা অধ্যাদেশ, ১৯৭৭ এবং বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট, ১৯৩২ এর ভিত্তিতে প্রণীত ও পৌরসভায় ব্যবহৃত বিধিমালা

১. জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন (পৌরসভা) বিধিমালা, ২০০৬;
২. পৌরসভার (চুক্তি) বিধিমালা, ২০০১;
৩. পৌরসভা বাজেট (প্রণয়ন এবং অনুমোদন) বিধিমালা, ১৯৯৯;
৪. পৌরসভার কর্মচারী চাকুরী বিধিমালা, ১৯৯২;
৫. পৌরসভার কর্মচারী (ভবিষ্য তহবিল ও আনুতোষিক) বিধিমালা, ১৯৮৮;

৬. ঘোষণাপত্র ও পৌরসভার বিধিমালা সংস্কার, ১৯৭৮; এবং

৭. বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল একাউন্ট রুলস, ১৯৩৫।

উপ-আইনমালা ও তফসিল

সরকার মাঝে মাঝে তফসিল ও নমুনা উপ-আইনমালা প্রণয়ন ক'রে পৌরসভাসমূহকে তাদের নিজেদের তফসিল ও উপ-আইনমালা প্রণয়নে সহায়তা করে। এরূপ কিছু নমুনা নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল ঃ

১. পৌরসভা আদর্শ কর তফসিল, ২০1৪

২. পৌরসভা স্থায়ী কমিটি গঠন ও কমিটির কার্যাবলী সম্পর্কিত (খসড়া) উপ-আইনমালা, ২০১৩;

৩. পৌরসভা পাবলিক মার্কেট আদর্শ উপ-আইনমালা, ২০০৩; এবং

৪. পৌরসভা পানি সরবরাহ আদর্শ উপ-আইনমালা, ১৯৯৯।

প্রবিধান

পৌরসভার কার্যাবলী নির্বিঘ্নে সম্পাদন করতে পৌরসভা, তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী, পৌরসভা প্রবিধান প্রণয়ন করতে পারে। পৌরসভা আইন, ২০০৯ এর তফসিল-৭ এ পৌরসভাসমূহের জন্য ন্যূনতম ১৪টি প্রবিধান তৈরি করার নির্দেশ থাকলেও বাস্তবে পৌরসভাসমূহে এরূপ কোন প্রবিধান পাওয়া যায় না।

উপ-আইনমালা

পৌরসভার নাগরিক সেবা প্রদানের দক্ষতা উন্নয়নের জন্য, পৌরসভার প্রয়োজন অনুযায়ী, উপ-আইনমালা প্রণয়ন করতে পারে। পৌরসভা আইন, ২০০৯ এর তফসিল-৮ এ ন্যূনতম ১৭টি উপ-আইনমালা তৈরি করার নির্দেশ থাকলেও বাস্তবে পৌরসভাসমূহে এরূপ কোন উপ-আইনমালা পাওয়া যায় না।

নির্দেশিকা

পৌরসভার নির্দিষ্ট কিছু কার্যাবলী সহজে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে স্থানীয় সরকার বিভাগ (এলজিডি) মাঝে মাঝে কিছু নির্দেশিকা তৈরি ও জারীর মাধ্যমে সহায়তা ক'রে থাকে। উক্ত নির্দেশিকাসমূহ পৌরসভার কার্যাবলী সম্পর্কিত অন্যান্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত নির্দেশিকার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। এ ধরণের কিছু নির্দেশিকা পরবর্তী পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হ'ল ঃ

১. সকরারি হাট-বাজারসমূহের ব্যবস্থাপনা, ইজারার পদ্ধতি ও উহা হতে প্রাপ্ত আয় বন্টন সম্পর্কিত নীতিমালা (এলজিডি প্রণীত);

২. পৌরসভায় তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে অনুসরণীয় নীতিমালা (এলজিডি প্রণীত);

৩. পৌরসভার গাড়ী ব্যবহার ও জ্বালানী সরবরাহ প্রসংগে নির্দেশিকা (এলজিডি প্রণীত);

৪. পৌরসভার তথ্য ও সেবা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা করার নীতিমালা (এলজিডি প্রণীত);

৫. মানবিক সহায়তা কর্মসূচি বাস্তবায়ন নির্দেশিকা, ২০১২-১৩ (অন্যান্য মন্ত্রণালয়); এবং

৬. ভিজিএফ কর্মসূচির পরিপত্র, ২০০৯ (অন্যান্য মন্ত্রণালয়)।

এছাড়াও অসংখ্য পরিপত্র ও অফিস আদেশ, মাঝে মাঝে এলজিডি প্রকাশ করে যাতে পৌরসভা তার কার্যাবলী নির্বিঘ্নে ও দক্ষতার সাথে সম্পাদন করতে পারে। প্রায় ১০০টি পরিপত্র ও অফিস আদেশসহ পৌরসভা সম্পর্কিত আইন, বিধিমালা এবং অন্যান্য নির্দেশিকা সম্বলিত একটি সংকলন সম্প্রতি স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রকাশ করেছে যা পৌরসভার কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ; কিন্তু এগুলোর অধিকাংশই পৌরসভার কর্মকর্তাদের নজরের বাইরে।

২.২.২ বিদ্যমান সমস্যাবলী

পৌরসভার কার্যাবলী সম্পাদনের ক্ষেত্রে আইন, বিধিমালা, নমুনা আদর্শ উপ-আইনমালা, উপ-আইনমালা, প্রবিধান, নির্দেশিকা, পরিপত্র, অফিস আদেশ, ইত্যাদি ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে হয়, যার কিছু নমুনা পরবর্তী পৃষ্ঠায় বর্ণিত হ'ল ঃ

আইন ও বিধি-বিধান সম্পর্কে অপর্যাপ্ত ধারণা

যদিও পৌরসভার কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য আইন ও বিধি-বিধান রয়েছে, তৎসত্ত্বেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে পৌরসভার নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কর্মচারীগণ তাদের কার্যাবলীর বাস্তবায়নে সম্পর্কযুক্ত উক্ত আইন ও বিধি-বিধানের সাথে যথেষ্ট পরিচিত নয়। এটা সচেতনতা, প্রেরণা ও প্রশিক্ষণের অভাবে হতে পারে।

অপর্যাপ্ত বিধিমালা ও আদর্শ (নমুনা) উপ-আইনমালা

পৌরসভা আইন অনুযায়ী প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম বিধিমালা ও নমুনা আদর্শ উপ-আইনমালা প্রণীত হয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিধিমালা থাকলেও সেগুলো পুরনো ও সেকেলে (যেমন- বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল একাউন্ট রুলস, ১৯৩৫ আধুনিক ডিজিটাল হিসাবরক্ষণ পদ্ধতির চাহিদা পূরণ করতে পারে না)। এ সব বিধিমালা ও নমুনা উপ-আইনমালা'র অনুপস্থিতিতে পৌরসভার প্রশাসনিক কার্যাবলী সম্পাদনে বিঘ্ন ঘটে।

সেকেলে (পুরনো) বিধিমালা

বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট, ১৯৩২ এবং পৌরসভা অধ্যাদেশ, ১৯৭৭ প্রবর্তনের পর তার ভিত্তিতে প্রণীত বিধিমালাসমূহ বেশ পুরনো; তাই বর্তমান চাহিদা পূরণ ও পৌরসভা আইন, ২০০৯ সাথে মানিয়ে নিতে এগুলো সংশোধন ও হালনাগাদ করা প্রয়োজন। এ কারণে পৌরসভার কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ, কখনও কখনও, সেই পুরনো বিধিমালা ও তাদের বিভিন্ন সংশোধনী দেখে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে।

সচেতনতা ও অনুপ্রেরণার অভাব

অপর একটি সমস্যা হচ্ছে- পৌরসভার কর্মচারীদের মধ্যে সচেতনতা, ও অনুপ্রেরণার অভাব এবং তাদের জন্য প্রশিক্ষণের সুযোগের অভাব। পৌরসভার বিধিমালায় পৌরসভার কর্মচারীদের দক্ষতা মনিটরিং এর জন্য কার্যকরী ব্যবস্থার অনুপস্থিতি পৌরসভার কার্যাবলী সম্পাদনে ব্যর্থতার অপর একটি কারণ।

পৌরসভা কর্তৃক কোন প্রবিধান ও উপ-আইনমালা প্রণয়ন না করা

পৌরসভা আইন, ২০০৯ এর ১২১ ও ১২২ ধারা এবং এর সাথে পঠিতব্য তফসিল ৭ ও ৮ এ পৌরসভার কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য, প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী, উপ-আইনমালা ও প্রবিধান প্রণয়নের কথা থাকলেও বাস্তবে তা ঘটে না। পৌরসভার কর্মচারীগণ তাদের নির্ধারিত প্রাত্যাহিক কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকে এবং এ সকল প্রবিধান ও উপ-আইনমালা প্রণয়নের কোন প্রয়োজন বোধ করে না।

সেকেলে (পুরনো) উপ-আইনমালা

বাংলাদেশ সরকার সম্প্রতি পৌরসভা আদর্শ কর তফসিল, ২০১৪ এবং পৌরসভা স্থায়ী কমিটি গঠন ও কমিটির কার্যাবলী সংক্রান্ত নমুনা উপ-আইনমালা, ২০১৩ প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশ সরকার, পৌরসভা অধ্যাদেশ, ১৯৭৭ এর ভিত্তিতে পৌরসভা পাবলিক মার্কেট আদর্শ উপ-আইনমালা, ২০০৩ এবং পৌরসভা পানি সরবরাহ আদর্শ উপ-আইনমালা, ১৯৯৯ শিরোনামে ২টি আদর্শ উপ-আইনমালা জারী করেছে। উপরের তফসিল এবং উপ-আইনমালার মধ্যে আদর্শ কর তফসিল, ২০১৪ এবং পাবলিক মার্কেট

আদর্শ উপ-আইনমালা, ২০০৩ এর বিধানাবলী পৌরসভাসমূহ ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করছে। অন্যদিকে, পানি সরবরাহ আদর্শ উপ-আইনমালা ১৯৯৯, ১৭ বছর আগে বলবৎ করা হয় এবং এতে বর্ণিত ফিস, ট্যারিফ, ইত্যাদি বর্তমান বাজার মূল্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। বর্তমান জীবনযাত্রার ব্যয় ও মূল্য সূচক বিবেচনা ক'রে এ আদর্শ উপ-আইনমালা অবিলম্বে হালনাগাদ করা প্রয়োজন। অপরদিকে, পৌরসভাসমূহ এ সকল আদর্শ/নমুনা উপ-আইনমালার প্রতি সঠিক মনোযোগ দেয় না; এমনকি বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রণীত এ সকল নমুনা উপ-আইনের উদ্দেশ্য সম্পর্কেও জানে না। পৌরসভার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের পৌরসভার উপ-আইনমালা এবং তফসিল অনুযায়ী তাদের ভূমিকা সম্পর্কে জানাতে নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দিক নির্দেশনা কিংবা প্রশিক্ষণের দৃশ্যত কোন উদ্যোগ, এখন পর্যন্ত দেখা যায় নি।

২.৩ পৌরসভার সাংগঠনিক কাঠামো

২.৩.১ বিদ্যমান অবস্থা

পৌরসভার সাংগঠনিক কাঠামো সম্পর্কে পৌরসভা আইন, ২০০৯ এর ধারা ৬ এ বর্ণিত হয়েছে। প্রতিটি পৌরসভা একজন মেয়র, কাউন্সিলরবৃন্দ এবং মহিলা কাউন্সিলরদের সমন্বয়ে গঠিত। মেয়র এবং কাউন্সিলরগণ স্থানীয় অধিবাসীদের ভোটে নির্বাচিত হন। পৌরসভার নির্বাহী ক্ষমতা ও কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য পৌরসভা আইন, ২০০৯ এ প্রয়োজনীয় ধারাসমূহ সন্নিবেশন করা আছে । পৌরসভার নির্বাহী ক্ষমতা পৌর-পরিষদের ওপর ন্যস্ত থাকবে এবং এ ক্ষমতা মেয়র সরাসরি অথবা কাউন্সিলর কিংবা পৌরসভা কার্য বিধিমালা, ২০১২ অনুযায়ী অন্য কোন অনুমোদিত কর্মচারীর মাধ্যমে প্রয়োগ করা যাবে। সকল কাজ পৌরসভার নামে গ্রহণ করা হবে এবং নির্বাহী ক্ষমতার বিভাজনের যে কোন প্রস্তাব পৌর-পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে।

পৌর-পরিষদ বলতে পৌরসভার মেয়র ও কাউন্সিলরগণের সমন্বয়ে গঠিত কমিটিকে বুঝায় [ধারা ২ এর উপ-ধারা (৩৮), পৌরসভা আইন, ২০০৯]। পৌর-পরিষদ সভাসমূহের মাধ্যমে পৌরসভার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সভা মেয়র অথবা তার অনুপস্থিতিতে প্যানেল মেয়রের আহ্বানে অনুষ্ঠিত হবে এবং মাসে অন্ততঃ একবার অবশ্যই এ সভা অনুষ্ঠিত হওয়ার বিধান রয়েছে (ধারা ৬৩)। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, যেমন- বাজেট, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির অধীন প্রকল্প গ্রহণ, উন্নয়ন সহায়তা তহবিলের অধীন প্রকল্প গ্রহণ, মহা পরিকল্পনা প্রণয়ন, কর্মচারী নিয়োগ, ইত্যাদি পৌরসভার সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটিতে সর্ব প্রথম আলোচিত হবে (ধারা ৬৪)। অতঃপর কমিটির সিদ্ধান্তসমূহ পরিষদের মাসিক সভায় আলোচিত হবে। পরিষদের সাধারণ বা বিশেষ সভায় যে কোন কার্যক্রম সংক্রান্ত আলোচনার পর পরিষদ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। পৌরসভার নির্বাহী ক্ষমতা পৌরসভার মেয়র, কাউন্সিলর, অথবা অন্যান্য কর্মচারীদের ওপর ন্যাস্ত এবং তাদের দ্বারা ক্ষমতা প্রয়োগ করা হবে (ধারা ৬২)।

বাংলাদেশ সরকার পৌরসভা আইন, ২০০৯ এর ধারা ১২০ এর অধীন প্রদত্ত ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ "পৌরসভার মেয়র ও কাউন্সিলনগণের বিশেষ সুবিধা, কর্তব্য ও দায়িত্বভার (মেয়র এবং কাউন্সিরগণের সম্মানী) বিধিমালা, ২০১০" জারী করেছে। এ বিধিমালায় মেয়র ও কাউন্সিলরগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত ক'রে দেয়া আছে, যা হুবহু নিম্নরূপ ঃ

মেয়রের দায়িত্ব ও কর্তব্য (বিধি-৩)

(১) পৌরসভার দৈনন্দিন প্রশাসনিক কাজ পরিচালনা করা;

(২) পৌরসভার সকল সভায় সভাপতিত্ব করা এবং উহাতে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(৩) পৌরসভার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তত্ত্বাবধান করা;

(৪) পৌরসভায় ন্যস্তকৃত সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী ব্যতীত, পৌরসভার কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ ও তাহাদের বিরুদ্ধে, প্রয়োজনে, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(৫) পৌরসভার বিভিন্ন কার্যাবলী সংক্রান্ত প্রস্তাব ও প্রকল্প পরিষদের পক্ষে প্রস্তুত করিবার লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা;

(৬) পৌরসভা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(৭) ধারা ৪৮ এর বিধান সাপেক্ষে পৌরসভার নামে সম্পাদিত সকল চুক্তি স্বাক্ষর করা এবং একই ধারার বিধান অনুসারে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(৮) ধারা ৯৮ এবং তৃতীয় তফসিল এ উল্লিখিত কর, রেইট, ইত্যাদি সাপেক্ষে, পৌরসভার আওতাধীন বিভিন্ন ব্যবসা, বৃত্তি ও পেশার ওপর কর আরোপ করা এবং পৌরসভা কর্তৃক প্রদেয় লাইসেন্স ইস্যু করা;

(৯) ধারা ১১০ এবং চতুর্থ তফসিলের বিধান সাপেক্ষে এ আইনের অধীন অপরাধ সংক্রান্ত কোন অভিযোগ আপোষ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(১০) পৌরসভার পক্ষে মামলা দায়ের ও পরিচালনা করিবার লক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(১১) আইনের দ্বিতীয় তফসিলে নির্ধারিত পৌরসভার কার্যাবলী বাস্তবায়ন, বাস্তবায়িত ও বাস্তবায়নাধীন কার্যাদির অগ্রগতি পর্যালোচনা করা;

(১২) আইনের অধীন প্রণীত বিধি দ্বারা তাঁহার ওপর অর্পিত সকল বা যে কোন দায়িত্ব পালন করা; এবং

(১৩) ধারা ৫১ এর বিধান সাপেক্ষে সরকার কর্তৃক, সময় সময়, অর্পিত সকল বা যে কোন কার্য সম্পাদন করা।

কাউন্সিলরগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য (বিধি-৪)

(১) পৌরসভা কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া এক বা একাধিক স্থায়ী কমিটির সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করা এবং সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(২) ধারা ৪০ এর বিধান অনুযায়ী প্যানেলের অগ্রাধিকার অনুসারে মেয়র এর অনুপস্থিতিতে পৌরসভার মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালন করা;

(৩) আইনের দ্বিতীয় তফসিলে নির্ধারিত বিভিন্ন দায়িত্ব ও কার্যাবলীর মধ্য হইতে পৌরসভার নিকট, সময়ে সময়ে, নিম্নবর্ণিত বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রস্তাব পেশ বা, ক্ষেত্রমত, সুপারিশ প্রদান করা, যথা-

ক) শিক্ষা প্রসারের জন্য জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ এবং উক্ত শিক্ষা বিষয়ক কর্মসূচিতে সহায়তা প্রদান বিষয়ক;

খ) মাধ্যমিক শিক্ষা এবং মাদ্রাসা শিক্ষা কার্যক্রমের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যক্রম তদারকি ও উহাদিগকে সহায়তা প্রদান বিষয়ক;

গ) সন্ত্রাস, জঙ্গিবাদ, চুরি, ডাকাতি, চোরাচালান, মাদকদ্রব্য ব্যবহার ইত্যাদি অপরাধ সজ্ঘটিত হওয়ার বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টিসহ জননিরাপত্তা সংক্রান্ত অন্যান্য প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম গ্রহণ সংক্রান্ত;

ঘ) পরিবেশ সংরক্ষণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সামাজিক বনায়নসহ অন্যান্য কার্যক্রম গ্রহণ সংক্রান্ত;

ঙ) যুব, ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক ও সমাজকল্যাণমূলক কার্যক্রমের ব্যাপক প্রসার এবং বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত;

চ) কৃষি এবং বনজ সম্পদ উন্নয়নে কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত; এবং

ছ) সরকার বা, ক্ষেত্রমত, মেয়র কর্তৃক সুনির্দিষ্টভাবে তাঁহার ওপর অর্পিত দায়িত্ব ও কার্যাবলী নিষ্পন্নকরণ সংক্রান্ত।

পৌরসভার কাউন্সিলরগণের (সংরক্ষিত আসন) দায়িত্ব ও কর্তব্য (বিধি-৫)

(১) পৌরসভা কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়া এক বা একাধিক স্থায়ী কমিটির সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করা এবং সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

(২) ধারা ৪০ এর বিধান অনুযায়ী প্যানেলের অগ্রাধিকার অনুসারে মেয়র এর অনুপস্থিতিতে পৌরসভার মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালন করা;

(৩) আইনের দ্বিতীয় তফসিলে নির্ধারিত বিভিন্ন দায়িত্ব ও কার্যাবলীর মধ্য হইতে পৌরসভার নিকট, সময়ে সময়ে, নিম্নবর্ণিত বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রস্তাব পেশ বা, ক্ষেত্রমত, সুপারিশ প্রদান করা, যথা-

ক) স্বাস্থ্য, পুষ্টি, পরিবার পরিকল্পনা ও মাতৃমঙ্গল সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে করণীয় ব্যবস্থাদি সম্পর্কিত;

খ) স্যানিটেশন ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নতি সাধন এবং সুপেয় পানীয় জলের সরবরাহ ব্যবস্থা সংক্রান্ত;

গ) মহিলা ও শিশুদের সার্বিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে করণীয় ব্যবস্থা চিহ্নিতকরণসহ প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান এবং বাস্তবায়ন;

ঘ) ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প স্থাপন ও বিকাশের লক্ষ্যে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ সংক্রান্ত;

ঙ) আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য নিজ উদ্যোগে কর্মসূচি গ্রহণ, বাস্তবায়ন এবং এতদসম্পর্কে সরকারি কর্মসূচি বাস্তবায়নে সরকারকে সার্বিক সহায়তা প্রদান সম্পর্কিত;

চ) নারী ও শিশু নির্যাতন, যৌতুক ও বাল্যবিবাহ, ইত্যাদি রোধকল্পে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জনমত সৃষ্টিসহ অন্যান্য প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম গ্রহণ সংক্রান্ত;

ছ) গবাদি পশু এবং মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন সংক্রান্ত;

জ) সমবায় সমিতি ও বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের কাজ তদারকী করাসহ উহাতে সহায়তা প্রদান এবং উহাদের কাজে সমন্বয় সাধন সংক্রান্ত;

ঝ) সমাজকল্যাণ ও জনহিতকরমূলক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণসহ উক্ত কর্মকান্ড বাস্তবায়নকল্পে করণীয় ব্যবস্থাদি চিহ্নিতকরণ সংক্রান্ত; এবং

ঞ) সরকার বা, ক্ষেত্রমত, মেয়র কর্তৃক সুনির্দিষ্টভাবে তাঁহার ওপর অর্পিত দায়িত্ব ও কার্যাবলী নিষ্পন্নকরণ সংক্রান্ত।

স্থায়ী কমিটি

প্রতিটি স্থায়ী কমিটি পাঁচজন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে। স্থায়ী কমিটির সভাপতি ও সদস্য, কাউন্সিলরদের মধ্য থেকে নির্বাচিত হবেন। মেয়র তার পদাধিকার বলে প্রত্যেক স্থায়ী কমিটির সদস্য হবেন। যাই হোক, মেয়র আইন শৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তা সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি হবেন। প্রত্যেক স্থায়ী কমিটিতে অন্ততঃ ৪০ শতাংশ মহিলা সদস্য থাকবেন। এছাড়াও, প্রতিটি স্থায়ী কমিটি, প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে, বিশেষজ্ঞ একজন ব্যক্তিকে সদস্য হিসেবে মনোনিত করতে পারবে, যার সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় কোন ভোটাধিকার থাকবে না।

স্থায়ী কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য, পৌরসভা কর্তৃক প্রণীত এবং এলজিডি কর্তৃক অনুমোদিত উপ-আইনমালার মাধ্যমে নির্ধারিত হবে। পৌরসভার অধীন গঠিতব্য স্থায়ী কমিটিসমূহ নিচে উপস্থাপন করা হ'ল [পৌরসভার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৫৫ (১)] ঃ

(ক) সংস্থাপন ও অর্থ

(খ) কর নিরূপণ ও আদায়

(গ) হিসাব ও নিরীক্ষা

(ঘ) নগর পরিকল্পনা, নাগরিক সেবা ও উন্নয়ন

(ঙ) আইন-শৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তা

(চ) যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো

(ছ) মহিলা ও শিশু

(জ) মৎস্য ও পশুসম্পদ

(ঝ) তথ্য ও সংস্কৃতি

(ঞ) বাজার মূল্য পর্যবেক্ষণ, মনিটরিং ও নিয়ন্ত্রণ

প্রতি পৌরসভা উপরে উল্লেখিত স্থায়ী কমিটি ছাড়াও, প্রয়োজনে, অতিরিক্ত স্থায়ী কমিটি গঠন করতে পারবে, যেমন- ১) বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের (এনজিও) সাথে সমন্বয়; ২) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা; ৩) বাজার ব্যবস্থাপনা; ৪) নারী উন্নয়ন; ৫) দারিদ্র্য নিরসন ও বস্তি উন্নয়ন; ৬) স্বাস্থ্য, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন; এবং ৭) আবর্জনা অপসারণ ও স্থানান্তর, ইত্যাদি।

পৌরসভার প্রশাসনিক কাজে ও সেবা সরবরাহে নাগরিকদের অংশগ্রহণের জন্য ওয়ার্ড কমিটি (ডাব্লিউসি) এবং টাউন লেভেল কো-অর্ডিনেশন কমিটি (টিএলসিসি) শিরোনামে আরও দু'টি "ফোরাম" বা মঞ্চ রয়েছে।

পৌরসভার জনবল কাঠামো

পৌরসভা আইন, ২০০৯ এর ধারা ৭২ অনুযায়ী, পৌরসভাসমূহের জন্য 'পৌরসভা সার্ভিস' নামে একটি সার্ভিস থাকবে এবং উক্ত সার্ভিস নির্ধারিত শর্তে ও পদ্ধতিতে গঠিত হবে। সরকার, সময়ে সময়ে, পৌরসভার শ্রেণিবিন্যাস (শ্রেণি-ক, খ ও গ) অনুযায়ী জনবল কাঠামো নির্ধারণ এবং চাকুরির পদসমূহ নির্দিষ্ট করতে পারবে, যা পৌরসভা সার্ভিসে অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিবর্গ দ্বারা পূরণ করা হবে। জনবল কাঠামোটি মেয়র, একজন প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) এবং (১) প্রকৌশল বিভাগ (বিভাগীয় প্রধান হবেন, নির্বাহী/সহকারী প্রকৌশলী); (২) প্রশাসন বিভাগ (বিভাগীয় প্রধান হবেন, সচিব); এবং (৩) স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা এবং পরিচ্ছন্নতা বিভাগ (বিভাগীয় প্রধান হবেন, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা) নিয়ে গঠিত হবে। পৌরসভার শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী পৌরসভা কার্যালয়ের অনুমোদিত জনবলের (কর্মকর্তা-কর্মচারীর) সংখ্যা সারণী ২-৩ এ দেখানো হ'ল ঃ

সারণী ২-৩ ঃ পৌরসভার অনুমোদিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সংখ্যা

শ্রেণি	বিভাগ	সংখ্যা
ক	প্রকৌশল	৬৮
	প্রশাসন	৫৪
	স্বাস্থ্য	৩৩
	মোট	১৫৫
খ	প্রকৌশল	৩২
	প্রশাসন	৩৫
	স্বাস্থ্য	২২
	মোট	৮৯
গ	প্রকৌশল	২৭
	প্রশাসন	২৬
	স্বাস্থ্য	১৬
	মোট	৬৯

তথ্যসূত্র ঃ এলজিডি

সরকারের প্রশাসনিক ক্যাডার থেকে পৌরসভায় প্রেষণে নিযুক্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, পৌরসভার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রধান হবেন। তবে বহু পৌরসভায় এই পদটি শূন্য রয়েছে। কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ শ্রেণিতে শ্রেণিকরণ[৬] করা হয়। পৌরসভার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য সরকার কর্তৃক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা প্রেষণে নিযুক্ত করা হয়, প্রথম এবং দ্বিতীয় শ্রেণির সকল কর্মকর্তা এলজিডি কর্তৃক নিয়োগ দেয়া হয়, এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীগণ পৌরসভা কর্তৃক নিযুক্ত করা হয়।

পৌরসভার বিভাগসমূহের কার্যাবলী পৌরসভা আইন, ২০০৯ এ নির্দিষ্ট ক'রে দেয়া হয়নি। এর থেকে বুঝা যায় যে, প্রতিটি বিভাগের প্রকৃত কার্যাবলী, পৌরসভা ভেদে, ভিন্ন হতে পারে। পাইলট পৌরসভার তথ্যের ওপর ভিত্তি ক'রে প্রতিটি বিভাগের বৈশিষ্টসূচক কার্যাবলী নিচে উল্লেখ করা হলো ঃ

[৬] (১) 'প্রথম' শ্রেণিঃ প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, নির্বাহী প্রকৌশলী, সহকারী প্রকৌশলী, টাউন প্ল্যানার, স্বাস্হ্য কর্মকর্তা ও সচিব; (২) 'দ্বিতীয়' শ্রেণিঃ উপ-সহকারী প্রকৌশলী, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, বস্তি উন্নয়ন কর্মকর্তা; (৩) 'তৃতীয়' শ্রেণিঃ সব করণিক-কর্মচারী, ড্রাইভার, মাঠ পরিদর্শক (ফিল্ড সুপারভাইজার); এবং (৪) 'চতুর্থ' শ্রেণিঃ বার্তাবাহক (মেসেঞ্জার), পাহারাদার (গার্ড), এবং অন্যান্য নিম্ন/অধস্তন কর্মী বৃন্দ। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সিনিয়র সহকারী সচিব /উপ-সচিব পদমর্যাদার বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তা।

প্রকৌশল বিভাগ ঃ

- অবকাঠামো নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, যেমন- পৌরসভার নির্ধারিত সীমানার মধ্যে অবস্থিত জনসাধারণের বাজার, চলাচলের সড়ক, নর্দমা, সেতু এবং কালভার্ট নির্মাণ;
- সড়কের ধারে এবং উন্মুক্ত স্থানে বৃক্ষরোপণ এবং পানি দিয়ে সড়ক ধৌত করার জন্য প্রয়োজনীয় কর্মসূচি বাস্তবায়ন;
- পৌরসভা এলাকার মধ্যে জনসাধারণের বাগান ও উন্মুক্ত স্থান রক্ষণাবেক্ষণ করা;
- পৌরসভা এলাকার জন্য একটি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা;
- সব ধরণের উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা;
- পৌরসভা এলাকার অভ্যন্তরে ভবন নির্মাণের নক্‌শা অনুমোদন করা;
- পৌরসভার বাসিন্দাদের জন্য সুপেয় পানি সরবরাহ করা;
- পাবলিক টয়লেট এবং যাতায়াত সংকেত এর ব্যবস্থাসহ অন্যান্য নাগরিক সেবা প্রদান করা; এবং
- পৌরসভার যানবাহন এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ করা।

প্রশাসন বিভাগ ঃ

- পৌরসভার কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- বাজেট প্রণয়ন করা এবং আর্থিক ও হিসাবরক্ষণ বিষয়ের ব্যবস্থাপনা করা;
- ভবন এবং অন্যান্য সম্পদের তদন্ত সাপেক্ষে হোল্ডিং ট্যাক্স নির্ধারণ করা;
- হোল্ডিং ট্যাক্স, দোকানের ভাড়া, ট্রেড লাইসেন্স ফিস ও অন্যান্য ফিস আদায় করা;
- পৌরসভার অধিবাসীদের ট্রেড লাইসেন্স প্রদান করা;
- বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমকে উৎসাহিত ও সংগঠিত করা এবং জাতীয় দিবস ও অন্যান্য বিশেষ দিবসসমূহ উদ্‌যাপন করা;
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং দুর্ভিক্ষে প্রয়োজনীয় ত্রাণ কার্যক্রম নির্বাহ ও পরিচালনা করা; এবং
- অনুষ্ঠান ব্যবস্থাপনা ও বাণিজ্যিক কার্যক্রমে উৎসাহ প্রদানসহ অন্যান্য সেবামূলক কাজ করা।

স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পরিচ্ছন্নতা বিভাগ ঃ

- সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ করা;
- হাসপাতাল, স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং ঔষধালয় প্রতিষ্ঠা, নিয়ন্ত্রণ এবং এগুলোতে অর্থদান করা;
- পৌরসভার সকল জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন করা;
- পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচি প্রবর্ধন করা; এবং
- বেওয়ারিশ পশু ব্যবস্থাপনা, অবৈধ ও অসুস্থ পশু জবাই, এবং বিপজ্জনক পশু আটক ও মৃত পশু অপসারণসহ সবধরণের পশু নিয়ন্ত্রণ করা।

২.৩.২ কার্যাবলী পরিচালনায় জনবল সমস্যা

প্রশাসনিক কাজ পরিচালনায় মেয়রের প্রতিবন্ধকতাসমূহ (চ্যালেঞ্জেস)

যদিও অনেক মেয়রের ভাল শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং পৌরসভা আইন, ২০০৯ সম্পর্কে ভাল জ্ঞান/ধারণা আছে, তারপরও সঠিকভাবে পৌরসভার প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনায় নেতৃত্ব দেওয়ার ব্যাপারে কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে যা মেয়রগণকে

মোকাবেলা করতে হবে। যেহেতু মেয়রগণ বিধিমালা ও প্রবিধান অনুসরণ করার ব্যাপারে সম্পূর্ণ সচেতন নন, সেহেতু তাঁদের নেতৃত্বে, স্থানীয় কর্মকর্তাদের দ্বারা, প্রয়োজনীয় বিধি-বিধান বাস্তবায়ন করা কঠিন হয়ে দাড়ায়। উপরন্তু, জনপ্রিয়তা হারানোর ভয়ে মেয়রগণ প্রায়শ করের হার বাড়াতে ও আদায় করতে অনিচ্ছুক থাকেন।

আইন সংক্রান্ত বিষয়ে কাউন্সিলরবৃন্দের সীমাবদ্ধতা

নির্বাচিত কাউন্সিলরগণ বিশ্বাস করে যে, তাদের প্রধান দায়িত্ব হচ্ছে পরিষদের সভায় যোগদান করা। আইন ও প্রাসঙ্গিক বিধিমালায় তাদের ভূমিকা সম্পর্কে যা বর্ণনা করা হয়েছে, সে সম্পর্কে তারা জ্ঞাত নয়। এছাড়া, পৌরসভার প্রশাসনিক কার্যক্রমে স্থায়ী কমিটি এবং কাউন্সিলরগণের ভূমিকার গুরুত্ব সম্পর্কেও তাদের জানার অভাব রয়েছে। এ বিষয়টি দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে জানার পর্যাপ্ত সুযোগ কাউন্সিলরগণের নেই।

স্থায়ী কমিটির ভূমিকা অব্যবহৃত

স্থায়ী কমিটির গঠন এবং কার্য-পরিধি অনুযায়ী তাদেরকে কার্যকর ক'রে তোলা পৌরসভা প্রশাসনের একটি আবশ্যিক দায়িত্ব (ধারা-৫৫)। সকল পৌরসভায় স্থায়ী কমিটি গঠনের লক্ষ্যে এলজিডি, 'পৌরসভা স্থায়ী কমিটি গঠন ও কমিটির কার্যাবলী সংক্রান্ত উপ-আইনমালা, ২০১৩' এর খসড়া, পথ নির্দেশক হিসেবে, সকল পৌরসভায় প্রেরণ করেছে এবং তদানুযায়ী স্ব স্ব পৌরসভা কর্তৃক তা জারী করতে অনুরোধ করেছে। কোন পৌরসভা অবশ্য, এ উপ-আইনমালা তৈরি ক'রে জারী করেনি, তবে কিছু সংখ্যক পৌরসভায় স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়েছে; কিন্তু সেগুলো খুব বেশি কার্যকর নয়।

পৌরসভার জনবল (স্টাফ)

সকল শ্রেণির পৌরসভার সাংগঠনিক বিন্যাস একই আকৃতির, যদিও স্টাফের সংখ্যা পৌরসভার বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন। সকল শ্রেণির পৌরসভায়, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রকৃত সংখ্যা প্রত্যাশিত সংখ্যার তুলনায় কম রয়েছে। পৌরসভায় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত জনবল এবং প্রকৃত জনবলের তুলনামূলক অবস্থা কেমন তা জরিপকৃত সাতটি পাইলট পৌরসভার উদাহরণসহ চিত্র ২-১ এর মাধ্যমে দেখানো হ'ল, যেখানে শুণ্য পদের হার সাধারণভাবে খুব বেশি এবং তার মধ্যে **স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পরিচ্ছন্নতা** বিভাগে এ হার সর্বোচ্চ।

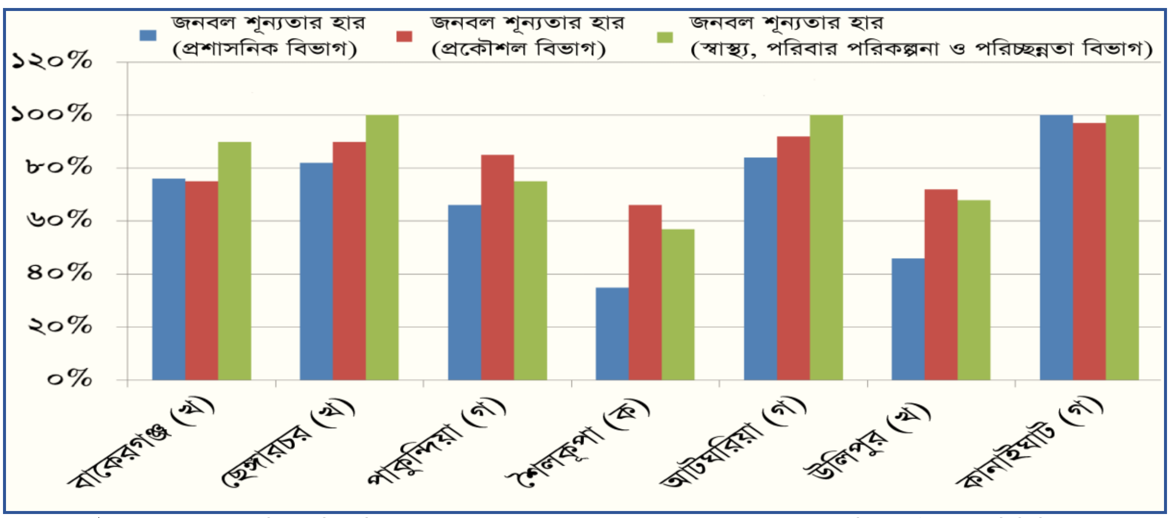

তথ্যসূত্র ঃ পৌরসভাসমূহের প্রশাসনিক চাহিদা নিরূপণ (Adminstrative Needs Assesment) জরিপ (জাইকা, এসপিজিপি দল)
(বি.দ্রঃ বন্ধনীতে উল্লেখিত **ক**, **খ** এবং **গ** দ্বারা পৌরসভাসমূহের শ্রেণি বুঝানো হয়েছে)

চিত্র ২-১ ঃ পৌরসভার জনবলের শূন্য পদের হার এর উদাহরণ

জনবল বিষয়ক সুনির্দিষ্ট অন্যান্য সমস্যাগুলো নিম্নে দেয়া হ'ল ঃ

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং স্বাস্থ্য কর্মকর্তার স্বল্পতা

পৌরসভার মুখ্য কর্মকর্তাদের মধ্যে স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার শূন্যপদের সংখ্যাই বেশি। যেহেতু, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা পৌরসভার সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকেন, তাই এ পদটি শূন্য থাকলে পৌরসভার প্রশাসনিক দক্ষতাকে উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে দিতে পারে। অধিকাংশ পৌরসভাতেই স্বাস্থ্য কর্মকর্তার অনুপস্থিতির কারণে অধস্তন পদের স্বাস্থ্য কর্মচারীর দ্বারা স্বাস্থ্য বিভাগ পরিচালিত হয়। এছাড়া, কিছু 'খ' এবং 'গ' শ্রেণির পৌরসভাতে স্বাস্থ্য বিভাগের কোন কর্মকর্তা/কর্মচারী নেই[৭]।

নগর পরিকল্পনাবিদের স্বল্পতা

বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুমোদিত প্রথম শ্রেণির পৌরসভাসমূহের জনবলকাঠামোতে (অর্গানোগ্রামে), শহর পরিকল্পনাবিদের পদটি (কোন প্রকার সহযোগী কর্মচারি ছাড়াই) বিদ্যমান আছে, এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির পৌরসভাসমূহে শহর পরিকল্পনাবিদের কোন পদ নেই (এমনকি পরিকল্পনা কার্যক্রম পরিচালনা করার মত উপযুক্ত কোন লোক নেই)। ইউজিআইআইপি-২ এবং নবিদেপ এর মত কতিপয় প্রকল্প থেকে তাদের আওতাভূক্ত পৌরসভাতে প্রকৌশল বিভাগের অধীনে পরিকল্পনা শাখা সৃষ্টির জন্য সহায়তা করা হয়েছে। তবে, পরিকল্পনা কার্যক্রমকে শক্তিশালী করতে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির পৌরসভাতে মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ও হালনাগাদ করতে পৃথক পরিকল্পনা ইউনিট/বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা এবং উক্ত ক্ষেত্রে জনবল বৃদ্ধি করা অত্যাবশ্যক।

নিজস্ব স্টাফের ভারসাম্যহীন ব্যবস্থাপনা

বিদ্যমান ব্যবস্থায়, পৌরসভার জন্য মোট চার শ্রেণির স্টাফের অবস্থান ও সংখ্যা নির্ধারিত আছে (প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণি) এবং অনুমোদিত জনবলকাঠামোর সীমার মধ্যে পৌরসভা, তার প্রয়োজন মাফিক নিজস্ব জনবল সংখ্যা নিরূপণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। বাস্তবে কোন পৌরসভা এখনও পর্যন্ত এ পদ্ধতিটি প্রয়োগ করেনি, যার ফলে অনেক ক্ষেত্রেই ভারসাম্যহীন স্টাফ ব্যবস্থাপনা দৃশ্যমান।

উপরন্তু সাংগঠনিক কাঠামো ও স্টাফের সংখ্যার বিষয় ছাড়াও তাদের অপর্যাপ্ত জ্ঞান ও অদক্ষতাজনিত সমস্যা বিদ্যমান। জ্ঞান ও দক্ষতার এ সমস্যাসমূহ ২.৭ অনচ্ছেদে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

৭ জাইকার প্রতিবেদন "Preparatory Survey on the Northern Region Rural Development and Local Governance Improvement Project" নভেম্বর, ২০১২

২.৪ আর্থিক অবস্থা

২.৪.১ বিদ্যমান পরিস্থিতি

কর, রেইট, ফিস, টোল, সরকারি অনুদান ইত্যাদি পৌরসভার আর্থিক সম্পদের উৎস। কর, রেইট, ফিস এবং টোল এর অর্থ পৌরসভার বাসিন্দাদের দ্বারা বা বেসরকারি খাত কর্তৃক সরাসরি পৌরসভায় প্রদান করা হয়, যেখানে সরকারি অনুদান, যেমন- এডিপি'র উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরী ও এডিপি'র বিশেষ উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরী, এলজিডি হতে বরাদ্দ করা হয়। এ বিষয়গুলো চিত্র ২-২ এ দেখানো হয়েছে। একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক আর্থিক ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা পৌরসভার আয় ও ব্যয়- উভয় ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেই অত্যন্ত জরুরী।

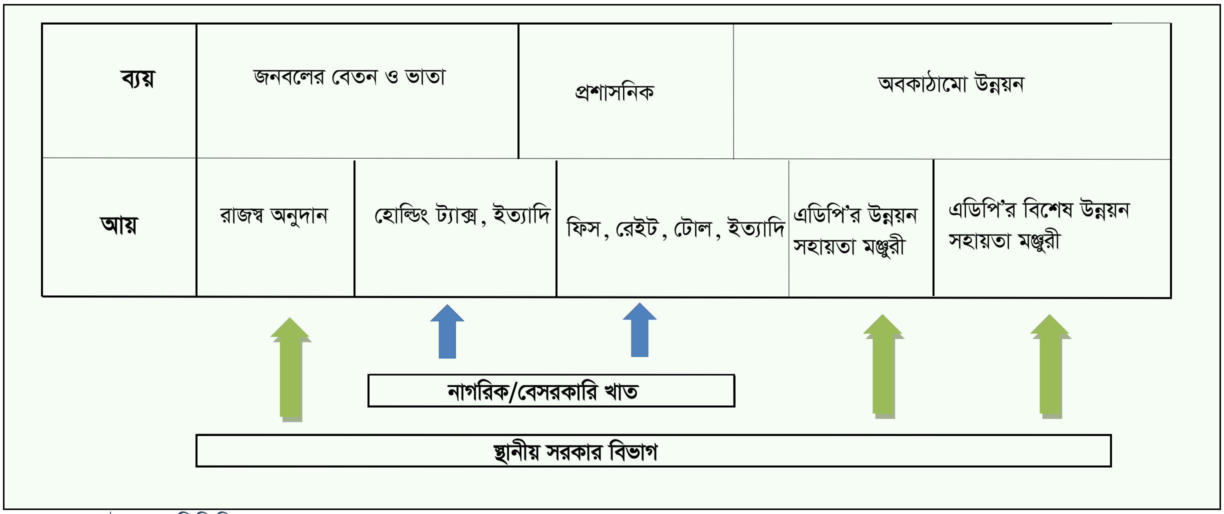

তথ্যসূত্র ঃ জাইকা এসপিজিপি দল

চিত্র ২-২ ঃ আয় ও ব্যয় এর কাঠামো

পাইলট/ননপাইলট পৌরসভাসমূহের আর্থিক অবস্থা সারণী ২-৪, ২-৫ এবং ২-৬ এ বর্ণনা করা হয়েছে। যদিও সীমিত সংখ্যক পাইলট পৌরসভা নেয়ার কারণে সারণীর তথ্যগুলো প্রতিটি শ্রেণির পৌরসভার প্রতিনিধিত্ব করে না, তথাপি তা পৌরসভার আর্থিক কাঠামোর একটি উদাহরণ হিসেবে বিবেচিত হবে।

সারণী ২-৪ ঃ ২০১৪-১৫ অর্থ বছরে 'ক' শ্রেণির পৌরসভার আয় ও ব্যয়

আয়			ব্যয়		
আয়ের উৎস	পরিমাণ (টাকা)	হার (%)	ব্যয়ের প্রধান খাত	পরিমাণ (টাকা)	হার (%)
রাজস্ব অনুদান (সরকার)	১৮৫,৪৭৭	০.৪%	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা	২০,৭৮৩,৮৪৯	৪২.৫%
হোল্ডিং ট্যাক্স	১১,৩৬২,৮৪৪	২৩.৯%	প্রশাসনিক ব্যয়	৯,২৬৩,৪৭৮	১৯.০%
ফিস, রেইট, টোল ইত্যাদি	২৩,৫৬৮,৭৭৯	৪৯.৪%	অবকাঠামো উন্নয়ন	১৮,৮১১,৫৪৬	৩৮.৫%
এডিপি'র অনুদান	৪,০০০,০০০	৮.৪%			
এডিপি'র বিশেষ অনুদান	৮,৫০০,০০০	১৭.৯%			
মোট	৪৭,৬১৭,১০০	১০০%	মোট	৪৮,৮৫৮,৮৭৩	১০০%
উদ্বৃত্ত		-	ঘাটতি	১,২৪১,৭৭৪	

তথ্যসূত্র ঃ জাইকা এসপিজিপি দল

বি.দ্র: 'ক' শ্রেণির একটি পাইলট ও একটি নন-পাইলট পৌরসভার গড় বিবেচনা করা হয়েছে।

সারণী ২-৫ ঃ ২০১৪-১৫ অর্থবছরের 'খ' শ্রেণির পৌরসভার আয় ও ব্যয়

আয়			ব্যয়		
আয়ের উৎস	পরিমাণ (টাকা)	হার (%)	ব্যয়ের প্রধান খাত	পরিমাণ (টাকা)	হার (%)
রাজস্ব অনুদান (সরকার)	২১৫,৬১৮	০.৭%	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা	৪,৯৯৫,৪৪০	১৭.১%
হোল্ডিং ট্যাক্স	১,৩৫৩,৩৬৯	৪.৫%	প্রশাসনিক ব্যয়	২,৭৩২,৭১৩	৯.৪%
ফিস, রেইট, টোল ইত্যাদি	৭,৪৬১,৬৮৫	২৪.৬%	অবকাঠামো উন্নয়ন	২১,৪৬৬,৬৫১	৭৩.৫%
এডিপি'র অনুদান	৪,০০০,০০০	১৩.২%			
এডিপি'র বিশেষ অনুদান	১৭,৩৩৩,৩৩৩	৫৭.০%			
মোট	৩০,৩৬৪,০০৬	১০০%	মোট	২৯,১৯৪,৮০৪	১০০%
উদ্বৃত্ত	১,১৬৯,২০২		ঘাটতি	-	

তথ্যসূত্র ঃ জাইকা এসপিজিপি দল

বি.দ্র: 'খ' শ্রেণির তিনটি পাইলট পৌরসভার গড় বিবেচনা করা হয়েছে।

সারণী ২-৬ ঃ ২০১৪-১৫ অর্থবছরের 'গ' শ্রেণির পৌরসভার আয় ও ব্যয়

আয়			ব্যয়		
আয়ের উৎস	পরিমাণ (টাকা)	হার (%)	ব্যয়ের প্রধান খাত	পরিমাণ (টাকা)	হার (%)
রাজস্ব অনুদান (সরকার)	২৪০,৬৫১	২.১%	কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা	১,৯১৩,৬৩৯	১৫.৭%
হোল্ডিং ট্যাক্স	৮৮৬,৫৩৮	৭.৬%	প্রশাসনিক ব্যয়	১,৬১৫,৬৮১	১৩.২%
ফিস, রেইট, টোল ইত্যাদি	৩,১৩৪,৪৫১	২৬.৯%	অবকাঠামো উন্নয়ন	৮,৬৮৩,৩৩৩	৭১.১%
এডিপি'র অনুদান	৪,০০০,০০০	৩৪.২%			
এডিপি'র বিশেষ অনুদান	৩,৪০০,০০০	২৯.২%			
মোট	১১,৬৬১,৬৪০	১০০%	মোট	১২,২১২,৬৫৪	১০০%
উদ্বৃত্ত	-		ঘাটতি	৫৫১,০১৪	

তথ্যসূত্র ঃ জাইকা এসপিজিপি দল

বি.দ্র: 'গ' শ্রেণির তিনটি পাইলট পৌরসভার গড় বিবেচনা করা হয়েছে।

পৌরসভার আয়

(১) মূল কাঠামো

পৌরসভার আয়ের প্রধানত ঃ দুই ধরণের উৎস রয়েছে, যথা- সরকারের অনুদান এবং নিজস্ব রাজস্ব আয়ের উৎস। একটি পৌরসভার মোট আয়ের প্রায় অর্ধেকটাই সরকারি অনুদান থেকে আসে, যা চিত্র ২-৩ এ দেখানো হয়েছে।

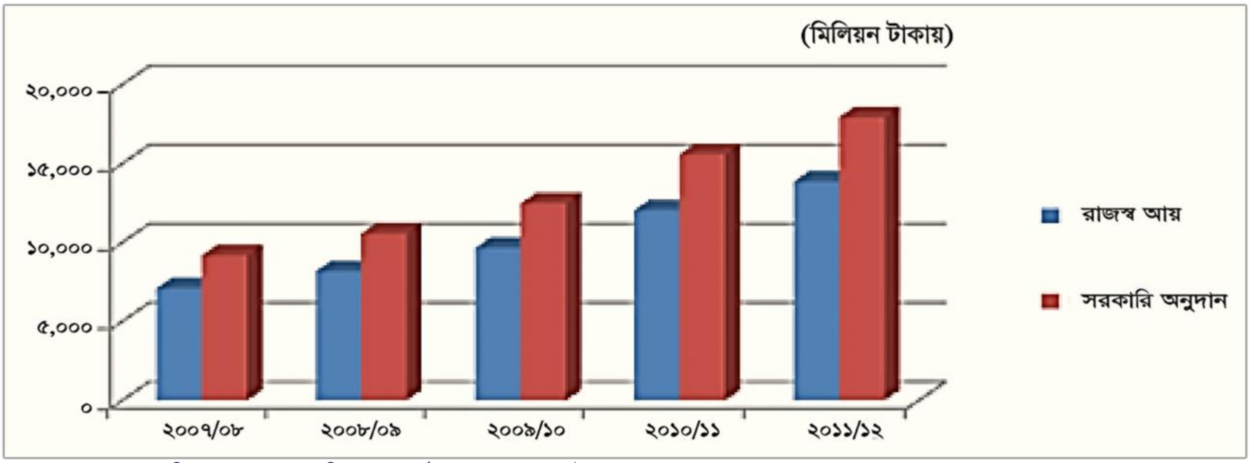

তথ্যসূত্রঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (পরিসংখ্যান বর্ষসংখ্যা ২০১২ আগস্ট ২০১৩, পৃ. ৩২৪)

চিত্র ২-৩ ঃ পৌরসভার মোট প্রাপ্তি

সব ধরণের কর, রেইট, সেবা ফিস, সম্পত্তির ভাড়া, পৌরসভার মালিকানাধীন সুবিধা ব্যবহারের জন্য ইজারার অর্থ, টোল, ইত্যাদি পৌরসভার নিজস্ব আয়ের উৎস। অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আয়ের, সবচেয়ে বড় উৎস হ'ল হোল্ডিং ট্যাক্স ও ভূমি হস্তান্তর কর এবং এর পরের অবস্থানে রয়েছে সম্পত্তি ইজারা থেকে প্রাপ্ত অর্থ। পরবর্তী উপ-অনুচ্ছেদ (২) এ হোল্ডিং ট্যাক্স এর বিষয়টি বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। ভূমি হস্তান্তর কর বাবদ, ভূমি নিবন্ধন অফিস স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জন্য জমির দলিল মূল্যের ৩% ভূমি হস্তান্তর কর ধার্য করে। এ ৩% এর মধ্যে পৌরসভা ২% ভূমি হস্তান্তর কর বাবদ অর্থ পায়।

পৌরসভার জন্য দুই ধরণের সরকারি অনুদান রয়েছে যথা- রাজস্ব অনুদান এবং এডিপি'র উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরী।

রাজস্ব অনুদান

রাজস্ব অনুদানের মধ্যে আছে ঃ ১) নগর শুল্কের পরিবর্তে সরকারি অনুদান; এবং ২) বেতনের জন্য অর্থ সাহায্য। এগুলোর বিস্তারিত নিম্নে বর্ণনা করা হ'ল ঃ

১) নগর শুল্কের পরিবর্তে সরকারি অনুদান

পূর্বে মালামাল স্থানান্তরের জন্য পৌরসভা কর্তৃক নাগরিকদের নিকট থেকে নগর শুল্ক সংগ্রহ করা হ'ত। ১৯৯২ সালে সরকার ঐ বিধান বিলুপ্ত ক'রে নগর শুল্কের পরিবর্তে পৌরসভায় রাজস্ব অনুদান প্রদানের প্রথা চালু করে। প্রত্যেক অর্থ-বছরে এলজিডি এ রাজস্ব অনুদানের অর্থ (প্রায় ১৬০,০০০টাকা) প্রতিটি পৌরসভায় বরাদ্দ করে। উক্ত অর্থ, একই অর্থ-বছরে, পৌরসভা যে কোন ধরণের রাজস্ব খাতে ব্যয় করতে পারে।

২) বেতনের জন্য অর্থসাহায্য

কেন্দ্রীয় সরকার বেতন প্রদানের উদ্দেশ্যে কিছু রাজস্ব বরাদ্দ রাখে (প্রতি বছর প্রায় ৫০,০০০ টাকা) যেখান থেকে পৌরসভা শুধুমাত্র স্থায়ী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বেতন বাবদ ব্যয় করতে পারে।

এডিপি'র উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরী

এডিপি'র উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরী বিভিন্নভাবে বরাদ্দ করা হয়। এডিপি'র উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরী, থোক বরাদ্দ হিসেবে বিভিন্ন ধরণের উন্নয়ন প্রকল্প (স্কীম) বাস্তবায়নের জন্য প্রত্যেক পৌরসভাকে প্রদান করা হয়। এডিপি'র নিয়মিত উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরীর পরিমাণ প্রতিটি পৌরসভার শ্রেণি (Category) অনুযায়ী নির্ধারিত হয়। নিয়মিত অনুদান ছাড়াও, পৌরসভার কর্মদক্ষতা সম্পর্কে এলজিডির মূল্যায়নের ওপর ভিত্তি ক'রে অল্প পরিমাণ অর্থ এডিপি'র বিশেষ উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরী হিসেবে প্রদান করা হয়।

এডিপি'র বিশেষ উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরী অল্প সংখ্যক নির্বাচিত পৌরসভার জন্যও বরাদ্দ করা হয়; কিন্তু সেক্ষেত্রে পৌরসভা সনাক্তকরণের বা অনুদানের পরিমাণ নির্ধারণের কোনো সুস্পষ্ট মানদন্ড নেই।

(২) হোল্ডিং ট্যাক্স (হোল্ডিং কর) নির্ধারণ ও আদায়

পৌরসভার নিজস্ব আয়ের একটা বৃহৎ অংশ আসে হোল্ডিং ট্যাক্স থেকে। পৌরসভা আদর্শ কর তফসিল, ২০১৪ তে বর্ণিত কর ও রেইটস এর হার অনুসরণে পৌরসভা কর আরোপ ও আদায় পদ্ধতি বিধিমালা, ২০১৩ এর সংশ্লিষ্ট বিধি অনুযায়ী ইমারত ও ভূমির বার্ষিক মূল্যায়নের ওপর ভিত্তি ক'রে হোল্ডিং কর নির্ধারণ করা হয়। এরূপ মূল্যায়ন কার্যক্রম সারা বছর ধরে অন্তর্বর্তীকালীন ভিত্তিতে এবং ৫ বছর অন্তর অন্তর সকল ইমারত ও ভূমির বার্ষিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে পুনঃমূল্যায়ন করা হয়। ইমারত ও ভূমির বার্ষিক মূল্যের ওপর হোল্ডিং কর সর্বোচ্চ ৭%, বাতি রেইট সর্বোচ্চ ৩%, আবর্জনা অপসারণ রেইট সর্বোচ্চ ৭%, পানি রেইট সর্বোচ্চ ১০% অর্থাৎ, ইমারত ও ভূমির বার্ষিক মূল্যায়নের সর্বোচ্চ মোট ২৭% হারে আরোপিত কর হিসাব করা হয়। এছাড়াও যারা ভূ-গর্ভস্থ পয়ঃনিষ্কাশন (Sewerage) সুবিধা গ্রহণ ক'রে তাদের নিকট থেকে পৌরসভা ইমারত ও ভূমির বার্ষিক মূল্যায়নেরর ওপর আরও ১২% হারে কর আরোপ করতে পারে এবং পৌরসভার বাসিন্দাদের জন্য বিশেষ কোন উন্নয়ন কাজ বা বিশেষ কোন সেবা প্রদান করা হ'লে ইমারত ও ভূমির বার্ষিক মূল্যায়নের ওপর অতিরিক্ত ২% কর আরোপ করতে পারে। কর নির্ধারক ও সহকারী কর নির্ধারককে কর মূল্যায়ন, কর পুনঃমূল্যায়ন এবং অন্তর্বর্তীকালীন কর মূল্যায়ন তালিকা করতে হয়।

অধিকাংশ পৌরসভাতেই কর আদায়কারী কর বিল প্রতিটি বাড়িতে প্রেরণ করে তবে কিছু পৌরসভায় কর আদায়কারী কর বিল সরবরাহ করতে বাড়ি বাড়ি যায়। কর পরিশোধকারীরা সরাসরি পৌরসভাতে এসে কর পরিশোধ করতে পারে অথবা ব্যাংকের মাধ্যমে, কোন ব্যক্তিকে দিয়ে এবং অন্যান্য উপায়েও কর বিল পরিশোধ করতে পারে। বিভিন্ন কিস্তিতেও কর পরিশোধ করা সম্ভব। কর বিলে উল্লেখিত নির্দিষ্ট সময়ে কর পরিশোধ করা হ'লে 'রিবেট' প্রদান করা হয় এবং অর্থ বছরের মধ্যে কর পরিশোধে ব্যর্থ হ'লে বকেয়া কর এর ওপর সার-চার্জ আরোপ করা হয়ে থাকে। এছাড়া, প্রয়োজনে কর খেলাপীদের অস্থায়ী অথবা স্থায়ী সম্পদ ক্রোক ও বিক্রয়ের মাধ্যমে পৌরসভা কর আদায়ের ব্যবস্থা নিতে পারে। সাধারণ অবস্থায়, কর সংগ্রহের হার খুব বেশি হয় না এবং কিছু কিছু পৌরসভায় তা ৩০% এর কম থাকে।

পৌরসভার ব্যয়

পৌরসভার প্রধান ব্যয় হয় স্থায়ী সম্পদ গঠনে বা নির্মাণে, যেমন- অবকাঠামো উন্নয়ন। ২০১১-২০১২ অর্থ-বছর ব্যতীত সরকারি অবকাঠামো উন্নয়নে ব্যয় মোট ব্যয়ের ৭০%। জনবল খাতে ব্যয় হয়েছে প্রায় ১০%। সারণী ২-৭ এ ব্যয়ের বিস্তারিত বিবরণ প্রদর্শিত হ'ল ঃ

সারণী ২-৭ ঃ পৌরসভার মোট ব্যয় (টাকা মিলিয়ন)

ব্যয়ের খাত	অর্থ-বছর ২০০৭-০৮	অর্থ-বছর ২০০৮-০৯	অর্থ-বছর ২০০৯-১০	অর্থ-বছর ২০১০-১১	অর্থ-বছর ২০১১-১২
বেতন ও ভাতা (জনবলসহ)	১,৫৮৪	১,৮২২	২,১৫০	২,৬৮৭	৩,০০৯
পণ্য ও সেবা	২,২৯৭	২,৬৪২	৩,১১৭	৩,৮৯৬	৬,১১১
স্থায়ী সম্পদ গঠন	১১,৪৪৩	১৩,১৫৯	১৫,৫২৬	১৯,৪০৭	১৪,২৮৫
ঋণের সুদ পরিশোধ	২	৩	৩	৪	৫
কর্মসূচি	৩৭৭	৪৩৩	৫১১	৬৩৯	৭,৪১১
হস্তান্তর	৫৯৭	৬৮৬	৮০৯	১,০১১	৯৬৯
মোট	**১৬,৩০০**	**১৮,৭৪৫**	**২২,১১৬**	**২৭,৬৪৪**	**৩১,৭৯০**

ব্যয়ের খাত	অর্থ-বছর	অর্থ-বছর	অর্থ-বছর	অর্থ-বছর	অর্থ-বছর
	২০০৭-০৮	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২
অংশ (%)					
বেতন ও ভাতা (জনবলসহ)	৯.৭%	৯.৭%	৯.৭%	৯.৭%	৯.৫%
পণ্য ও সেবা	১৪.১%	১৪.১%	১৪.১%	১৪.১%	১৯.২%
স্থায়ী সম্পদ গঠন	৭০.২%	৭০.২%	৭০.২%	৭০.২%	৪৪.৯%
ঋণের সুদ পরিশোধ	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%	০.০%
কর্মসূচি	২.৩%	২.৩%	২.৩%	২.৩%	২৩.৩%
হস্তান্তর	৩.৭%	৩.৭%	৩.৭%	৩.৭%	৩.০%
মোট	১০০.০%	১০০.০%	১০০.০%	১০০.০%	১০০.০%

তথ্যসূত্র: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (পরিসংখ্যান বর্ষসংখ্যা ২০১২ আগস্ট ২০১৩, পৃ. ৩২৪)

পৌরসভার ব্যয়কে রাজস্ব ব্যয় ও উন্নয়ন ব্যয়ে বিভক্ত করা হয়। রাজস্ব ব্যয় যা হোল্ডিং কর, ভূমি হস্তান্তর কর এবং ট্রেড লাইসেন্স ফি ইত্যাদি উৎস থেকে রাজস্ব আয় দ্বারা মিটানো হয়, যেমন- (ক) মেয়র এবং কাউন্সিলরবৃন্দের সম্মানী, কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাসহ অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য ব্যয়; (খ) অবকাঠামো/সরঞ্জাম/যন্ত্রপাতি রক্ষণাবেক্ষণ, সড়ক বাতি, বর্জ্য অপসারণ; এবং (গ) বিদ্যুৎ ও টেলিফোন বিল, স্টেশনারি দ্রব্য এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক অফিস সরঞ্জামাদির মূল্য পরিশোধ। রাজস্ব আয়ের হিসাব থেকে উদ্বৃত্ত (রাজস্ব আয় বিয়োগ (-) রাজস্ব ব্যয়), উন্নয়ন হিসাবে স্থানান্তর করা হয় এবং উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ব্যয় করা হয়।

উন্নয়ন ব্যয়ের পরিমাণ পৌরসভা থেকে পৌরসভায় ভিন্ন ভিন্ন হয়। কিছু পৌরসভা বিদেশী অর্থে বাস্তবায়িত প্রকল্প থেকে অর্থ গ্রহণ করে এবং এর বৃহৎ অংশ ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য ব্যয় করে। যেসব পৌরসভা বহিঃস্থ কোন সাহায্য পায় না, সরকারের এডিপি'র উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরী এবং রাজস্ব উদ্বৃত্ত থেকে ঐ সব পৌরসভার উন্নয়ন ব্যয়ের জন্য অর্থায়ন করা হয়। কিছু পৌরসভা বাংলাদেশ মিউনিসিপ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (বিএমডিএফ) থেকে অনুদান এবং ঋণ সুবিধা পেয়ে থাকে। পৌরসভা বিএমডিএফ থেকে ঋণ নিয়ে কিছু আয়বর্ধনমূলক কাজ, যেমন- মার্কেট নির্মাণে বিনিয়োগ করতে পারে।

আর্থিক ব্যবস্থাপনা

বাজেট প্রণয়ন, বাজেট বাস্তবায়ন, হিসাবরক্ষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়নের পাশাপাশি অভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ নিরীক্ষা কার্যাবলী সমন্বয়ে সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনা গঠিত। প্রশাসনিক বিভাগের অধীন হিসাবরক্ষণ শাখা'র ওপর বাজেট প্রণয়ন, হিসাবরক্ষণ, প্রতিবেদন প্রণয়ন ও নিরীক্ষা কার্য সম্পাদন সম্পর্কিত দায়িত্ব থাকে।

হিসাবরক্ষণ শাখাটি মূলত হিসাবরক্ষণ, বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন তৈরি ও অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কিত কার্যাদি সম্পন্ন ক'রে থাকে; কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক বিশ্লেষণ এবং সম্পদ ব্যবস্থাপনা হিসাব করে না। পৌরসভার সম্পদ ব্যবস্থাপনার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হচ্ছে- স্থাবর ও অস্থাবর সম্পদের মূল্য নির্ধারণ ও অবচয় নির্ধারণ সম্বলিত একটি রেজিস্টার সঠিকভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা। সচেতনতার অভাব এবং অপর্যাপ্ত জবাবদিহিতা, নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের ইচ্ছার অভাব এবং প্রয়োজনীয় স্টাফ এর অভাবের কারণে রেজিস্টার নিয়ন্ত্রণ ও হালনাদাগ করার বিষয়টি গুরুত্ব পায় না, যার ফলে সরকারি সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে যায়।

বাজেট পরিকল্পনা তৈরির শুরুতে তা পৌরসভার সংস্থাপন ও অর্থ বিষয়ক স্থায়ী কমিটিতে উত্থাপিত হয়। তারপর এই কমিটির খসড়া বাজেট পরিকল্পনা পৌরসভা পরিষদের মাসিক সাধারণ সভায় আলোচনা করা হয়। বাজেট ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের বিবরণ নিচে দেয়া হ'ল ঃ

(১) বাজেট প্রণয়ন

কয়েকটি ধাপে বাজেট প্রণয়ন করা হয় যথা- ১) খসড়া বাজেট প্রণয়ন; ২) সংস্থাপন ও অর্থ বিষয়ক স্থায়ী কমিটিতে আলোচনা; ৩) এলাকার বাসিন্দাদের প্রতিনিধি, যেমন- টিএলসিসি ও ডাব্লিউসি এর সাথে প্রাক-বাজেট সভা; ৪) পৌরসভার বিশেষ সভায় বাজেট অনুমোদন; ৫) উন্মুক্ত সভায় নাগরিকদের সম্মুখে বাজেট ঘোষণা; এবং ৬) নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের নিকট (এলজিডি) বাজেটের অনুলিপি প্রেরণ করা। পৌরসভা বাজেট (প্রণয়ন ও অনুমোদন) বিধিমালা, ১৯৯৯ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বিভাগ ও কমিটির সহায়তায় মেয়র, সচিব ও হিসাবরক্ষণ কর্মকতা/হিসাবরক্ষক কর্তৃক বাজেট প্রণয়ন করা হয়।

(২) বাজেট বাস্তবায়ন

পৌরসভা বাজেট (প্রণয়ন ও অনুমোদন) বিধিমালা, ১৯৯৯ এ বর্ণিত বিধি-নিষেধ অনুসরণে বাজেট বাস্তবায়ন করা হয়, যা নিম্নরূপ ঃ

১) প্রত্যেক পৌরসভা তার সংস্থাপন ব্যয় রাজস্ব আয়ের ৫০ শতাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবে;

২) পৌরসভা, অনুমোদিত বাজেট এর সংস্থান অপেক্ষা, বেশি ব্যয় করবে না;

৩) যে কোন খাত/উপ-খাতে বরাদ্দকৃত বাজেট, অন্য কোন খাত/উপ-খাতে ব্যয় করা যাবে না। যদি জরুরী অবস্থার কারণে (যেমন- প্রাকৃতিক দুর্যোগ এর সময়) এ ধরণের ব্যয় করতে হয়, তাহলে নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি নিতে হবে;

৪) যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে পৌরসভা, প্রত্যেক অর্থ-বছর সমাপ্তির পূর্বে, সংশোধিত বাজেট প্রণয়ন ও অনুমোদন করতে পারবে; এবং

৫) পৌরসভাকে, তার বাজেট বাস্তবায়নের সমঞ্জস্যতা নিশ্চিত করতে, প্রতি অর্থ-বছর সমাপ্ত হওয়ার পর ঐ অর্থবছরের বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে ব্যয়ের প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে।

(৩) হিসাবরক্ষণ ও প্রতিবেদন প্রদান

পৌরসভার হিসাবরক্ষকের দায়িত্ব হ'ল- পৌরসভার সকল আয়-ব্যয় এর হিসাব লিপিবদ্ধ করা। পৌরসভাকে দৈনিক আয়-ব্যয় এর হিসাব এক তরফা হিসাব পদ্ধতি অনুসরণে ক্যাশবুকে লিপিবদ্ধ করতে হবে। যদিও ২০০৮ সালে এ বিষয়ের ওপর কম্পিউটার প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয়েছে এবং এলজিইডি ইতোমধ্যে এ সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করেছে; তথাপি অনেক পৌরসভা এখনও সনাতন পদ্ধতিতে তাদের হিসাব সংরক্ষণ ক'রে থাকে। পৌরসভাসমূহের জন্য প্রতি জুলাই-জুন অর্থ-বছরের শেষে বার্ষিক হিসাব প্রতিবেদন প্রস্তুত করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

(৪) হিসাব নিরীক্ষণ

পৌরসভাসমূহের বহিঃস্থ হিসাব নিরীক্ষা কার্যক্রম মহা-হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় {Office of Comptroller and Auditor General (OCAG)} এবং বিদেশী সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর {Foreign Aided Projects' Audit Department (FAPAD)} কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। OCAG বড় বড় পৌরসভাসমূহের হিসাব অডিট ক'রে থাকে, যা তুলনামূলকভাবে নিয়মিতই হয়ে থাকে। এ ধরণের অডিট বছরে একবার থেকে শুরু ক'রে পাঁচ বছরে একবার পর্যন্ত হতে পারে। অডিটের পুনরাবৃত্তি নির্ভর ক'রে OCAG কর্তৃক মূল্যায়িত ঝুঁকির ওপর। OCAG/FAPAD কর্তৃক পরিচালিত অডিটের

পর্যবেক্ষণসমূহ মূলত হিসাব সম্পার্কিত বিধি-বিধান ও পদ্ধতি প্রতিপালন সংক্রান্ত এবং এখানে অডিটে টাকার মূল্য খুব কমই মূল্যায়ন করা হয়। গুরুতর অডিট আপত্তিসমূহ পৌরসভা, এলজিডি এবং OCAG/FAPAD এর মধ্যে আলোচিত হয় এবং অনিষ্পন্ন ও গুরুতর অডিট রিপোর্টগুলো পার্লামেন্টে এর পাবলিক একাউন্টস কমিটি (PAC) তে আলোচনা করা হয়।

কিছু পৌরসভা অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে। পৌরসভা আইন, ২০০৯ এর ৯৪(৭) ধারা অনুযায়ী, অভ্যন্তরীণ অডিট একটি বাধ্যতামূলক কাজ। হিসাব ও নিরীক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটির দায়িত্ব হবে- এধরণের অডিট বছরে একবার সম্পন্ন করা এবং অডিটে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তৈরি একটি নিরীক্ষা প্রতিবেদন পৌরসভার মাসিক সভায় পর্যালোচনার জন্য দাখিল করা। যাহোক, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সম্পাদনের জন্য কোন মানসম্মত নির্দেশনাবলী বা নিয়ম কানুন নেই এবং একারণে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এটা কিছু সুনির্দিষ্ট আর্থিক আদান-প্রদানের ওপর মেয়রের অনানুষ্ঠানিক অনুসন্ধান ছাড়া আর কিছুই নয়[৮]।

২.৪.২ আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সমস্যা

(১) অপর্যাপ্ত হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়

সারণী ২-৮ এ পৌরসভা হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ের দক্ষতার চিত্র দেখানো হয়েছে। বেশিরভাগ পৌরসভাতেই হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় অপর্যাপ্ত, যদিও বহিঃস্থ সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পের আওতায় নির্দিষ্ট পৌরসভাসমূহে কম্পিউটার পদ্ধতির সূচনা হওয়ায় সেগুলোর মধ্যে বেশিরভাগ পৌরসভার কর আদায়ে কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে।

সারণী ২-৮ ঃ পৌরসভার হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ের দক্ষতার চিত্র

অঞ্চল	পৌরসভার সংখ্যা	ট্যাক্স আদায়ের দক্ষতা (ব্যাপ্তি) (২০১১)
বরিশাল	১৩	২৫%-৮২%
চট্টগ্রাম	৭	২০%-৬৮%
কুমিল্লা	৭	৩৯%-৯৮%
ঢাকা	১০	৪৫%-৯২%
ফরিদপুর	৫	৪৭%-৯২%
খুলনা	১৫	২৮%-৯১%
ময়মনসিংহ	৮	৩৫%-৯২%
রাজশাহী	১৩	৪২%-৮৪%
রংপুর	১১	৩০%-৯৩%
সিলেট	১১	১৩%-৭৭%

তথ্যসূত্র ঃ LGED'র আওতাধীন MSU/UMSU কর্তৃক বাস্তবায়িত Municipal Capacity Building Program এর আগের ও পরের অবস্থা, মে ২০১২

হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির সম্ভাব্য কারণ নিম্নে বর্ণিত হ'ল ঃ

- পৌর অধিবাসীগণ হোল্ডিং ট্যাক্স প্রদানে অনাগ্রহী, কারণ তারা প্রাপ্য সেবাসমুহের বিদ্যমান অবস্থার ওপর সন্তুষ্ট নয় অথবা আদায়কৃত কর আদৌ যথার্থভাবে খরচ হবে কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত নয়;

[৮] জিআইজেড এর সহায়তায় এলজিইডি'র অধীন বাস্তবায়িত ইউজিআইআইপি-২ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায়, হিসাব ও নিরীক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি কর্তৃক নিরীক্ষা কার্য পরিচালনা করা এবং উক্ত স্থায়ী কমিটির সদস্যবৃন্দ ও প্রকল্পভুক্ত পৌরসভার হিসাব শাখার কর্মচারীবৃন্দকে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য একটি গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে।

- কিছু পৌরসভা তাদের হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ের হার বাড়ানোর ওপর সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয় না; এর আংশিক কারণ হ'ল এই যে, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অনিচ্ছা এবং নিয়মিত মনিটরিং ও রিপোর্টিং এর অভাবের কারণে পৌরসভার কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ কোন চাপ অনুভব করেন না;
- কর আদায়ের বিষয় ভালোভাবে লিপিবদ্ধ করা হ'লেও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ, নিয়মিত প্রতিবেদনের অভাবে, আদায়ের অবস্থা সম্পর্কে সচেতন নয়; এবং
- আইনে যেভাবে নির্দিষ্ট আছে সেভাবেই বেশির ভাগ পৌরসভাতে হোল্ডিং ট্যাক্স পুনঃমূল্যায়ন করা হয়। কিন্তু, করদাতাদের দাখিলকৃত আবেদনের ওপর স্ট্যান্ডিং কমিটিতে আলোচনার ভিত্তিতে, পুনঃমূল্যায়নে সুপরিশকৃত কর এর পরিমাণ হ্রাস করা হয়।

(২) সরকার প্রদত্ত আর্থিক অনুদানের অপর্যাপ্ত বরাদ্দ ও অসম বণ্টন

পরবর্তী অধ্যায়সমূহে দেখানো হয়েছে যে, পৌরসভা কর্তৃক প্রদত্ত সেবাসমূহের, বিশেষ ক'রে অবকাঠামোর ক্ষেত্রে, বর্তমান পর্যায়/অবস্থার ওপর পৌরসভার অধিবাসীবৃন্দ এবং পৌরসভার কর্মকর্তাগণ- কেউই সন্তুষ্ট নয়। জরিপকৃত ৭টি পৌরসভার বেশির ভাগ উত্তরদাতা (মেয়র ও কর্মকর্তাগণ) জবাবে বলেছেন যে, আর্থিক ঘাটতিই হ'ল সাধারণের সড়ক ও নর্দমাসমূহের অপর্যাপ্ত রক্ষণাবেক্ষণের প্রধান কারণ। যদিও পৌরসভাসমূহের নিজেদের রাজস্ব সমবেতকরণে উন্নয়ন ঘটানোর সুযোগ রয়েছে তবুও বেশিরভাগ পৌরসভা ভৌত অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য এডিপি'র উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরী'র ওপর নির্ভর ক'রে থাকে। এডিপি'র উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরী'র বর্তমান পরিমাণ পৌরসভাসমূহের, বিশেষ ক'রে ছোট আকারের পৌরসভাসমূহের, অবকাঠামোগত উন্নয়নের চাহিদা পূরণে খুবই কম। পৌরসভাসমূহের বহুবর্ষীয় পরিকল্পনা প্রণয়নে এডিপি'র উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরী সম্পর্কে আগে থেকে কোন ধারণাও পাওয়া যায় না। উদাহরণস্বরূপ, ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে স্থানীয় সরকার বিভাগ পৌরসভাসমূহে শ্রেণি ভিত্তিক বরাদ্দ দিয়েছে, ('ক' শ্রেণি= ৭০,০০,০০০ টাকা, 'খ' শ্রেণি = ৬০,০০,০০০ টাকা এবং 'গ' শ্রেণি = ৫০,০০,০০০ টাকা); কিন্তু ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে সকল পৌরসভা সমপরিমাণ, অর্থাৎ ৪০,০০,০০০ টাকা এডিপি থেকে বরাদ্দ পেয়েছে।

এডিপি'র বরাদ্দ সম্পর্কে আগে থেকেই ধারণা করতে না পারার সম্ভাব্য কারণ হতে পারে ঃ

ক) স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুকূলে জাতীয় বাজেটে প্রদত্ত এডিপি বরাদ্দের ওপর পৌরসভাসমূহের জন্য এডিপি'র বরাদ্দ নির্ভর করে। জাতীয় বাজেটে এ বরাদ্দ আবার এক বছর থেকে অন্য বছরে পরিবর্তিত হয়।

খ) অনেক সময় সরকার, জাতীয় প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের জন্য, এডিপি থেকে কিছু অংশ কেটে রাখে। এছাড়াও বিশেষ এডিপি উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরী'র অর্থ বণ্টন পদ্ধতিতে সমস্যা রয়েছে। এডিপি'র বিশেষ উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরীর অর্থ বরাদ্দের জন্য কোন পরিষ্কার মানদন্ড নেই, যেমন- পৌরসভাসমূহের চাহিদা বা তাদের কর্মদক্ষতা অনুসারে বরাদ্দ। উদাহরণস্বরূপ, নবসৃষ্ট পৌরসভাগুলোর নিজস্ব আয়ের উৎস থেকে রাজস্ব বাড়ানোর সুযোগ/ক্ষমতা কম থাকে এবং একারণে সরকার থেকে তাদের জন্য বেশি পরিমাণ তহবিল বরাদ্দের প্রয়োজন। এছাড়াও, এডিপি'র বিশেষ উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরীর অর্থ কোন পরিমাপক এবং নির্দেশক এর ওপর ভিত্তি ক'রে দেয়া হয় না অর্থাৎ, পৌরসভাসমূহের জন্য বরাদ্দ কি হবে সেটা আগে থেকে ধারণা করার উপায় নেই।

(৩) অকার্যকর বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন

প্রতিটি পৌরসভা জুলাই থেকে জুন মাস পর্যন্ত প্রত্যেক অর্থ-বছরের জন্য বাজেটে প্রস্তুত করে। **'প্রশাসনিক চাহিদা নিরূপণ জরিপ'** এর ফলাফল থেকে বুঝা যায় যে, পৌরসভার প্রাথমিক বাজেট প্রণয়ন কতটা অবাস্তব। জরিপ চালিত পৌরসভাসমূহে দেখা যায় যে, প্রস্তাবিত বাজেট অতিরঞ্জিত। বিশেষ ক'রে, উন্নয়ন খাতে প্রস্তাবিত বাজেট ও ব্যয়ের মধ্যে তফাত বেশি, যেখানে প্রকৃত খরচ প্রায়শই প্রস্তাবিত বাজেট এর ২০% এর কম। বাজেট প্রণয়ন সংক্রান্তে নিম্নে বর্ণিত আরও কিছু সমস্যা চিহ্নিত করা হয়েছে,

যেমন– যে সকল পৌরসভায় TLCC/WC সভা আয়োজন করা হয়না, সেখানে প্রস্তাবিত বাজেট পৌরসভার অধিবাসীদের দ্বারা পরীক্ষিত হওয়ার সুযোগ থাকেনা। যদিও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই, কাউন্সিল সভায় খসড়া বাজেট আলোচিত হয়; কিন্তু অনুমোদনের পূর্বে স্থায়ী কমিটিতে বাজেট পর্যালোচনার প্রাতিষ্ঠানিক আলোচনার বিষয়টি কার্যকর নয়। যদিও পৌরসভাসমূহ "উন্মুক্ত-বাজেট সভা" এর আয়োজন করে তবুও বাজেট প্রস্তুতিতে পৌর অধিবাসীদের অংশগ্রহণ সীমিত।

(৪) বার্ষিক বাজেটের অকার্যকর বাস্তবায়ন

বাজেট বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় অনেক দুর্বলতা রয়েছে মর্মে পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, প্রশাসনিক চাহিদা নিরূপণ জরিপ এ দেখা যায় যে, প্রত্যেক পৌরসভার ব্যয় সম্পর্কে তথ্য মেয়র ও সচিব বরাবরে এবং কাউন্সিল সভায় পেশ করা হয়ে থাকে। তবে, ৭টি পাইলট পৌরসভার মধ্যে শুধুমাত্র চারটি পৌরসভাতে প্রতিমাসে এরূপ খরচের তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে, আর অন্য তিনটি পৌরসভাতে শুধুমাত্র যখন প্রয়োজন তখন উহা উপস্থাপন করা হয়েছে। এ সব পৌরসভায় বাজেট বাস্তাবায়নে পৌর অধিবাসীদের অংশগ্রহণের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। যদিও উন্নয়ন প্রসঙ্গগুলো আলোচনা করতে স্থানীয় সরকার বিভাগ টিএলসিসি এবং ডাব্লিউসি কে প্রাতিষ্ঠানিকিকরণ করেছে, তবুও জরিপকৃত সাতটি পৌরসভার মধ্যে শুধুমাত্র তিনটি পৌরসভায় টিএলসিসি এবং শুধুমাত্র চারটি পৌরসভায় ডাব্লিউসি গঠিত হয়েছে।

বাজেট বাস্তাবায়ন প্রক্রিয়ায় চিহ্নিত ত্রুটিসমুহের পেছনের কিছু কারণ নিম্নে দেয়া হ'ল ঃ

- বাজেট বাস্তাবয়নের উন্নতি ঘটাতে ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের উপর কোন চাপ থাকে না। এছাড়াও, মূল বাজেটটি অবাস্তব, উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুপুস্থিত এবং এর বাস্তবায়ন অগ্রগতি যথাযথভাবে পরীক্ষা করা হয় না।
- বাজেট বাস্তবায়নের দক্ষতা কম হওয়ার পেছনের কারণগুলোর মাঝে রয়েছে জনশক্তির ঘাটতি এবং হাতে লিখা হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি।

(৫) অকার্যকর অভ্যন্তরীণ এবং বহিঃনিরীক্ষা

পৌরসভাসমূহে পর্যাপ্তভাবে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা প্রক্রিয়ার প্রচলন আরম্ভ হয়নি। বিভিন্ন পৌরসভা পর্যবেক্ষণ ক'রে এটাই প্রতীয়মান হয়েছে যে, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সম্পাদনের জন্য সুনির্দিষ্ট কোন নির্দেশাবলী নেই। এর একটা ব্যাখ্যা এমন হতে পারে যে, এ পৌরসভাসমূহ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কার্যক্রমকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছে না।

২.৫ নগর পরিকল্পনা

২.৫.১ পরিকল্পনা প্রণয়নের বিদ্যমান অবস্থা

পরিকল্পিত ও সুশৃঙ্খলভাবে অবকাঠামো উন্নয়ন অগ্রসরমান হওয়া আবশ্যক। এ উদ্দেশ্যে, বিগত দশকে, উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহায়তায় বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রকল্পের অধীনে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক মহাপরিকল্পনা (Master Plans) এবং পৌরসভা কর্তৃক পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ (Paurashava Development Plans) প্রণয়ন করা হয়েছে। একটি মহাপরিকল্পনা কোন একটি শহর উন্নয়ন পরিকল্পনার এক প্রকার দলিল, যা সাধারণত নগর উন্নয়নের জন্য প্রায় ২০ বছর মেয়াদী হয়। পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা হ'ল নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য তৈরি (সাধারণত পাঁচ বছর মেয়াদী) বিশদ উন্নয়ন পরিকল্পনা, যার মূল লক্ষ্য হ'ল- অবকাঠামোর উন্নয়ন ও উন্নত নাগরিক সেবা সরবরাহ। প্রায় ২৪০ টি পৌরসভা তাদের মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ত করেছে এবং তারা এখন পরিকল্পনার পর্যায় থেকে বাস্তবায়নের পর্যায়ে চলে যাবে। উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তায় উন্নয়ন প্রকল্পের আওতাভূক্ত পৌরসভাসমূহ এ্যাডহক ভিত্তিতে পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করেছে। যদিও উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণীত হয়নি- এমন পৌরসভাসমূহের প্রকৃত সংখ্যা সরকারের অজানা, তবে সংশ্লিষ্ট পৌরসভাসমূহ, বহিঃস্থ প্রকল্প সহায়তায় (ইউজিআইআইপি-২, ইউজিআইআইপি-৩ এবং নবিদেপ) প্রণয়নকৃত পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা, মাত্র আংশিক বাস্তবায়ন করেছে।

মহাপরিকল্পনা (Master Plan)

পৌরসভা আইন, ২০০৯ অনুযায়ী পৌরসভার সীমানার মধ্যে উন্নয়ন পরিকল্পনা বিন্যাস করতে একটি মহাপরিকল্পনা থাকতে হবে, যাতে অন্তর্ভুক্ত হবে ভূমি ব্যবহার; যাতায়াত ও পরিবহণ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা; পয়ঃনিষ্কাশন ও পরিবেশ ব্যবস্থাপনার নীতি ও কৌশল; এবং পৌরসভার সার্বিক উন্নয়ন কর্মকান্ডের অধীন সুনির্দিষ্ট বাস্তবায়নযোগ্য উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ। পৌরসভা আইন, ২০০৯ পাশ হওয়ার পাঁচ বছরের মধ্যে অথবা পৌরসভা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার তারিখ থেকে পরবর্তী পাঁচ বছরের মধ্যে সংশ্লিষ্ট পৌরসভাকে একটি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে। প্রণয়নকৃত মহাপরিকল্পনা অবশ্যই প্রচলিত বিধি-বিধান এর সাথে সংগতিপূর্ণ হবে এবং নিম্নোক্ত তথ্যসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে ঃ

১) পৌরসভার ইতিহাস, পরিসংখ্যান, নাগরিক সেবাসমূহ এবং অন্যান্য নির্ধারিত বিষয়াদির বিবরণ সম্বলিত একটি জরিপ;
২) পৌরসভার কোন স্থানের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, উন্নতিসাধন; এবং
৩) পৌর এলাকার মধ্যে কোন এলাকায় জমির উন্নতিসাধন, ইমারত নির্মাণ বা পুনঃনির্মাণ সম্পর্কে বিধি নিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ।

জেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (ডিটিআইডিপি) এবং উপজেলা শহর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (ইউটিআইডিপি) শীর্ষক দু'টি প্রকল্পের অধীনে এ পর্যন্ত প্রায় ২৪০টি পৌরসভা তাদের মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন সম্পন্ন করেছে। ডিটিআইডিপি ও ইউটিআইডিপি এর আওতাভূক্ত পৌরসভার সংখ্যা যথাক্রমে ২২টি ও ২১৮টি। ২০১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে, আওতাভূক্ত প্রায় সব পৌরসভারই, চূড়ান্ত মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন সম্পন্ন হয়েছে। ডিটিআইডিপি ও ইউটিআইডিপি এর সার-সংক্ষেপ সারণী ২-৯ এ দেখানো হয়েছে। প্রকল্পের পরামর্শকদের চাহিদা/অনুরোধ মোতাবেক, মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের সময়, প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়ার জন্য কাউন্সিলর ও পৌরবাসীদের নিয়ে অংশগ্রহণমূলক পরামর্শদান কর্মশালা (Participatory Consultation Workshop) অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সারণী ২-৯ ঃ ডিটিআইডিপি ও ইউটিআইডিপি এর আওতায় প্রণয়নকৃত মহাপরিকল্পনার উদ্দেশ্য

বিষয়	ডিটিআইডিপি	ইউটিআইডিপি
প্রকল্পের সময়সূচি	জুলাই ২০০৪-জুন ২০১২	জুলাই ২০০৪-জুন ২০১৪
আওতাভুক্ত পৌরসভা ও সিটি করপোরেশন	২২টি জেলা-পর্যায়ের পৌরসভা ও ২টি সিটি করপোরেশন	২১৮টি উপজেলা পর্যায়ের পৌরসভা

বিষয়	ডিটিআইডিপি	ইউটিআইডিপি
সেপ্টেম্বর, ২০১৪ তে অবস্থান	আওতাভুক্ত ২২টি পৌরাসভার চূড়ান্ত মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন সম্পন্ন হয়েছে এবং গেজেট আকারে প্রকাশের জন্য মন্ত্রণালয়ে জমা দেওয়া হয়েছে	প্রায় সকল পৌরসভাই চূড়ান্ত মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন সম্পন্ন করেছে। গেজেট আকারে প্রকাশের জন্য মন্ত্রণালয়ে ১২৫টি মহাপরিকল্পনা জমা দেওয়া হয়েছে।
উদ্দেশ্যসমূহ	১) টেকসই নগর উন্নয়নের জন্য মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন; ২) পরিবেশের উন্নতিসাধন; ৩) মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণে অবকাঠামো নির্মাণ; ৪) যোগাযোগ সুবিধাদির উন্নতিসাধন এবং বিদ্যমান অবকাঠামোর পুণঃনির্মাণ/পুনর্বাসন এর সাথে সাথে নতুন অবকাঠামো স্থাপন করার মাধ্যমে নগর এলাকার দরিদ্র শ্রেণির তাৎক্ষনিক ও দীর্ঘমেয়াদী কর্মসংস্থান তৈরিকরণ; এবং ৫) প্রকল্প এলাকার মানুষদের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকান্ডের স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃস্থাপন করতে ২০০৭ সালের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ হওয়া নগর অবকাঠামোর পুনর্বাসন।	১) পৌরসভার জন্য আগামী ২০ বছরের রূপকল্প বিবেচনায় নিয়ে মহা পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে যেখানে থাকবে উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা , আবাসন, অবকাঠামো যেমন- সড়ক, বাজার ও বাস টার্মিনাল, পয়ঃনিষ্কাশন, পানি সরবরাহ, নর্দমা, এবং আবর্জনা ব্যবস্থাপনা, বিদ্যুৎ এবং শিক্ষা; ২) উন্নত জীবনমান এর জন্য সুবিধাবঞ্চিতদের অন্তর্ভুক্তি; ৩) অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বহুমুখী খাতে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী বিনিয়োগ পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ; এবং ৪)ভবিষ্যতের উন্নয়নে বেসরকারি খাতের অংশীদারিত্ব সম্পৃক্তকরণ, মহাপরিকল্পনার দিক নির্দেশনার অনুসরণে পৌরসভার ক্রমোন্নতি প্রবর্তন এবং অপরিকল্পিত বিকাশ নিয়ন্ত্রণ
উপকরণ/পরিকল্পনার স্তর	⇨ স্ট্রেটেজিক্ প্ল্যান ⇨ স্ট্রাক্চার প্ল্যান ⇨ আরবান এরিয়া প্ল্যান ⇨ ডিটেইল্ড এরিয়া প্ল্যান	⇨ স্ট্রেটেজিক্ প্ল্যান ⇨ স্ট্রাক্চার প্ল্যান ⇨ আরবান এরিয়া প্ল্যান ⇨ ওয়ার্ড এ্যাকশন প্ল্যান

তথ্যসূত্র: এলজিইডি

পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (Paurashava Development Plan)

পৌরসভা আইন, ২০০৯ অনুযায়ী কোন পৌরসভা, নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে পারে। এ পর্যন্ত কতিপয় উন্নয়ন প্রকল্প, প্রথমত ইউজিআইআইপি-২; এবং দ্বিতীয়ত নবিদেপ শীর্ষক প্রকল্প থেকে প্রকল্পভূক্ত পৌরসভাসমূহকে পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ইউজিআইআইপি-২, ২০০৮ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়েছে, এবং ৩৫টি পৌরসভাকে পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে সহায়তা করেছে। নবিদেপ ২০১৩ সালে আরম্ভ হয়েছে এবং এ প্রকল্পের একটি কর্মকান্ড হিসেবে ১৮টি পৌরসভাকে পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা ক'রে যাচ্ছে।

নবিদেপ কর্তৃক প্রণীত "The Guideline for Preparation and Review of Paurashava Development Plan" অনুসারে পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্য নিম্নরূপ ঃ

১) দীর্ঘমেয়াদী এবং মধ্যম থেকে স্বল্পমেয়াদী উন্নয়ন পরিকল্পনার উন্নয়ন রূপকল্প (Development Vision) ও উন্নয়ন কৌশল (Development Strategy) এর সমন্বিত সংজ্ঞার ওপর ভিত্তি ক'রে পরিকল্পিত ও ব্যাপক উন্নয়ন ঘটানো; এবং

২) সুশৃঙ্খল আর্থিক পরিকল্পনা, অগ্রাধীকার নির্ণয়ে সমন্বিত মানদন্ড অনুসরণে কার্যকর বিনিয়োগ পরিকল্পনা তৈরি, শাসন ব্যবস্থার পুনর্গঠন এবং প্রাতিষ্ঠানিক শক্তিশালীকরণ ও মনিটরিং এর মাধ্যমে সম্পদের কার্যকর ব্যবহার প্রবর্তন।

পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনায় পৌরসভা উন্নয়নের রূপকল্প, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, নগর পরিকল্পনা এবং ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা, নগর অবকাঠামো ও সেবাসমূহ, স্বল্প ও মধ্য মেয়াদী বিনিয়োগ পরিকল্পনা, অর্থনৈতিক পরিকল্পনা, শাসন ব্যবস্থার

পুনর্গঠন ও দক্ষতা বৃদ্ধি এবং উন্নয়নের অন্যান্য বিষয়, ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকবে। পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনায় পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ (O&M) পরিকল্পনা, জেন্ডার সমতা কৌশল ও জেন্ডার কর্ম পরিকল্পনা, দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কৌশল এবং দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্ম-পরিকল্পনাও অন্তর্ভুক্ত থাকবে। পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণ প্রক্রিয়ায় টিএলসিসি ও ওয়ার্ড কমিটি'র মাধ্যমে নাগরিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়ে থাকে।

২.৫.২ মহাপরিকল্পনা ও পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুতকরণে সমস্যাসমূহ

সংক্ষেপে বলা যায়, মহাপরিকল্পনা এখনও গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়নি এবং পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলো যথার্থভাবে কার্যকর করা হচ্ছে না। অতএব, এদের কোনটিই এখন পর্যন্ত পৌরসভার অবকাঠামো ও সেবাসমূহের উন্নতিসাধনে আশানুরূপ অবদান রাখতে পারছে না। এ সংক্রান্ত কারণসমূহ নিম্নে দেয়া হ'ল ঃ

মহাপরিকল্পনা

(১) অপূর্ণাঙ্গ ব্যাপ্তি (Incomplete Coverage)

ডিটিআইডিপি ও ইউটিআইডিপি শুধুমাত্র ২২টি জেলা পর্যায়ের পৌরসভা, ২টি সিটি কর্পোরেশন এবং ২১৮টি উপজেলা পর্যায়ের পৌরসভাকে মহাপরিকল্পনা প্রণয়নে সহায়তা করেছে।

(২) মহাপরিকল্পনা প্রণয়নে বিলম্ব

একটি মহাপরিকল্পনা অবশ্যই তার নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বাস্তবায়ন সম্পন্ন করতে হবে (উদাহারণস্বরূপ ঃ ২০১১ থেকে ২০৩১ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে)। অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, মহাপরিকল্পনা প্রস্তুতকরণে বিলম্ব হয়েছে এবং নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে গেজেট আকারে প্রকাশিত হতে পারেনি। ফলে প্রস্তাবিত পরিকল্পনাটি পরিকল্পিত সময়সীমা অনুসরণে বাস্তবায়ন করা যাবে না।

(৩) মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় সমস্যাসমূহ

মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের সময় অন্যান্য অনেক সমস্যা সামনে চলে আসে। উদাহরণস্বরূপ, মহাপরিকল্পনায় ভূমি উন্নয়ন প্রস্তাব করা হয়েছে- ভূমি মালিকদের বা প্রস্তাবিত কার্যক্রমের সাথে ভূমি অধিগ্রহণ সম্পর্কিত প্রস্তাবনা বিবেচনা না ক'রেই। পরিকল্পনার ফলাফলের বিষয়টি বিবচেনা না ক'রে মহাপরিকল্পনার জন্য আর্থ-সামাজিক জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে। নগরের বিকাশের অভিমুখ ও অভিক্ষেপন এর ওপর ভিত্তি ক'রে মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে (অর্থাৎ জনসংখ্যা, ভূমি, অর্থনীতি, যাতায়াত); কিন্তু এ সব বিষয়ের ওপর সঠিক তথ্য সাধারণত অনুপস্থিত থাকে।

(৪) ভাষাগত বিষয়

যেহেতু মহাপরিকল্পনাগুলো পরামর্শকদের দ্বারা ইংরেজী ভাষায় প্রণীত হয়েছে, তাই পৌরসভাসমূহের পক্ষে এ তথ্য/দলিল ও পরিকল্পনার পূর্ণ সুবিধা ভোগ করা কঠিন। বাংলাদেশ সরকার থেকে পর্যাপ্ত নির্দেশনার পাশাপাশি বাংলা ভাষায় এর অনুবাদ পৌরসভাসমূহকে তাদের এলাকার দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পিত উন্নয়ন বাস্তবায়নে সাহায্য করবে।

পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা

যদিও পৌরসভা আইন, ২০০৯ এ বলা হয়েছে যে, পৌরসভা তার নিজস্ব উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তাবায়ন করতে পারে; কিন্তু বহিঃস্থ কোন সহায়তা ছাড়া পৌরসভাসমূহের নিজেদের পক্ষে পরিকল্পনাটি প্রণয়ন করা কঠিন। এ কারণে ধারণা করা হয়েছে যে, বেশিরভাগ পৌরসভাই এখন পর্যন্ত পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করেনি। পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে যে সকল প্রতিবন্ধকতা আছে তা সংক্ষেপে পরবর্তী পৃষ্ঠায় উল্লেখিত উপায়ে বর্ণনা করা যেতে পারে ঃ

১) বাজেট প্রক্রিয়াটি উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রক্রিয়ার সাথে সংযুক্ত নয়। পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা বাজেট প্রস্তুতকরণ প্রক্রিয়ার জন্য আবশ্যকীয় নয় এবং একারণে বেশিরভাগ পৌরসভাই পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনাকে তাদের বাজেট ও নগর উন্নয়ন প্রক্রিয়ার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করে না।

২) কোন পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করলেও উন্নয়ন খাতে বাজেট সীমিত থাকার কারণে প্রায়ই পরিকল্পনাটির সদ্ব্যবহার হয় না।

৩) উন্নয়ন পরিকল্পনা যথাযথভাবে প্রণয়ন করতে পৌরসভার প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার অভাব রয়েছে[৯]।

(১) উন্নয়ন পরিকল্পনা না থাকার কারণে সৃষ্ট সমস্যাসমূহ

পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনার ঘাটতি নানাবিধ সমস্যা সৃষ্টি করছে, যার কারণে- উন্নয়ন প্রকল্পগুলো অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বাছাই করা যাচ্ছে না; দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কাজের অগ্রাধিকার নির্ণয়ে বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে; কিছু সম্পন্ন হওয়া উন্নয়ন কর্মকান্ড চালু করা যাচ্ছে না; বহুবর্ষীয় আর্থিক পরিকল্পনা করা কঠিন হচ্ছে; এবং উন্নয়ন কর্মকান্ডের মাঝে সমন্বয়ের অভাব দেখা যাচ্ছে।

এছাড়াও পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা, পৌরসভার কর্মকর্তাদের দৈনন্দিন কাজ সুপরিকল্পিত উপায়ে সম্পাদন করার জন্য ব্যবহার হওয়া আবশ্যক। এ উদ্দেশ্যে, প্রতিদিনের কর্মকান্ডের ভিত্তিতে তৈরি বাৎসরিক ও মাসিক পরিকল্পনাকে অবশ্যই পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

(২) বিদ্যমান উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহের সমস্যা

ইউজিআইআইপি-২ এবং নবিদেপ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলো মূলতঃ প্রকল্পের ফলাফলের সাথে প্রত্যক্ষভাবে সম্পৃক্ত অবকাঠামো এবং সেবা সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নতির প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেছে। যদিও পরিকল্পনাটি উন্নয়নের অনেক বিষয়ই অন্তর্ভুক্ত ক'রে (অর্থাৎ উন্নয়ন রূপকল্প, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, নগর পরিকল্পনা ও ভূমি ব্যবহার ব্যবস্থাপনা, নগর অবকাঠামো ও সেবাসমূহ, শাসন ব্যবস্থার সংস্কার এবং দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ), তবুও এডিপি'র উন্নয়ন সহায়তা তহবিল ও পৌরসভার নিজস্ব রাজস্ব উৎসের অর্থায়নে অবকাঠামোগত ও সেবা সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়নের বিষয়টি পরিকল্পনায় যথেষ্ট গুরুত্ব নাও দেয়া হতে পারে।

(৩) পরিকল্পনাসমূহের মধ্যে সমন্বয়ের অভাব

পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা ও মহাপরিকল্পনার মধ্যে সমন্বয় বিধানের ওপর অগ্রাধিকার দেয়া হয় না। এমনকি, যে সকল পৌরসভায় একই সাথে ইউটিআইডিপি ও ইউজিআইআইপি-২ বাস্তবায়ন হয়েছে, সে সকল পৌরসভাতেও উক্ত দুই প্রকারের পরিকল্পনাই ভিন্ন পরামর্শক নিয়োগ দিয়ে আলাদাভাবে প্রস্তুত করা হয়েছে। যদিও পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনার মেয়াদ (বিদ্যমান ক্ষেত্রে ৫ বছর) মহাপরিকল্পনার মেয়াদ (২০ বছর) থেকে ভিন্ন, তবুও এ দুই পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সংগতিবিধান করা আবশ্যক।

(৪) পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনার সুবিধা বুঝতে না পারা

পরিশেষে এটা বলা যেতে পারে যে, একটি পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনায় কি কি থাকবে তা ব্যক্তি থেকে ব্যক্তির ধারণা অনুসারে ভিন্নতর হতে পারে। যেহেতু বেশিরভাগ পৌরসভারই "পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা" নেই, তাই তারা উন্নয়ন পরিকল্পনার সুবিধাদি বুঝতে পারে না। সুতরাং, পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের নির্দেশিকা ও মানসম্মত ছক সে সকল পৌরসভার জন্য সহায়ক হবে যে সকল পৌরসভা এর ব্যবহার পদ্ধতির সাথে পরিচিত নয়।

[৯] ইউজিআইআইপি-২ ও নবিদেপ এর আওতায় পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (পিডিপি) প্রণয়নের জন্য পৌরসভার বাইরে থেকে পরামর্শক নিয়োগ দেয়া হয়েছিল এজন্য যে, পিডিপি প্রণয়নের ক্ষেত্রে পৌরসভার প্রকৌশলী ও কর্মকর্তাদের সংখ্যা এবং তাদের ক্ষমতা সীমিত ছিল। যদিও খসড়া পিডিপি প্রণয়ন পরিকল্পনা সম্পর্কে জানার জন্য তাদের একটি ভাল সুযোগ ছিল; কিন্তু পৌরসভার প্রকৌশলী ও কর্মচারীবৃন্দ পিডিপি প্রণয়নের কাজের জন্য, প্রতিদিনের সময় হতে, অতিরিক্ত সময় ব্যয় করার সুযোগ পায়নি এবং প্রকল্প বাস্তবায়ন কালের মধ্যে তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য যথেষ্ট সময় ছিল না।

২.৬ পৌরসভার কর্মকান্ডের মনিটরিং ও মূল্যায়ন

২.৬.১ বিদ্যমান অবস্থা

পৌরসভার মূলত ২ ধরণের কর্মকান্ড আছে, যথা- ১) নিয়মিত সেবা সম্পর্কিত দৈনন্দিন কর্মকান্ড; এবং ২) উন্নয়ন কর্মকান্ডসমূহ। এ দু'টি বিষয়ই নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে মনিটরিং ও মূল্যায়ন করা আবশ্যক। পৌরসভার প্রশাসনিক ও সেবা সরবরাহের গুনগতমান বাড়াতে এ কর্মকান্ডগুলোর মনিটরিং ও মূল্যায়ন করা অপরিহার্য।

পৌরসভার কর্মকান্ডের মনিটরিং ও মূল্যায়ন (M&E) এর কাজ নিম্নোক্ত স্টেকহোল্ডারগণ কর্তৃক সম্পন্ন করা হয়। প্রথমত, এলজিডি'র মইই (মনিটরিং ইন্সপেকশন ইভাল্যুয়েশন শাখা বার্ষিক ভিত্তিতে পৌরসভার দক্ষতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে মনিটরিং ও মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। মনিটরিং ফরম্যাটসহ উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার {Deputy Director, Local Government (ডিডিএলজি)} পৌরসভায় আসেন। ডিডিএলজি মেয়রের সাথে কথা বলেন, সংশ্লিষ্ট দলিলপত্র পরীক্ষা করেন, একটি নির্ধারিত ফরম এ তাদের দক্ষতার ওপর নম্বর প্রদান করেন এবং মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন দাখিল করেন। এডিপি থেকে দক্ষতা ভিত্তিক বিশেষ বরাদ্দ প্রদানের ক্ষেত্রে এ মূল্যায়নের ফলাফল বিবেচিত হয়। জেলা প্রশাসক অথবা অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সাধারণ) পৌরসভা পরিদর্শন করেন এবং রেজিস্টারসমূহ (Registers), কর সংগ্রহ, ইত্যাদি পরিদর্শন করেন। পৌর-পরিষদ কর্তৃক পৌরসভাসমূহের অনুন্নয়নমূলক কর্মকান্ডসমূহের মনিটরিংও অভ্যন্তরীণভাবে করা হয়। বেশিরভাগ পৌরসভাতেই কিছু গুরুত্বপুর্ণ কর্মকান্ডের অবস্থা যেমন- রাজস্ব সমবেতকরণ এবং জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন ইত্যাদি মাঝে মাঝে পৌর-পরিষদ সভায় উপস্থাপন করা হয়। জরিপকৃত ৭টি পৌরসভায় টিএলসিসি ও ডাব্লিউসি এর মাধ্যমে পৌরবাসীর মনিটরিং করার প্রক্রিয়া প্রচলিত নেই। এর থেকে বুঝা যায় যে, অবকাঠামো উন্নয়ন, সেবা সরবরাহ এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কার্যাবলীর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণে পৌরসভাসমূহের অভ্যন্তরীণ পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন কর্মপদ্ধতি দুর্বল।

এডিপি উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরী এবং নিজস্ব রাজস্ব আয়ের তহবিল দ্বারা পরিচালিত পৌরসভার উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ যৌথভাবে পৌর-পরিষদ কর্তৃক এবং এর সাথে এককভাবে মেয়র, কাউন্সিলর এবং প্রকৌশল বিভাগ এর কর্মকর্তাগণ কর্তৃক মনিটরিং করা হয়। বেশিরভাগ জরিপকৃত পৌরসভাতেই উন্নয়ন কর্মকান্ডের অগ্রগতি মাঝে মধ্যে পৌর-পরিষদ সভায় আলোচিত হয়। কর্মকান্ডগুলো আদৌ সন্তোষজনকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে কিনা তা মেয়র ও কাউন্সিলরবৃন্দ কতটা খেয়াল করবেন সেটা প্রথমত নির্ভর ক'রে তাদের ব্যক্তিগত আগ্রহের ওপর। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে প্রকৌশলগত কর্মকান্ডের মান যাচাইয়ের ক্ষেত্রে কাউন্সিরগণের তেমন প্রভাব থাকে না। মূলত প্রকৌশল বিভাগই মাঠ পরিদর্শন, উপকরণের মান ও পরিমাণ নিরূপণ, ইত্যাদির মাধ্যমে প্রত্যেক উন্নয়ন প্রকল্প মনিটরিং করে। তারা সাধারণত উন্নয়ন কাজ সম্পাদন শেষে পৌরসভায় হস্তান্তর করার সময় কাউন্সিলরদের সাথে পরিদর্শন করে, কেননা- পৌরসভার উন্নয়ন কাজ মনিটরিং, মূল্যায়ন ও বিভাগীয় কার্যক্রম অনুমোদন করতে পারে এমন দক্ষতা সম্পন্ন কোন শাখা পৌরসভাতে নেই।

২.৬.২ সমস্যাসমূহ

যেহেতু পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং কোন কার্যকর বাজেট নেই, সেহেতু পৌরসভার কর্মকান্ড পরিকল্পনার নিরীখে মনিটরিং করা হয় না। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জরিপকৃত পৌরসভাসমূহের অধিবাসীবৃন্দ, অনুন্নয়নমূলক কর্মকান্ড মনিটরিং কাজে কোনরূপ ভূমিকা রাখে না।

স্থায়ী কমিটির কর্মকান্ড অপর্যাপ্ত

দেখা গেছে যে, পৌরসভাসমূহের কর্মকান্ড মনিটরিং এর ক্ষেত্রে স্থায়ী কমিটিগুলো কার্যকর ভূমিকা রাখে না, যদিও তাদের কার্য-পরিধি অনুসারে পৌর-পরিষদ এর কাছে পরিকল্পনা, তদারকি, মনিটরিং ও তথ্য প্রদানের জন্য তাদেরকে দায়বদ্ধ করা হয়েছে।

স্থায়ী কমিটির কার্য-পরিধি, পৌরসভা কর্তৃক প্রণীত এবং এলজিডি কর্তৃক অনুমোদিত উপ-আইনমালা (by-laws) এর মাধ্যমে নির্ধারণ করার কথা। এ প্রসঙ্গে, এলজিডি স্থায়ী কমিটিকে সক্রিয় করার জন্য নমুনা উপ-আইনমালা প্রণয়ন করেছে এবং একটি নির্দেশনা দিয়েছে যাতে সকল পৌরসভা ঐ নমুনা উপ-আইনমালা'র আদলে নিজেদের উপ-আইনমালা প্রণয়ন ক'রে তা জারী করে (০২-০১-২০১৩ তারিখের পত্রের মাধ্যমে নমুনা উপ-আইনমালা সংযুক্ত করে প্রেরণ করা হয়েছে)। এ থেকে বুঝা যায় যে, স্থায়ী কমিটির কার্য-পরিধি পৌরসভাকেই নির্ধারণ করতে হবে এবং পৌর-পরিষদ **মনিটরিং ও মূল্যায়ন** (M&E) এর দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট স্থায়ী কমিটির কার্য-পরিধি'র অন্তর্ভুক্ত করতে পারে। যাহোক, পৌরসভা আইন, ২০০৯ (ধারা ৫৫) অনুযায়ী স্থায়ী কমিটি গঠনের দায়িত্ব পৌরসভার ওপর অর্পন করা থাকলেও অল্প কিছু পৌরসভা এ দায়ীত্ব পালন করেছে। সুতরাং, অধিকাংশ পৌরসভাই এই ধারণা গ্রহণ করেছে বলে মনে হয় না।

অপর্যাপ্ত তথ্য আদান প্রদান

উন্নয়ন প্রকল্পের মনিটরিং ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত ডিডিএলজি কর্তৃক পরিদর্শনের ফলাফল সম্পর্কে পৌরসভাসমূহকে অবহিত করা হয় না। যদি পৌরসভা মূল্যায়নের ফলাফল জানতে পারতো তাহলে এটা তাদের দক্ষতা বাড়াতে সহায়তা করতো।

মনিটরিং কাজে পৌরসভার বাসিন্দাদের ক্ষীণ অংশগ্রহণ

উন্নয়ন কর্মকান্ড মনিটরিং কাজে সাধারণত পৌরসভার বাসিন্দাগণ সম্পৃক্ত নয়। জরিপকৃত ৭টি পৌরসভার মধ্যে মাত্র ৪ টিতে টিএলসিসি ও ডাব্লিউসি গঠন করা হয়েছে। উক্ত টিএলসিসি ও ডাব্লিউসি, প্রকল্প বাছাই এর ওপর আলোচনা করে; কিন্তু বাছাইকৃত প্রকল্পগুলোর মনিটরিং কাজে তেমন কোন ভূমিকা পালন করে না। অন্যান্য পৌরসভাতে, পৌরসভার উন্নয়ন কর্মকান্ড মনিটরিং করতে পৌর-নাগরিকবৃন্দের অংশগ্রহণের কোন পদ্ধতি বিদ্যমান নেই। টিএলসিসি এবং ডাব্লিউসি এর কার্য-পরিধিতে মনিটরিং ও মূল্যায়নের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করতে না পারা মনিটরিং এর কাজে পৌর-নাগরিকবৃন্দের দুর্বল অংশগ্রহণের জন্য আংশিক দায়ী। যদিও টিএলসিসি'র কার্য-পরিধিতে (কার্য-পরিধি-২) মনিটরিং করার সুযোগ আছে, তবুও তা শুধুমাত্র পিডিপি প্রস্তুতকরণের অগ্রগতি মনিটরিং করা সম্পর্কিত।

২.৭ কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং প্রতিষ্ঠানের দক্ষতা উন্নয়ন

২.৭.১ বিদ্যমান অবস্থা

বাংলাদেশ সরকার দক্ষতা উন্নয়নকে, বিশেষ ক'রে পৌরবাসীদের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে, পৌরসভার শাসন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণের একটি চাবিকাঠি হিসেবে দেখে। জন প্রতিনিধি ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানকে দক্ষতা উন্নয়নের সবচেয়ে ফলপ্রসূ মাধ্যম হিসেবে ধরা হয়। যদিও স্থানীয় সরকার বিভাগ দক্ষতা উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে, কিন্তু এ কৌশলপত্র তৈরির আগ পর্যন্ত পৌরসভাসমূহের জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারণকৃত রূপকল্প (vision), কৌশল অথবা পৌরসভার দক্ষতা উন্নয়নের ওপর লিখিত কোন দলিল ছিল না।

পৌরসভার জন্য প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন

যদিও দক্ষতা উন্নয়নের জন্য একই প্রকৃতির বা সমরূপ কোন কৌশল নেই, তবুও নগর ও গ্রামীণ স্থানীয় শাসনপদ্ধতির সাথে সম্পৃক্ত জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে। এসব প্রশিক্ষণ সরকারি সংস্থা কর্তৃক অথবা উন্নয়ন সহযোগিদের সহায়তা প্রাপ্ত প্রকল্পের মাধ্যমে পরিচালনা করা হয়েছে।

প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ

পৌরসভা আইন, ২০০৯ এ উল্লেখ রয়েছে যে, সরকার, মেয়র, কাউন্সিলর ও পৌরসভার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের জন্য এবং নগর এলাকার স্থানীয় সরকার ও এ সম্পর্কিত বিষয়ের ওপর গবেষণা পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠান (ইন্সটিটিউশন) স্থাপন করতে পারে।

পৌরসভার শাসনপদ্ধতির কাজে সম্পৃক্ত নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কর্মকর্তা-কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার জড়িত রয়েছে। এ কাজের জন্য মূল দায়িত্বপ্রাপ্ত স্থানীয় সরকার বিভাগের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার সরকারি ও বেসরকারি-উভয় সংস্থার সাথে সম্মিলিতভাবে বিভিন্ন শ্রেণিকক্ষ ধরণের প্রশিক্ষণের আয়োজন করছে। স্থানীয় সরকার বিভাগের মতে, নিম্নোক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ অতীত ও বর্তমান দক্ষতা উন্নয়ন কর্মকান্ডের প্রধান স্টেকহোল্ডার, যদিও তাদের সংশ্লিষ্টতার মাত্রায় পার্থক্য আছে ঃ

(১) জাতীয় স্থানীয় সরকার ইনস্টিটিউট (NILG/এনআইএলজি)

স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে ১৯৬৯ সালে এনআইএলজি প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এনআইএলজি, জাতীয় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯২' এর ভিত্তিতে তাদের কর্মকান্ড সম্পাদন করে। পৌরসভার প্রতিনিধি ও কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের (নতুন নির্বাচিত মেয়র, কাউন্সিলর, প্রকৌশলী ইত্যাদি) জন্য গত কয়েক অর্থ-বছর ধরে এনআইএলজি তার নিজস্ব রাজস্ব বাজেট ব্যবহার ক'রে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ক'রে আসছে।

(২) স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED/এলজিইডি)

এলজিইডি স্থানীয় পর্যায়ের গ্রাম ও নগর অবকাঠামো এবং ক্ষুদ্র পানি সম্পদ অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন ক'রে থাকে। এলজিইডি'র কর্মকান্ডের একটি হ'ল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (LGIs/এলজিআইসমূহ) কে কারিগরি সহায়তা দেয়া এবং সেজন্যে এলজিইডি, এলজিআইসমূহের প্রতিনিধি ও কর্তাব্যক্তিদের দক্ষতা উন্নয়ন ক'রে থাকে।

(৩) বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজ্মেন্ট (BIM/বিআইএম)

১৯৬১ সালে প্রতিষ্ঠিত বিআইএম বাংলাদেশের সবচেয়ে পুরোনো প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান। বিআইএম যে সকল উদ্দেশ্য সামনে রেখে যাত্রা শুরু ক'রে সেগুলোর মধ্যে-"বাণিজ্যিক, শিল্প, সরকারি ও বেসরকারি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং এনজিওসমূহে নিয়ুক্ত সকল পর্যায়ের ব্যবস্থাপকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মপোযুক্ত করা" অন্তর্ভুক্ত আছে।

(৪) ন্যাশনাল একাডেমী ফর প্ল্যানিং এন্ড ডেভেলপমেন্ট (NAPD/এনএপিডি)

পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন, 'সরকারি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান অধ্যাদেশ (সংশোধিত ১৯৭৯) xxvi, ১৯৬১ [Government Education and Training Institutions Ordinance (revised 1979) XXVI, 1961]' অনুসরণে এনএপিডি প্রতিষ্ঠিত। এনএপিডি'র একটি উদ্দেশ্য হ'ল ঃ "এনএপিডি অনুরোধের প্রেক্ষিতে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করবে।" উক্ত উদ্দেশ্যের ওপর ভিত্তি ক'রে এনএপিডি, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য, প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

উপরোক্ত চারটি প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হ'ল ঃ

১) প্রশিক্ষণের বিষয়সমূহ

প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানেরই কিছু মৌলিক সামর্থের জায়গা রয়েছে যা সারণী ২-১০ এ দেখানো হয়েছে। পৌরসভার সক্ষমতা উন্নয়নের প্রধান বিষয়সমূহ এ চারটি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পূরণ করা হয়ে থাকে।

সারণী ২-১০ ঃ প্রশিক্ষণের আলোচ্য বিষয়সমূহের তুলনা

ক্রমিক নং	আলোচ্য বিষয়সমূহ	প্রতিষ্ঠানের নাম
১.	নাগরিক প্রতিনিধির ভূমিকা	এনআইএলজি
২.	জন প্রশাসন	এনআইএলজি
৩.	অফিস/দপ্তর ব্যবস্থাপনা	এনআইএলজি, বিআইএম
৪.	হিসাবরক্ষণ	এনআইএলজি, এলজিইডি, বিআইএম
৫.	পরিকল্পনা ও প্রকল্প ব্যবস্থাপনা	এলজিইডি, এনএপিডি
৬.	প্রকিউরমেন্ট/ক্রয় পদ্ধতি	এলজিইডি, বিআইএম, এনএপিডি
৭.	পুরকৌশল	এলজিইডি

তথ্যসূত্র ঃ জাইকা, এসপিজিপি দল

২) সাংগঠনিক বিন্যাস

(ক) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদানের অভিজ্ঞতা

এনআইএলজি এবং এলজিইডি ধারাবাহিকভাবে পৌরসভাসমূহকে প্রশিক্ষণ প্রদান ক'রে আসছে এবং সম্প্রতি বিআইএম, স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুরোধের প্রেক্ষিতে, পৌরসভাসমূহে প্রশিক্ষণ প্রদানের কার্যক্রম শুরু করেছে। যদিও পৌরসভাসমূহে এনএপিডি'র প্রশিক্ষণ প্রদানের অভিজ্ঞতা এখন পর্যন্ত নেই, তবে উপজেলা পরিষদসমূহে এ প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষণ প্রদানের অভিজ্ঞতা রয়েছে। এ চারটি প্রতিষ্ঠানের, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে, প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে ভিন্ন মাত্রার অভিজ্ঞতা রয়েছে। এ সম্পর্কিত সার-সংক্ষেপ সারণী ২-১১ তে দেখানো হয়েছে।

সারণী ২-১১ ঃ অভিজ্ঞতার মাত্রা সাপেক্ষে তুলনা।

ক্রমিক নং	তুলনার বিষয়/দিকসমূহ	প্রতিষ্ঠানের নাম
১.	দীর্ঘ সময় ধরে পৌরসভার জন্য	এনআইএলজি, এলজিইডি
২.	সাম্প্রতিক সময়ে পৌর সভার জন্য	বিআইএম
৩.	অন্যান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের জন্য	এনএপিডি

তথ্যসূত্র ঃ জাইকা, এসপিজিপি দল

(খ) প্রশিক্ষণ প্রদানের সক্ষমতা

যদিও পৌরসভার সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য এ প্রতিষ্ঠানসমূহের কোন প্রশাসনিক শাখা নেই, তথাপি তারা তাদের বিদ্যমান সক্ষমতার ভেতরেই পৌরসভার জন্য কিছু কিছু প্রশিক্ষণ কোর্স বাস্তবায়নের ব্যবস্থা ক'রে থাকে। প্রতিষ্ঠানসমূহের বছর ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কোর্সের সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে, যেমন– বিআইএম এবং এলজিইডি, এনআইএলজি এবং এনএপিডি'র তুলনায় অধিক সংখ্যাক প্রশিক্ষণ প্রদান ক'রে থাকে। এ সংক্রান্ত সার-সংক্ষেপ সারণী ২-১২ এ দেখানো হয়েছে।

সারণী ২-১২ ঃ বছর ভিত্তিক প্রশিক্ষণ কোর্সের সংখ্যার তুলনা

ক্রমিক নং	বছর ভিত্তিক কোর্স	প্রতিষ্ঠানের নাম
১.	২৫ থেকে ৫০	এনআইএলজি, এনএপিডি
২.	৫০ এর উর্ধ্বে	এলজিইডি, বিআইএম

তথ্যসূত্র ঃ জাইকা, এসপিজিপি দল

যদিও এ সকল প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ নিজেরাই প্রশিক্ষণ প্রদান করতে পারেন, তথাপি তারা কিছু কিছু কারিগরি বিষয়ের ক্ষেত্রে অতিথি বক্তা আমন্ত্রণ জানিয়ে থাকেন। বহিঃস্থ বক্তার সাথে চুক্তির বিষয়টি কোর্সের ওপর নির্ভর করে।

(গ) ভৌগলিক ব্যাপ্তি

এনআইএলজি এবং এনএপিডি'র কোন আঞ্চলিক অফিস নেই। বিআইএম এর দুটো আঞ্চলিক ক্যাম্পাস রয়েছে। সকল জেলা-এমনকি সকল উপজেলা পর্যন্ত এলজিইডি'র ব্যাপ্তি রয়েছে। যদি মাঠ অথবা আঞ্চলিক পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রয়োজন হয়, সে ক্ষেত্রে এলজিইডিই প্রশিক্ষণের জন্য যথাযথ স্থান প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান হতে পারে। এ সম্পর্কিত সার-সংক্ষেপ সারণী ২-১৩ তে দেখানো হয়েছে।

সারণী ২-১৩ ঃ ভৌগলিক ব্যাপ্তির তুলনা

ক্রমিক নং	তুলনীয় বিষয়সমূহ	প্রতিষ্ঠানের নাম
১.	কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় দপ্তর/ক্যাম্পাস	এনআইএলজি, এনএপিডি
২.	স্বল্প সংখ্যাক আঞ্চলিক দপ্তর/ক্যাম্পাস	বিআইএম
৩.	দেশব্যাপী দপ্তর/ক্যাম্পাস	এলজিইডি

তথ্যসূত্র ঃ জাইকা, এসপিজিপি দল।

(ঘ) বাজেট

(ক) প্রশিক্ষণ প্রদানের অর্থের উৎস

এনআইএলজি হচ্ছে একমাত্র প্রতিষ্ঠান যারা নিজস্ব অর্থায়নে প্রশিক্ষণ কোর্স বাস্তবায়ন ক'রে থাকে। তবে এ অর্থ অন্যান্য স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেও ব্যয় করা যেতে পারে। ২০১৫-১৬ অর্থ বছরে এনআইএলজি'র মোট বাজেট ছিল ৯০ মিলিয়ন টাকা। এনআইএলজি'র সকল প্রশিক্ষণ বাবদ বাজেট ছিল ১৬ মিলিয়ন টাকা, যার মধ্যে কেবলমাত্র পৌরসভার প্রশিক্ষণ বাবদ বাজেট ছিল ৯৪১,২৫০ টাকা মাত্র। অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে বিআইএম ২০১৩-১৪ অর্থ বছরে এলজিডি'র বরাদ্দকৃত বাজেটের মাধ্যমে পৌরসভার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করেছিল। এলজিইডি প্রকল্পের তহবিল ব্যবহার ক'রে পৌরসভার প্রশিক্ষণ প্রদান ক'রে থাকে। ইউজিআইআইপি-৩ এর ক্ষেত্রে তিন ধরণের সম্ভাব্য সক্ষমতা উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে যথা- (ক) শাসনপদ্ধতি উন্নতির জন্য সক্ষমতা উন্নয়ন কার্যক্রম; (খ) অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য সক্ষমতা উন্নয়ন কার্যক্রম; এবং (গ) দারিদ্র্য হ্রাসকরণ কর্ম-পরিকল্পনা, (PRAP/প্র্যাপ) জেন্ডার কর্ম-পরিকল্পনা (GAP/গ্যাপ) এবং নগর পরিচালন ব্যবস্থা

উন্নতিকরণ কর্মসূচি (UGIAP/ইউজিআইএপি) বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানসহ অন্যান্য সক্ষমতা উন্নয়ন কার্যক্রম। এ সকল কাজ বাস্তবায়নের জন্য মোট আনুমানিক ব্যয় ৬২৪ মিলিয়ন টাকা ধরা হয়েছে।

পৌরসভার সক্ষমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে টেকসই প্রশিক্ষণ কর্মকৌশল বাস্তবায়নের জন্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহের পর্যাপ্ত বাজেট বরাদ্দ প্রয়োজন। এ সংক্রান্ত সার-সংক্ষেপ সারণী ২-১৪ তে দেখানো হয়েছে।

সারণী ২-১৪ ঃ প্রশিক্ষণ প্রদানে অর্থের উৎসের তুলনা

ক্রমিক নং	তুলনীয় বিষয়সমূহ	প্রতিষ্ঠানের নাম
১.	নিজস্ব বাজেট	এনআইএলজি
২.	স্থানীয় সরকার বিভাগের বাজেট	এনআইএলজি, বিআইএম
৩.	উন্নয়ন বাজেট	এলজিইডি

তথ্যসূত্র ঃ জাইকা, এসপিজিপি দল

পৌরসভার নিজস্ব প্রশিক্ষণ সংক্রান্তে এটা প্রতীয়মান হয় যে, প্রশিক্ষণ বাজেট বরাদ্দসহ পৌরসভায় বড় রকমের কোন প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন হয় না।

(খ) প্রশিক্ষণ ব্যয়

যে সকল সংস্থা, তাদের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য অনুরোধ করে, এনএপিডি এবং বিআইএম তাদের নিকট হতে কোর্স ফি সংগ্রহ করে। এনআইএলজি এবং এলজিইডি বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

সারণী ২-১৫ ঃ প্রশিক্ষণ প্রতি ব্যয়ের তুলনা

ক্রমিক নং	তুলনীয় বিষয়সমূহ	প্রতিষ্ঠানের নাম
১.	অংশগ্রহণকারী প্রেরণকারী সংস্থা কর্তৃক ব্যয় পরিশোধ	এনএপিডি (সাধারণত প্রতি দিন প্রতি অংশগ্রহণকারী ৫০০–১০০০ টাকা) বিআইএম (সাধারণত প্রতি দিন প্রতি অংশগ্রহণকারী ১০০০–২০০০ টাকা)
২.	প্রশিক্ষণ প্রদানকারী কর্তৃক ব্যয় নির্বাহ	এনআইএলজি, এলজিইডি

তথ্যসূত্র ঃ জাইকা, এসপিজিপি দল

২.৭.২ প্রশিক্ষণ প্রদানের বিদ্যমান ব্যবস্থার সমস্যাসমূহ

সক্ষমতা উন্নয়নের ফ্রেমওয়ার্ক সম্পর্কিত লিখিত দলিলাদির অভাব

সক্ষমতা উন্নয়নের ফ্রেমওয়ার্ক এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত কার্যকর বাজেট অনুসরণে দীর্ঘ মেয়াদী প্রশিক্ষণ পরিকল্পনার অনুপস্থিতিকে একটি প্রধান সমস্যা হিসেবে ইতিপূর্বে চিহ্নিত করা হয়েছে। জাতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে দেখা যায় যে, পৌরসভাসমূহে বর্তমানে প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রক্রিয়াটি সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হয় না।

প্রশিক্ষণের সীমিত ব্যাপ্তি

পৌরসভার সক্ষমতা উন্নয়নে এনআইএলজি মুখ্য ভূমিকা পালন ক'রে আসছে। কিন্তু প্রশিক্ষণের ব্যাপ্তি সীমিত এবং প্রশিক্ষণ কোর্সের কার্যকারিতা মূল্যায়ন, এবং একই সঙ্গে প্রশিক্ষণের চাহিদা নিরূপণের কাজ যথেষ্টভাবে করা হয়না। এনআইএলজি'র প্রশিক্ষণ কোর্সের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরণের প্রকল্প থেকে সক্ষমতা উন্নয়নের কার্যক্রম বাস্তবায়ন হয়ে আসছে। তবে এ প্রশিক্ষণ কোর্সগুলো প্রকল্প-ভিত্তিক এবং এগুলো সকল পৌরসভার জন্য টেকসই এবং পর্যাপ্ত নয়। সুতরাং পৌরসভার টেকসই সক্ষমতা উন্নয়নের জন্য সক্ষমতা উন্নয়ন ফ্রেমওয়ার্ক অত্যাবশ্যকীয়।

নগর শাসনপদ্ধতি সম্পর্কিত প্রশিক্ষণের স্বল্পতা

এলজিডি এবং এনআইএলজি'র মতে, ইউনিয়ন এবং উপজেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ প্রদানকে অধিকতর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কর্তৃক অর্থায়নকৃত প্রকল্পসমূহের ফলস্বরূপ (আউটপুট) নির্দেশিকা এবং ম্যানুয়াল প্রস্তুত করা হয়েছে। পক্ষান্তরে, নগর শাসনপদ্ধতির জন্য সক্ষমতা উন্নয়ন কার্যক্রম কম গুরুত্ব পেয়েছে। কার্যকর স্থানীয় নগর শাসনপদ্ধতি উন্নতির নিশ্চয়তা বিধানের জন্য এনআইএলজি এবং অন্যান্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণের গুণগতমান এবং সংখ্যা আরও সুসংহত করা প্রয়োজন।

পৌরসভার নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জ্ঞান/দক্ষতা এবং প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সংক্রান্ত সমস্যা

পাইলট পৌরসভাসমূহে পরিচালিত জরিপের ফলাফল[১০] পৌরসভাসমূহের নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জ্ঞান/দক্ষতা সংক্রান্ত নানাবিধ সমস্যা নির্দেশ করে। সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে যে সকল প্রধান সমস্যা শনাক্ত করা গেছে সেগুলো সারণী ২-১৬ তে দেখানো হয়েছে। জরিপের জন্য যেহেতু কাছাকাছি জনসংখ্যা, আয়তন এবং অর্থনৈতিক অবস্থা বিবেচনায় সাতটি পৌরসভাকে বাছাই করা হয়েছে, সেহেতু আশা করা হচ্ছে যে, এ সকল পৌরসভা থেকে সনাক্তকৃত সমস্যাগুলো অন্যান্য পৌরসভার সমস্যাগুলোর সাথে কম বেশী সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

সারণী ২-১৬ ঃ জ্ঞান/দক্ষতা সংক্রান্ত সমস্যাসমূহ

প্রকারভেদ	সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত ফলাফলসমূহ
নির্বাচিত প্রতিনিধি	• কাউন্সিলরবৃন্দের পৌরসভার কার্যাবলী, তাদের অধিকার এবং পৌর প্রশাসনে তাদের ভূমিকা সংক্রান্ত জ্ঞান খুবই সীমিত। • নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ স্থায়ী কমিটিগুলোর কার্যকারিতার গুরুত্ব খুব একটা আমলে নিতে চান না।
রাজস্ব সঞ্চালন এবং হিসাবরক্ষণসহ আর্থিক ব্যবস্থাপনা দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ	• কর কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ তাদের জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও বিধি-বিধানের প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিকূলতার সম্মুখীন হন। • কিছু কিছু হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা/হিসাবরক্ষক বিধি-বিধান অনুসরণ না ক'রে বরং তাদের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি ক'রে কাজ ক'রে থাকেন। • কিছু কিছু পৌরসভা উল্লেখ করেছিল যে, রাজস্ব সঞ্চালন এবং আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিধি-বিধান বাস্তবায়নের জন্য তাদের দক্ষতা উন্নয়ন করা প্রয়োজন। তবে তারা তাদের কোন্ কোন্ দক্ষতা প্রয়োজন সেগুলো সুনির্দিষ্ট করেনি।
পৌরসভার সম্পত্তি পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ	• সচিবগণ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ পৌরসভার সম্পদ ব্যবস্থাপনার বিষয়ে স্বল্প জ্ঞানসম্পন্ন এবং তারা তাদের অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি ক'রে সম্পদ ব্যবস্থাপনা ক'রে থাকেন। • পৌর কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দের ক্ষমতা কম থাকার কারণে তারা নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ কর্তৃক বিধি-বিধানের বিকৃতি ঘটানো প্রতিরোধ করতে পারে না। ফলে বিধি-বিধান যথাযথভাবে প্রয়োগ করা সম্ভব হয় না।
প্রকৌশল কর্মকান্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ	• প্রকৌশলীগণ সমস্যার সম্মুখীন হন যখন উন্নয়ন কর্মকান্ডে ভূমি অধিগ্রহণের বিষয়টি জড়িত হয়ে পড়ে। তারা ব্যক্তিগত/বেসরকারি ভবনের পরিকল্পনা অনুমোদন সংক্রান্ত বিধি-বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রেও বাধার সম্মুখীন হন; কেননা অধিবাসীগণ এ বিষয়ে তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে অবগত থাকেন না। • বেশিরভাগ প্রকৌশলীদের প্রশিক্ষণের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট চাহিদা রয়েছে; কিন্তু এ চাহিদাগুলো ব্যক্তি বিশেষে ভিন্ন ভিন্ন। কেবলমাত্র বিধি-বিধান সংক্রান্ত বিষয়ে একাধিক পৌরসভার প্রশিক্ষণের চাহিদার

[১০] The Administrative Needs Assessment Survey Report (JICA SPGP Team, 2014)

প্রকারভেদ	সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত ফলাফলসমূহ
	মিল পাওয়া যায়। ● গ-শ্রেণিভুক্ত পৌরসভার প্রকৌশলীদের কারিগরি এবং প্রশাসনিক বিষয়ে অধিক প্রশিক্ষণ প্রয়োজন।
স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা কর্মকান্ডে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ	● যেহেতু পৌরসভাসমূহ অত্যন্ত সীমিত পরিসরে স্বাস্থ্য এবং পরিচ্ছন্নতা কর্মকান্ড সম্পদন করে সেহেতু, এক্ষেত্রে কি ধরণের বিধি-বিধান অনুসরণ করতে হবে- সে সম্পর্কে তাদের সম্যক ধারণা নেই। ● স্বল্প পরিসরে স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতা সংক্রান্ত কাজ করার কারণে পৌরসভাসমূহ কোন ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হয় না, ফলে এক্ষেত্রে তাদের দক্ষতার প্রয়োজন পড়ে না।

তথ্যসূত্র ঃ জাইকা, এসপিজিপি দল।

উপরোক্ত জরিপ মোতাবেক পৌরসভার নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ, কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উল্লেখ করেছেন যে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে সেবার সম্পূর্ণ বাস্তবায়নের প্রধান অন্তরায় হচ্ছে - “নির্দেশিকার অভাব” বা “কি করতে হবে তা তারা জানে না”। সুতরাং প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা তৈরি এবং প্রশিক্ষণ বাস্তাবায়নের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীদের উক্ত নির্দেশিকা সম্পর্কে অবহিতকরণ অত্যাবশ্যকীয়।

২.৮ পৌরসভার সেবা সরবরাহ

২.৮.১ বিদ্যমান পরিস্থিতি

পৌরসভা আইন, ২০০৯ এর মাধ্যমে পৌরসভার দায়িত্ব ও কার্যাবলী নির্ধারণ করা হয়েছে (সারণী ২-১ এবং সারণী ২-২ দ্রষ্টব্য)। পৌরসভার কার্যাবলী দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়, যথা- আবশ্যিক কার্যাবলী এবং ঐচ্ছিক কার্যাবলী (যা নিচের সারণীতে উল্লেখ করা হয়েছে)। আবশ্যিক কার্যাবলীর[১১] মধ্যে স্থানীয় বাসিন্দাদের অতি প্রয়োজনীয় সেবাসমূহ অন্তর্ভুক্ত, যেমন- পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, ইত্যাদি। যদি পৌরসভাসমূহ আবশ্যিক কার্যাবলী সম্পাদন না করে, সেক্ষেত্রে সরকারের প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলী প্রদানের ক্ষমতা রয়েছে।

একটি পৌরসভার বহু ধরণের কার্যাবলী সম্পাদন করার এখতিয়ার আছে। এ কার্যাবলীকে ১২টি প্রধান সেবার খাতে বিভক্ত করা যায়, যথা- i) জনস্বাস্থ্য; ii) পানি সরবরাহ ও পানি নিষ্কাশন; iii) খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদি; iv) পশু; v) শহর পরিকল্পনা; vi) ইমারত নিয়ন্ত্রণ; vii) সড়ক; viii) জননিরাপত্তা; ix) বৃক্ষ, পার্ক, উদ্যান ও বন; x) শিক্ষা এবং সংস্কৃতি; xi) সমাজ কল্যাণ; এবং xii) উন্নয়ন। সারণী ২-১৭ তে এ ১২টি সেবা খাতের অন্তর্ভুক্ত ৬৪টি কার্যাবলী উল্লেখ করা হয়েছে।

সারণী ২-১৭ ঃ পৌরসভা আইন, ২০০৯ অনুসারে তালিকাভুক্ত ১২টি সেবা খাতের ৬৪টি কার্যাবলী

i. জনস্বাস্থ্য	ii. পানি সরবরাহ ও পানি নিষ্কাশন	iii. খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদি	iv. পশু
১. স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দায়িত্ব ২. অস্বাস্থ্যকর ইমারতসমূহ ৩. আবর্জনা অপসারণ, সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা ৪. পাবলিক টয়লেট ৫. জন্ম, মৃত্যু এবং বিবাহ নিবন্ধন ৬. সংক্রামক ব্যাধি ৭. জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন ৮. হাসপাতাল ও ডিসপেন্সারী ৯. চিকিৎসা, সাহায্য এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা, ইত্যাদি	১০. পানি সরবরাহ ১১. পানি সরবরাহের ব্যক্তিগত উৎস ১২. পানি নিষ্কাশন ১৩. পানি নিষ্কাশন প্রকল্প ১৪. স্নান ও ধৌত করার স্থান ১৫. ধোপী ঘাট ও ধোপা ১৬. সরকারি জলাধার ১৭. সাধারণ খেয়া পারাপার ১৮. সরকারি মৎস্য ক্ষেত্র	১৯. খাদ্য ও পানীয় দ্রব্যাদি ২০. দুধ সরবরাহ ২১. সাধারণের বাজার ২২. বেসরকারি বাজার ২৩. কসাইখানা	২৪. পশুপালন ২৫. বেওয়ারিশ পশু ২৬. পশুশালা ও খামার ২৭. গবাদি পশু বিক্রয় নিবন্ধিকরণ ২৮. পশুসম্পদ উন্নয়ন ২৯. বিপজ্জনক পশু ৩০. গবাদি পশু প্রদর্শনী, চিড়িয়াখানা, ইত্যাদি ৩১. পশুর মৃতদেহ অপসারণ
v. শহর পরিকল্পনা	**vi. ইমারত নিয়ন্ত্রণ**	**vii. সড়ক**	**viii. জননিরাপত্তা**
৩২. মহাপরিকল্পনা ৩৩. জমির উন্নয়ন প্রকল্প ৩৪. জমি উন্নয়ন প্রকল্প কার্যকর করা	৩৫. ইমারত নির্মাণ ও পুনঃনির্মাণ ৩৬. ইমারত সমাপন, ইমারত পরিবর্তন, ইত্যাদি ৩৭. ইমারত নিয়ন্ত্রণ	৩৮. সাধারণের সড়ক ৩৯. সড়ক ৪০. সড়ক সম্বন্ধে সাধারণ বিধানাবলী ৪১. সড়ক বাতির ব্যবস্থা ৪২. সড়ক ধোয়ার ব্যবস্থা ৪৩. যানবাহন নিয়ন্ত্রণ ৪৪. সাধারণ যানবাহন	৪৫.অগ্নি নির্বাপণ ৪৬. বেসামরিক প্রতিরক্ষা ৪৭. বন্যা ৪৮.বিপজ্জনক ও ক্ষতিকর বস্তুর ব্যবসা-বাণিজ্য ৪৯.গোরস্থান ও শ্মশান
ix. বৃক্ষ, পার্ক উদ্যান ও বন	**x. শিক্ষা এবং সংস্কৃতি**	**xi. সমাজকল্যাণ**	**xii. উন্নয়ন**
৫০. বৃক্ষ রোপণ ৫১. উদ্যান ৫২. খোলা জায়গা ৫৩. বনরাজি ৫৪. বৃক্ষের ক্ষতিসাধন সংক্রান্ত কার্যাবলী ৫৫. পুকুর ও নিম্নাঞ্চল	৫৬. শিক্ষা ৫৭. বাধ্যতামূলক শিক্ষা ৫৮. শিক্ষা সম্পর্কিত সাধারণ বিধানাবলী ৫৯. সংস্কৃতি ৬০. পাঠাগারসমূহ	৬১.সমাজকল্যাণ	৬২. উন্নয়ন পরিকল্পনা ৬৩. সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা ৬৪. বাণিজ্যিক প্রকল্প

তথ্যসূত্র ঃ পৌরসভা আইন, ২০০৯ এর ২য় তফসিল

দ্রষ্টব্য ঃ নিম্নরেখা টানা (Underlined) কার্যাবলী পৌরসভার জন্য আবশ্যিক কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্ত।

[১১] পৌরসভা আইন,২০০৯ এর ২য় তফসিলে, ঐচ্ছিক কার্যাবলী নির্ধারণ করা হয়েছে ‘করতে পারে’ শব্দ ব্যবহার করে এবং বাধ্যতামূলক কার্যাবলী নির্ধারণ করা হয়েছে ‘করবে’ শব্দ ব্যবহার করে

পৌরসভা এবং সরকারের উপজেলা/জেলা অফিসের মধ্যে সম্পর্ক

সরকারের মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহের অফিস রয়েছে, যার মাধ্যমে উপজেলা পর্যায়ে সেবা প্রদান করা হয়। স্বাস্থ্য অধিদপ্তর (ডিওএইচ), কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই), সমাজ কল্যাণ অধিদপ্তর (এসডাব্লিউডি), স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি), জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর (ডিপিএইচই) এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর(আরএইচডি) সহ বেশিরভাগ উপজেলা অফিস পৌরসভাসমূহকে সহায়তামূলক সেবা প্রদান করে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, এলজিইডি বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট অথবা সরকারের সহায়তাপুষ্ট উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ পৌরসভার সাথে একত্রে বাস্তবায়ন করে। এলজিইডি'র প্রকৌশলীগণ পৌরসভার অনুরোধের প্রেক্ষিতে পৌরসভার প্রকৌশলীদের অবকাঠামোগত সমস্যা সমাধানে কারিগরি সহায়তা প্রদান ক'রে থাকে। পৌরসভার প্রকল্পের দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির[১২] কাজে সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে অন্যান্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, যথা- আরএইচডি, বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (বিডাব্লিউডিবি), গণপূর্ত অধিদপ্তর (পিডাব্লিউডি), ইত্যাদি আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক বজায় রাখে। ডিপিএইচই পৌরসভাকে সাথে নিয়ে পানি সরবরাহ প্রকল্প বাস্তবায়ন করে এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ অথবা পৌরসভার অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে পানি সরবরাহ সেবার ক্ষেত্রে কারিগরি সহায়তা প্রদান করে।

নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মধ্যে, পৌরসভার মেয়রগণ উপজেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সদস্য এবং উপজেলা চেয়ারম্যান এ কমিটির সভাপতি। পৌরসভার মেয়রগণ উপজেলা আইন শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটিরও সদস্য, যার সভাপতি উপজেলা নির্বাহী অফিসার।

অপরদিকে জেলা পর্যায়ের সরকারি অধিদপ্তর/সংস্থাসমূহ [যথা- এলজিইডি, ডিপিএইচই, আরএইচডি, পিডাব্লিউডি, ডাব্লিউডিবি, ডিএই, পরিবেশ অধিদপ্তর (ডিওই), বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি), শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর (ইইডি), এসডাব্লিউডি, ডিওএইচ, স্বাস্থ্যসেবা মহাপরিদর্শক (ডিজিএইচএস), বাংলাদেশ অগ্নি নির্বাপণ ও বেসামরিক প্রতিরক্ষা অধিদপ্তর] উক্ত জেলার অধিভুক্ত পৌরসভার বাসিন্দাদের সেবা প্রদান করে। জেলা পর্যায়ের পৌরসভাসমূহের মেয়রগণ জেলা সমন্বয় কমিটি এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির সদস্য, যার সভাপতি জেলা প্রশাসক।

পৌরসভাসমূহ তাদের সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরের (এলজিইডি এবং ডিপিএইচই) কর্মকর্তাদের টিএলসিসি'তে প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে একযোগে কাজ করে, যার সভাপতি থাকেন মেয়র।

পৌরসভা এবং বেসরকারি সংগঠনের (NGO/এনজিও) মধ্যকার সম্পর্ক

বিভিন্ন বেসরকারি সংগঠন (এনজিও) ক্ষুদ্র ঋণ, আয় বর্ধনমূলক কাজ, প্রাথমিক স্বাস্থ্য সতর্কতা, মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা, স্যানিটেশন, ইত্যাদি ক্ষেত্রে সেবা প্রদান করে। যদিও বিভিন্ন এনজিও পৌরসভা পর্যায়ে সেবা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তথাপি তারা পৌরসভার কর্মকর্তাদের সাথে কাজ করে না; বরং তারা পৌরসভার সমর্থন নিয়ে পৌর-এলাকার মধ্যে কাজ করে।

২.৮.২ পৌরসভার সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে সমস্যাসমূহ

পৌরসভা কর্তৃক সরবরাহকৃত সেবার সংখ্যা সরকারের স্থানীয় শাখা অফিস কর্তৃক প্রদেয় সেবার সংখ্যার তুলনায় অনেক বেশি। যদিও পৌরবাসীর কল্যাণের জন্য পৌরসভা কর্তৃক পর্যাপ্ত সেবা সরবরাহ অতি প্রয়োজনীয়, তথাপি পৌরসভাসমূহ তাদের সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে নানাবিধ প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়ে থাকে।

[১২] সরকারি ক্রয় বিধিমালায় এই মর্মে বিধি-নিষেধ রয়েছে যে, একই মন্ত্রণালয়ের (এই ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার বিভাগ) অধীন কোন সংস্থার প্রকৌশলীগণ ঐ মন্ত্রণালয়ের অন্য কোন সংস্থার (এই ক্ষেত্রে পৌরসভা) দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির সদস্য হতে পারবে না।

সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে বাসিন্দাদের কম সন্তুষ্টি

পৌরসভা সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে নাগরিকদের কম সন্তুষ্টি নির্দেশ করে যে, এক্ষেত্রে উন্নতির ব্যাপক সুযোগ রয়েছে। বেইজলাইন জরিপ[১৩] প্রতিবেদনের ভিত্তিতে ২-৪ নং চিত্রে বাসিন্দাদের সন্তুষ্টির একটি সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। নমুনা জরিপের[১৪] হিসাব মতে সকল সেবাসমূহের গড় মান ৪ পয়েন্ট স্কেলে ২.৪২। এ হিসাবে বাসিন্দাদের সন্তুষ্টির মাত্রা খুব বেশি নয়, কারণ- ২ অর্থ "অসন্তুষ্ট" এবং ৩ অর্থ "সন্তুষ্ট" ।

কেবলমাত্র জন্ম নিবন্ধন, সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ এবং বেসরকারি জমিতে নতুন সড়ক অনুমোদনের বিষয়ে '৩' বা তার অধিক মান পাওয়া যায়, যার অর্থ হচ্ছে- বাসিন্দাগণ এক'টি সেবায় সন্তুষ্ট। পক্ষান্তরে, বেশিরভাগ সেবার ক্ষেত্রেই এ মান দেখা যায় ২.৫ অথবা তার নিচে, যা উক্ত সেবার ক্ষেত্রে বাসিন্দাদের অসন্তুষ্টি নির্দেশ করে।

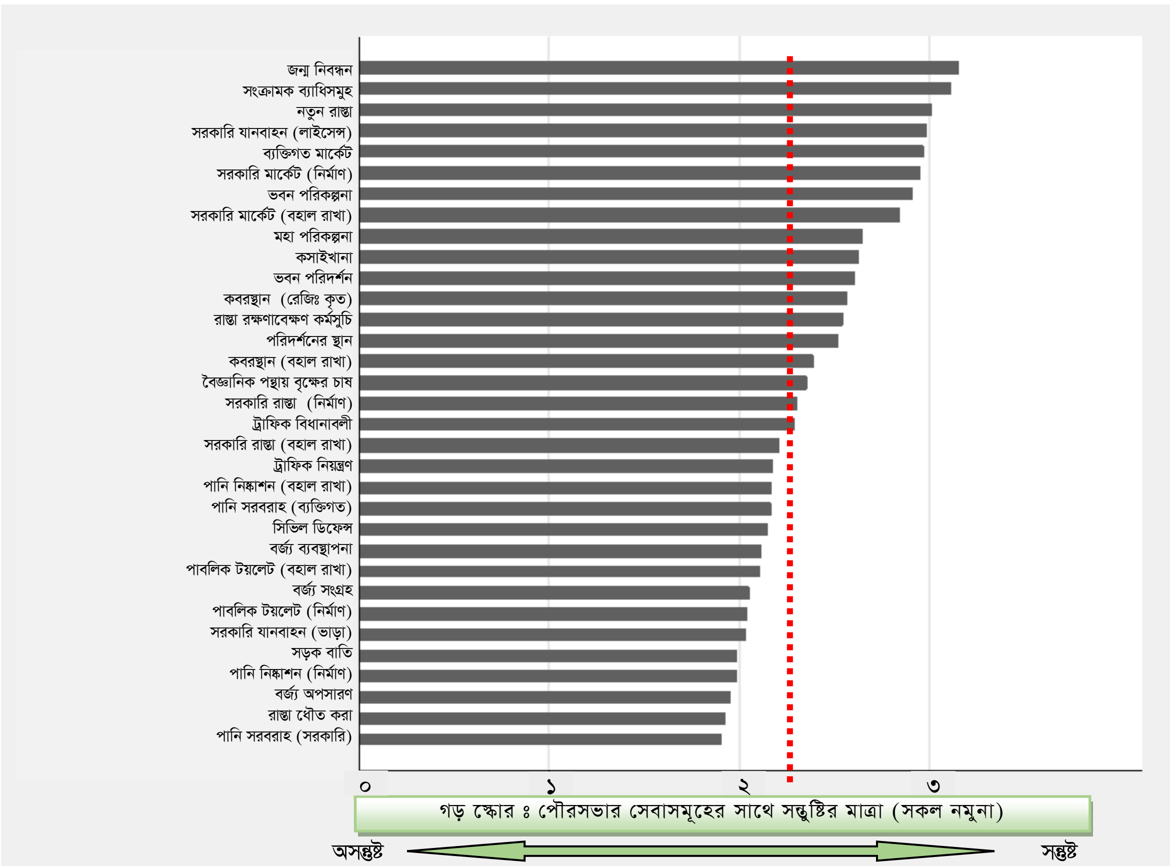

তথ্যসূত্র ঃ জাইকা, এসপিজিপি দল (২০১৪)

[**বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ** জরিপ দল বাসিন্দাদের কাছে জানতে চেয়েছিল যে, তারা পৌরসভা কর্তৃক প্রদেয় সেবাসমূহে সন্তুষ্ট কিনা। উদাহরণ ঃ একটি গতানুগতিক প্রশ্ন- "পৌরসভা কর্তৃক প্রদেয় পানি নিষ্কাশন সেবাকে আপনি আপনার সন্তুষ্টির মাপকাঠিতে কিভাবে মূল্যায়ন করবেন?" উক্ত প্রশ্নের বিপরীতে উত্তরদাতা নিম্নলিখিত উত্তরগুলো হতে একটি উত্তর বাছাই করতে পারেন ঃ ১) অতি অসন্তুষ্ট (মান-১), ২) অসন্তুষ্ট (মান-২), ৩) সন্তুষ্ট (মান-৩), এবং ৪) অতি সন্তুষ্ট (মান-৪)।]

চিত্র ২-৪ ঃ পৌরসভা প্রদত্ত সেবায় বাসিন্দাদের সন্তুষ্টির মাত্রা

'খ' এবং 'গ' শ্রেণির পৌরসভাসমূহ তাদের আবশ্যিক কার্যাবলী, যথা- পানি সরবারহ, পয়ঃনিষ্কাশন , বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ, জনসাধারণের বাজার স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণ, ইত্যাদি সন্তোষজনকভাবে পরিচালনা করতে পারে না। মূলতঃ

[১৩] বেইজলাইন জরিপ প্রতিবেদন (জাইকা এসপিজিপি দল, ২০১৪)

[১৪] মোট নমুনা ৭০৬ জন অধিবাসী।

বাসিন্দাদের প্রয়োজন অথবা মেয়র বা কাউন্সিলরগণের মতামতের ভিত্তিতে স্বল্প বাজেটের মধ্যে সাময়িক ভাবে সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে। ফলে, সেবা প্রদানের জন্য যথাযথ এবং মানসম্মত পদ্ধতি চালু করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ।

ঐচ্ছিক কার্যাবলীর ক্ষেত্রে সরকারের সাথে অপর্যাপ্ত সমন্বয়

পৌরসভা আইন, ২০০৯ এ উল্লিখিত ঐচ্ছিক সেবাসমূহ পৌরসভা অনিয়মিতভাবে প্রদান ক'রে থাকে এবং সরকারের স্থানীয় অধিদপ্তরগুলো প্রায়শই এ সেবা প্রদান করে। এ সেবাসমূহের মধ্যে রয়েছে হাসপাতাল ও ক্লিনিক স্থাপন, বাধ্যতামূলক শিক্ষা, সমাজ কল্যাণ, ইত্যাদি। পৌরসভার কর্মকর্তাগণ কেন্দ্রীয় সরকারের স্থানীয় শাখার কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগের সময় স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রয়োজনের কথা জানাতে পারলে কেন্দ্রীয় অধিদপ্তরের স্থানীয় শাখা কর্তৃক প্রদেয় সেবাসমূহের মান উন্নত হতে পারতো। কিন্তু পৌরসভার কর্মকর্তাদের জন্য সরকারের স্থানীয় পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিকট স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রয়োজন উপস্থাপন করার এ ধরণের সুযোগ খুব সীমিত।

অনুন্নত পাবলিক-প্রাইভেট-পার্টনারশিপ (পিপিপি)

কম্পিউটারাইজড পদ্ধতিতে পানির মূল্যের বিল তৈরি ও আদায়, বর্জ্য অপসারণ, ইত্যাদি ক্ষেত্রে সহযোগী হিসেবে এনজিও এর সাথে পিপিপি গঠনের সম্ভাব্যতা পরীক্ষা ক'রে দেখা যেতে পারে। যা হোক, পিপিপি'র ভিত্তিতে কাজ করার ক্ষেত্রে কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। প্রথমত, পিপিপি'র কর্মকাঠামো এখনো প্রণয়ন করা হয়নি; দ্বিতীয়ত, পিপিপি'র সাফল্যের কোন নিদর্শন এখনো পর্যালোচনা এবং পরিশোধন করা হয়নি; তৃতীয়ত, পৌরসভাসমূহের পিপিপি'র সুবিধাদি কাজে লাগানোর মতো সক্ষমতা নেই; এবং চতুর্থত, পৌরসভার স্থায়ী কমিটিগুলো নিষ্ক্রিয় এবং অকার্যকর রয়ে গেছে।

নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদে আবশ্যিক কার্যাবলী সম্পাদনের প্রধান সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। যেহেতু ৪ ধরণের সেবা খাতে [যথা- (iv) পশু; (x) শিক্ষা ও সংস্কৃতি; (xi) সমাজকল্যাণ; এবং (xii) উন্নয়ন] কোন আবশ্যিক কাজের উল্লেখ নেই, সেহেতু সারণী ২-১৭ তে বর্ণিত ১২ ধরণের মধ্যে ৮ ধরণের সেবা খাতের সমস্যাগুলো বর্ণনা করা হবে। মূলত প্রশাসনিক চাহিদা নিরূপণ জরিপ প্রতিবেদন এবং "নর্দান বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট" শীর্ষক প্রকল্প প্রণয়নের (পরবর্তীতে নবিদেপ) প্রস্তুতিমূলক জরিপের ওপর ভিত্তি ক'রে সমস্যাগুলোর বর্ণনা করা হয়েছে (নভেম্বর, ২০১২)[১৫]।

(১) জনস্বাস্থ্য

১) বর্জ্য অপসারণ, সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা

'ক' শ্রেণির পৌরসভা এবং 'খ' ও 'গ' শ্রেণির পৌরসভার শহর এলাকার জন্য কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা একটি অতি জরুরী সেবা। কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পৌরসভা ভেদে ভিন্ন হয়ে থাকে। কিছু কিছু বড় পৌরসভা এনজিও এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ ক'রে থাকে, আবার অন্যরা সমাজভিত্তিক সংগঠনের (সিবিও) সাথে কাজ করে। কিছু সংখ্যক পৌরসভা, বাজার এলাকা থেকে ভ্যানের মাধ্যমে বর্জ্য অপসারণের জন্য পরিচ্ছন্নতা কর্মী নিয়োগ ক'রে থাকে। আবার অন্যান্য পৌরসভার, বর্জ্য সংগ্রহের জন্য, কেবলমাত্র গুটিকয়েক রিক্সা ভ্যান রয়েছে। গ্রামীণ এলাকার বাসিন্দারা কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে একটি সেবা হিসেবে গণ্য করে না, কেননা তারা নিজেরাই এর ব্যবস্থাপনা ক'রে থাকে। কিছু কিছু পৌরসভা নিম্নভূমি বা নদীর পাশে বর্জ্য অপসারণ করে। পরিবেশগত সমস্যা এড়ানোর জন্য আবর্জনা অপসারণের স্থান নির্ণয়সহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা গুরুত্বপূর্ণ। পৌরসভা তাদের সীমিত বাজেটের কারণে জমি কিনতে এবং আবর্জনা ফেলার জায়গা তৈরি করতে সক্ষম হয় না।

[১৫] জরিপটি নির্বাচিত সাত পৌরসভায় জাইকা কর্তৃক পরিচালনা করা হয়েছিল।

২) পাবলিক টয়লেট

পৌরসভা অবশ্যই যথাযথ স্থানে পর্যাপ্ত সংখ্যক পাবলিক টয়লেট এবং প্রস্রাবখানা স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা করবে। প্রশাসনিক চাহিদা নিরূপণ জরিপের ফলাফল নির্দেশ করে যে, বাজার এলাকা, বাস স্ট্যান্ড বা মসজিদে পাবলিক টয়লেট স্থাপন করা হয়। জরিপকৃত পৌরসভাসমূহে সর্বোচ্চ ২টি পাবলিক টয়লেট দেখা গেছে। কিছু কিছু পৌরসভা পাবলিক টয়লেট পরিচ্ছন্ন রাখে এবং রক্ষণাবেক্ষণ করে; কিন্তু অনেক পৌরসভা এ কাজ করে না[১৬]। বিদ্যমান পাবলিক টয়লেটের সংখ্যা চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল এবং এগুলোর পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ সন্তোষজনক নয়।

৩) সংক্রামক ব্যাধি

পৌরসভা অবশ্যই তার নিজস্ব সীমানার মধ্যে সংক্রামক ব্যাধির সংক্রমণ প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

পৌরসভার সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের উপজেলা অফিসের আর্থিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সম্প্রসারিত টীকাদান কর্মসূচির (ইপিআই) কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়। ৭টি পাইলট পৌরসভায় প্রশাসনিক চাহিদা নিরূপণ জরিপের ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, মাত্র দুটি পৌরসভা সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণে সীমিত পরিসরে কাজ করে এবং চারটি পৌরসভা জনবলের অভাবে এ সংক্রান্ত কোন কাজ করে না। যেহেতু এ সেবা নগর বাসিন্দাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য অত্যাবশ্যকীয়, তাই দেশজুড়ে এ বিষয়ে আরো অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

(২) পানি সরবরাহ এবং পানি নিষ্কাশন

১) পানি সরবরাহ

পান এবং ধৌত করার জন্য নিরাপদ পানি সংগ্রহ করতে অনেকেই সমস্যার সম্মুখীন হন। বেশিরভাগ পৌরসভাতে নলবাহিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থা নেই এবং বেশিরভাগ মানুষ গভীর এবং অগভীর নলকুপের ওপর নির্ভরশীল। যদিও কিছু পৌরসভায় নলবাহিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়েছে, কিন্তু তা ক্রমবর্ধমান চাহিদার তুলনায় নিতান্তই অপ্রতুল[১৭]। সাধারণত ডিপিএইচই'র সহায়তায় নলবাহিত পানি সরবরাহ ব্যবস্থা স্থাপন করা হয়; কিন্তু কিছু পৌরসভা ডিপিএইচই কর্তৃক হস্তান্তরের পরে তা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে সক্ষম হয় না। এর কারণ, এ সকল পৌরসভায় অর্থের অপ্রতুলতা এবং পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দক্ষ জনবলের অভাব রয়েছে। পানি সরবরাহ ব্যবস্থার আরেকটি বাধা হচ্ছে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া এবং এর ফলে কিছু পৌরসভার বাসিন্দারা তাদের গৃহের নলকূপ থেকে পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি তুলতে সক্ষম হয় না।

২) পানি নিষ্কাশন

পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং রক্ষণাবেক্ষণ নাগরিকদের নিকট একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। জলাবদ্ধতা অনেক পৌরসভারই একটি ভয়াবহ সমস্যা, বিশেষত বর্ষা মৌসুমে। এর ফলে সড়ক ভেঙ্গে যায়, যানবাহন চলাচলে বিঘ্ন ঘটে এবং সংক্রামক ব্যাধির বিস্তার ঘটে। বৃষ্টির পানি এবং বর্জ্য পানি আউটফল ড্রেনে প্রবাহিত হওয়ার বিষয় উন্নতির জন্য পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থার মধ্যকার যোগাযোগ এবং নেটওয়ার্ক ব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ অত্যাবশ্যক। রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম, যথা- ড্রেনের পার্শ্বদেয়াল মেরামত এবং সরকারি নর্দমা নিয়মিত পরিষ্কারকরণ নিষ্কাশন ব্যবস্থাপনার মূল কাজ।

প্রশাসনিক চাহিদা নিরূপণ জরিপ যে সাতটি পৌরসভায় পরিচালনা করা হয়েছিল তার সবগুলোতেই সরকারি নিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের কাজ পরিচালিত হয়ে থাকে। আত্ম-পর্যালোচনার ফলাফল থেকে দেখা যায় যে, কেবলমাত্র একটি পৌরসভা এক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণ কর্মকান্ড পরিচালনা করে মর্মে বিশ্বাস করে। অর্থের অপ্রতুলতার কারণে সকল পৌরসভায়

[১৬] পৌরসভা সরাসরি পাবলিক টয়লেট ব্যাবস্থাপনার বা পরিষ্কারের কাজ করে না; কিন্তু ঠিকাচুক্তির মাধ্যমে পাবলিক টয়লেট পরিষ্কারের কাজটি করে।

[১৭] পৌরসভার পানি সরবরাহ ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও কখনও কখনও এর গ্রাহকগণ কর্তৃক বিল পরিশোধের অপারগতার কারণে সমস্যার সৃষ্টি হয় এবং এর ফলে, ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও, পৌরসভা পানির পাইপ লাইনের বর্ধিত করণের কাজ করতে পারে না।

অপর্যাপ্ত নিষ্কাশন নেটওয়ার্ক পরিলক্ষিত হয়। কিছু কিছু পৌরসভার স্থানীয় কর্মচারীগণ উল্লেখ করে যে, ড্রেনেজ মহাপরিকল্পনার অভাবে তারা নিষ্কাশন ব্যবস্থায় জন্য বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিতে পারে না।

(৩) খাদ্য ও পানীয়

১) সাধারণের বাজার

পৌরসভাসমূহ তাদের সীমানাধীন এলাকার সাধারণের বাজার স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। এ কাজগুলোর মধ্যে চাহিদা নিরূপণ (সম্ভাব্য আয় বিবেচনা ক'রে), বাজারের জন্য স্থান নির্ধারণ, জমি ক্রয় (যদি প্রয়োজন হয়) এবং বাজারের ভৌত সুবিধার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ অন্তর্ভুক্ত। সাধারণের বাজারের নির্মাণ এবং উন্নয়নের মধ্যে ছাউনি নির্মাণ বা উন্নয়ন, অভ্যন্তরীণ পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা, আভ্যন্তরীণ সড়ক, বহুতল মার্কেট কমপ্লেক্স নির্মাণ এবং পার্কিং স্পেস নির্মাণ, ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত।

সাধারণের বাজার পৌরসভার রাজস্ব আয়ের একটি উপাদান। পৌরসভার নিজস্ব রাজস্ব উৎস বজায় রাখার জন্য বাজারের অবস্থার গুণগতমান উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ জরুরী। প্রশাসনিক চাহিদা নিরূপণ জরিপের ফল হতে দেখা যায় যে, 'ক' শ্রেণির পৌরসভা তাদের সীমানার মধ্যে সাধারণের বাজার নির্মাণ করতে এবং সেগুলোকে ভাল অবস্থায় রাখতে সক্ষম হয়নি। পক্ষান্তরে 'খ' ও 'গ' শ্রেণির পৌরসভা একাজ ভালভাবেই সম্পন্ন ক'রে আসছে। এর প্রধান কারণ হচ্ছে- ছোট পৌরসভাসমূহের বাজারের সংখ্যা কম এবং আকার তুলনামূলকভাবে ছোট হওয়ায় সেগুলো রক্ষণাবেক্ষণ অপেক্ষাকৃত সহজ।

২) কসাইখানা

পৌরসভাসমূহ অবশ্যই মাংস বিক্রির নিমিত্তে পশু জবাই করার জন্য এক বা একাধিক কসাই খানার ব্যবস্থা ও রক্ষণাবেক্ষণ করবে। কসাইখানার নির্মাণ, উন্নয়ন এবং পুনর্বাসনের উদ্দেশ্য হচ্ছে- পশুসম্পদ ও মাংস প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্পের উন্নয়ন এবং জবাইকৃত পশুর বর্জ্য হতে সৃষ্ট পরিবেশগত বিপর্যয় কমানো। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কসাইখানার দৈনন্দিন পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালনের জন্য বেসরকারি ঠিকাদারের নিকট লীজ দেওয়া হয়।

প্রশাসনিক চাহিদা নিরূপণ জরিপের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সাতটির মধ্যে পাঁচটি পৌরসভা কসাইখানা স্থাপন করেছে, কিন্তু এদের মধ্যে মাত্র দুটি পৌরসভা সুনিশ্চিতভাবে দাবি করেছে যে, তারা যথেষ্ট যত্নসহকারে এ কাজ করেছে। কসাইখানা নির্মাণ না করার পিছনে পৌরসভার শ্রেণি নির্বিশেষে অর্থের অপ্রতুলতা এবং জনসচেতনাতার অভাবকে প্রধান কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

(৪) শহর পরিকল্পনা

১) মহাপরিকল্পনা

পৌরসভাসমূহ তাদের স্ব স্ব পৌরসভার জন্য মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। মহাপরিকল্পনার বিদ্যমান অবস্থা ও অসুবিধা এ কৌশলপত্রের ২.৫ অনুচ্ছেদে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

২) জমির উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন

এ সেবাটি পরিকল্পিত নগরায়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হওয়া সত্ত্বেও জরিপকৃত পৌরসভাসমূহে এ সেবাটি প্রাধান্য পায়নি। জমির উন্নয়ন প্রকল্প কিভাবে বাস্তবায়ন করা হবে, সেই সম্পর্কে সরকারের পক্ষ থেকে সঠিক দিক নির্দেশনা না থাকার কারণে জরিপকৃত ৭টি পৌরসভার কোনটিতেই বর্তমানে এ সেবা বাস্তবায়ন করা হয়নি।

(৫) ইমারত নিয়ন্ত্রণ

যদিও প্রশাসনিক চাহিদা নিরূপণ জরিপের সময় দেখা যায় যে, প্রতিটি পৌরসভা ইমারতের নক্‌শা অনুমোদন প্রদান করে, কিন্তু পরবর্তীতে কোন পৌরসভাই নির্মাণকৃত ইমারতসমূহ পরিদর্শন না করার কারণে এটা নিশ্চিত হওয়া সম্ভব হয় না যে, ইমরাতসমূহ অনুমোদিত নক্‌শা অনুযায়ী নির্মিত হয়েছে। এর কারণ হ'ল লোকবল স্বল্পতা ও সঠিক দিক নির্দেশনার অভাব। যদিও স্বল্প সময়ের মধ্যে লোকবল সংক্রান্ত সংকট সমাধান করা কঠিন, তবে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ইমরাত নিয়ন্ত্রণের দিক নির্দেশনা সংক্রান্ত বিষয়টি যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে, যা পৌরসভাসমূহের পরিকল্পিত উন্নয়ন নিশ্চিত করবে।

(৬) সড়ক

১) সাধারণের সড়ক

"পৌরসভাসমূহ পৌরসভার অধিবাসী ও বাহির থেকে পৌরসভায় আগত লোকজনের স্বাচ্ছন্দ্য ও উপযোগিতার জন্য অবশ্যই প্রয়োজনীয় সাধারণের সড়ক ও জনগণের যোগাযোগের অন্যান্য মাধ্যমসমূহ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করবে[১৮]।" তথাপি, বর্তমানে যে পরিমাণ সড়ক (রাস্তা-ঘাট) নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হচ্ছে, তা পৌরসভাসমূহের অধিবাসীদের চাহিদা পূরণের জন্য পর্যাপ্ত নয়। ফলে অধিকাংশ সড়কে প্রচুর গর্ত ও খানাখন্দসহ সড়কসমূহের অবস্থা খুবই খারাপ । অপর্যাপ্ত সড়ক নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রধান কারণ হ'ল পর্যাপ্ত অর্থের অভাব।

২) সড়ক (নতুন সড়ক নির্মাণের অনুমোদন)

"পৌরসভার পূর্ব অনুমোদন ব্যতিরেকে, উক্ত অনুমোদনের শর্তাধীন ব্যতীত, কোন নতুন সড়ক নির্মাণ করা যাইবে না[১৯]।" তথাপি, জরিপকৃত ৭টি পৌরসভার কোনটিই এ নিয়ম মেনে কাজ করেনি। কারণ, এ সকল পৌরসভায় কোন মহাপরিকল্পনা নেই, যা নতুন সড়ক নির্মাণের অনুমোদন বা সড়ক নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে দিক নির্দেশনা প্রদান করতে পারে। পৌরসভাসমূহের পরিকল্পিত উন্নয়নের জন্য এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কিন্তু মহাপরিকল্পনার সাথে যোগসূত্র স্থাপনের জন্য এ ক্ষেত্রে কোন সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা নেই।

৩) সড়ক বাতি

পৌরসভাসমূহ অবশ্যই সাধারণের সড়কে ও অন্যান্য স্থানে বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা করবে। জরিপকৃত ৭টি পাইলট পৌরসভার মধ্যে মাত্র ৩টি পৌরসভা তাদের বাজার ও পৌরসভার সদর এলাকায় সড়ক বাতি স্থাপনের ব্যবস্থা করেছে। নাগরিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ ও সম্ভাব্য সড়ক দূর্ঘটনার পরিমাণ হ্রাস করার দৃষ্টিকোণ থেকে বাসিন্দাদের নিকট সড়কবাতি স্থাপন সেবাটি তাদের সর্বোচ্চ চাহিদাসমূহের মধ্যে অন্যতম।

(৭) জননিরাপত্তা

পৌরসভাসমূহের জননিরাপত্তা কার্যক্রম সংক্রান্ত বিষয়টি আরও পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করা উচিত এবং সেই অনুযায়ী পৌরসভাসমূহকে দিক নির্দেশনা প্রদান করা প্রয়োজন। পৌরসভা আইন, ২০০৯ [ধারা ৫০(১)] অনুযায়ী পৌরসভার চারটি প্রধান দায়িত্বের একটি হ'ল জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য গৃহীত ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করা। প্রশাসনিক চাহিদা নিরূপণ জরিপের প্রতিবেদন অনুযায়ী পৌরসভাসমূহের জননিরাপত্তা কার্যক্রমটি স্থানীয় বিবাদ মীমাংসা ও

[১৮] "পৌরসভা আইন, ২০০৯" এর ২য় তফসিলের ৩৮(১) নং ক্রমিকে বর্ণিত "সাধারণের সড়ক"

[১৯] "পৌরসভা আইন, ২০০৯" এর ২য় তফসিলের ৩৯(১) নং ক্রমিকে বর্ণিত "সড়ক"

অভিযোগের প্রতিকার প্রদানের কার্যক্রমের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। একই সাথে অর্থ সংকটের কারণে পৌরসভাসমূহ এ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তাকে অনুভব করে না।

অধিকাংশ পৌরসভার নিকট পৌর পুলিশ (বাংলাদেশ সরকার প্রদত্ত দিক নির্দেশনা অনুযায়ী) কার্যক্রম শুরু করার বিষয়টি, আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে, একটি বাস্তব সম্মত বিষয় হিসেবে প্রতিময়মান হয়নি। এ কৌশলপত্রে এটা প্রস্তাব করা হচ্ছে যে, বিশেষত ছোট পৌরসভাসমূহে পৌর পুলিশ কার্যক্রম শুরু করার জন্য অপেক্ষাকৃত সহজে বাস্তবায়নযোগ্য দিক নির্দেশনা প্রদানের বিষয়টি চিন্তা করতে হবে।

(৮) বৃক্ষ, পার্ক, উদ্যান ও বন

"পৌরসভা পৌর এলাকার সাধারণ সড়ক ও অন্যান্য সরকারি জায়গায় বৃক্ষ রোপণ করিবে এবং উহার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে[২০]। জরিপকৃত সাতটি পৌরসভার মধ্যে মাত্র পাঁচটি পৌরসভা তাদের সাধারণের সড়কে ও অন্যান্য স্থানে বৃক্ষরোপণ ও বৃক্ষ রক্ষণাবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে ; কিন্তু তারা নিজেরা বৃক্ষরোপণ করে না। এর পরিবর্তে তারা সড়কের পার্শ্ববর্তী স্থান, স্থানীয় জনগণের নিকট, বৃক্ষ রোপণের জন্য ইজারা দেয়। যদিও বৃক্ষরোপণ পৌরসভাসমূহের জন্য আবশ্যকীয় একটি কাজ, কিন্তু বাস্তবে এটি প্রতিয়মান হয় যে, পৌরসভাসমূহ এ কাজটিকে গুরুত্ব দেয় না অথবা এটাকে নিজেদের কাজ বলে মনে করে না।

[২০] "পৌরসভা আইন, ২০০৯" এর ২ নং তফসিলের ৫০ নং ক্রমিকে বর্ণিত "আরবরিকালচার"

২.৯ জেলা পর্যায়ের পৌরসভাসমূহের সমস্যাবলী

পৌরসভাসমূহ প্রকৃতপক্ষে যে সকল সমস্যার মোকাবেলা করে, তা পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এসপিজিপি'র অধীনে জরিপকৃত সাতটি পৌরসভা এবং পৌরসভাসমূহের ওপর অন্যান্য যেসকল গবেষণা পরিচালিত হয়েছে, তার থেকে প্রাপ্ত উপাত্তের ওপর ভিত্তি ক'রে মূলত এ বিশ্লেষণ তৈরি করা হয়েছে। পূর্বে উল্লেখিত জরিপকৃত সাতটি পৌরসভা হচ্ছে- উপজেলা পর্যায়ের পৌরসভা। সমগ্র দেশের সকল পৌরসভার দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জাতীয় কৌশলপত্র প্রণয়নের জন্য এ অনুচ্ছেদে জেলা পর্যায়ের পৌরসভাসমূহের উপরেও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ইউজিআইআইপি-২ এর অধীনে জিআইজেড কর্তৃক পাঁচটি জেলা পর্যায়ের পৌরসভার ওপর প্রস্তুতকৃত বিদ্যমান অবস্থার বিশ্লেষণ সংক্রান্ত সমীক্ষার প্রতিবেদন এবং প্রাসঙ্গিক অন্যান্য প্রতিবেদন পর্যালোচনার ওপর ভিত্তি ক'রে এ অনুশীলনটি করা হয়েছে[২১]।

সর্বোপরি, সারণী ২-১৮ থেকে দেখা যায় যে, সংখ্যার বিবেচনায় জেলা পর্যায়ের পৌরসভাসমূহের অংশ বিশেষ অর্থপূর্ণ

সারণী ২-১৮ ঃ জানুয়ারী ২০১৭ পর্যন্ত শ্রেণি ভিত্তিক পৌরসভার সংখ্যা

শ্রেণি	উপজেলা পর্যায়ের পৌরসভা	জেলা পর্যায়ের পৌরসভা	জেলা অথবা উপজেলা সদর ব্যতীত অন্যান্য	মোট
ক	১০১	৫৪	১৬	১৭১
খ	৯৬	০	১০	১০৬
গ	৪২	০	৯	৫১
মোট	২৩৯	৫৪	৩৫	৩২৮

তথ্যসূত্র ঃ এলজিডি

জেলা পর্যায়ের পৌরসভাসমূহের সমস্যাবলী সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নে বর্ণনা করা হ'ল ঃ

(১) **প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ঃ** এটা সুস্পষ্ট যে, জেলা পর্যায়ের পৌরসভাসমূহে লোকবল সংকট রয়েছে।

(২) **আর্থিক বিষয় ঃ** ইউজিআইআইপি-২ এর অধীনে জিআইজেড কর্তৃক জেলা পর্যায়ের পাঁচটি পৌরসভার বিদ্যমান অবস্থার বিশ্লেষণ সংক্রান্ত সমীক্ষার প্রতিবেদন থেকে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, হোল্ডিং ট্যাক্স আদায়ের দক্ষতার ক্ষেত্রে গুরুতর কোন সমস্যা পরিলক্ষিত হয়নি[২২]। কিন্তু হোল্ডিং ট্যাক্স নির্ধারণের ক্ষেত্রে ইমারত ও ভূমির বার্ষিক মূল্যায়নে কম মূল্যায়নসহ (আন্ডার এসেসমেন্টসহ) বেশ সমস্যা রয়েছে।

(৩) **পরিকল্পনা ঃ** জেলা পর্যায়ের পৌরসভাসমূহের মহাপরিকল্পনা এবং পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা সংক্রান্ত সমস্যাবলী অনুচ্ছেদ ২.৫ এ উল্লেখিত সমস্যাবলী থেকে খুব একটা ভিন্ন নয়।

(৪) **মনিটরিং ও মূল্যায়ন ঃ** জেলা পর্যায়ের পৌরসভাসমূহের মনিটরিং ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত সমস্যাবলী অনুচ্ছেদ ২.৬ এ উল্লেখিত সমস্যাবলীর অনুরূপ।

(৫) **সেবা সরবরাহ ঃ** সমস্যার ক্ষেত্রসমূহ “উপজেলা পর্যায়ের পৌরসভা” এর অনুরূপ, কিন্তু ধরণ ভিন্নরূপ। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল ঃ

[২১] ফরিদপুর, জামালপুর ও নাটোর পৌরসভার অবস্থা পর্যালোচনা প্রতিবেদন; চাঁদপুর পৌরসভার মাঠ-পরিদর্শন প্রতিবেদন; চাঁদপুর, ফরিদপুর, ঝালকাঠি, জামালপুর ও নাটোর পৌরসভার যৌক্তিক কর্মচারী কাঠামো সংক্রান্ত প্রতিবেদন।

[২২] দেখা গেছে যে, অন্যান্য জেলা পর্যায়ের পৌরসভার অবস্থাও একই রকম।

১) **বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ঃ** বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম অত্যন্ত দুর্বল। জরিপকৃত অধিকাংশ পৌরসভা তাদের কঠিন বর্জ্য নদী, খাল, নালা, ডোবা প্রভৃতি স্থানে ফেলে থাকে। জেলা পর্যায়ের সকল পৌরসভার ক্ষেত্রে কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

২) **পাবলিক টয়লেট ঃ** অতি অল্পসংখ্যক পাবলিক টয়লেট ভালভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। জনসংখ্যা ও জনগণের চাহিদার তুলনায় জেলা পর্যায়ের পৌরসভাসমূহে পাবলিক টয়লেট এর সংখ্যা অপর্যাপ্ত। পাবলিক টয়লেট পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত দিকনির্দেশনার অভাব এবং স্থায়ী কমিটির তদারকি ও মনিটরিং সংক্রান্ত কার্যপদ্ধতির অনুপস্থিতিকে আংশিকভাবে এ সমস্যার কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩) **পানি সরবরাহ ঃ** i) বিদ্যমান পানি সরবাহ সংযোগ ফিস ও ব্যবহৃত পানির মূল্য নির্ধারণ পদ্ধতি ১৬ বছরেরও অধিক পুরাতন (পানি সরবরাহ আদর্শ উপ-আইনমালা, ১৯৯৯); ii) মুদ্রাস্ফীতি এবং উৎপাদন, পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় বৃদ্ধি সত্ত্বেও ব্যবহৃত পানির মূল্য ও সংযোগ ফিস এর পরিমাণ বৃদ্ধি পায় নি; iii) অপরিশোধিত বিদ্যুৎ বিল বকেয়া থেকে যায়; iv) উৎপাদন ও বিপণন ব্যয় পানির মূল্য বাবদ আয় হতে অনেক বেশি। ফলে পানি সরবরাহ কাজ ঘাটতিতে চলছে; v) কোন পৌরসভাতেই জনগণের চাহিদা পূরণের জন্য ২৪ ঘণ্টা পানি সরবরাহের ব্যবস্থা নেই; vi) মিটার ব্যবস্থা না থাকায় (অল্প কিছুসংখ্যক পৌরসভা বাদে) পানির অপচয় ও অপব্যবহার একটি অত্যন্ত প্রচলিত ঘটনায় পরিণত হয়েছে।

৪) **পানি নিষ্কাশন ঃ** জেলা পর্যায়ের পৌরসভাসমূহ পর্যাপ্ত নর্দমার অভাব এবং নর্দমাসমূহের পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত সমস্যাবলী, এসপিজিপি'র অধীনে জরিপকৃত উপজেলা পর্যায়ের সাতটি পৌরসভা থেকে ভিন্ন। প্রকৃত পক্ষে জেলা পর্যায়ের ৫টি পৌরসভা পর্যাপ্ত পরিমাণে নর্দমা ও পানি নিষ্কাশন নেট-ওয়ার্ক নির্মাণ করেছে; কিন্তু এগুলোর পর্যাপ্ত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ঐ সকল পৌরসভায় জলাবদ্ধতা, যান চলাচলে ব্যাঘাত সৃষ্টি এবং মহামারী রোগের বিস্তার মারাত্মক সমস্যায় পরিণত হয়েছে।

৫) **সাধারণের সড়ক ঃ** জেলা পর্যায়ের ৫টি পৌরসভাই পর্যাপ্ত পরিমাণ সড়ক নির্মাণ করেছে। বিদ্যমান অবস্থার বিশ্লেষণ সংক্রান্ত সমীক্ষা অনুযায়ী এ সকল সড়কের রক্ষণাবেক্ষণের অবস্থাও ভাল। সমস্যাবলী হ'ল- সড়কসমূহের দৈনন্দিন রক্ষণাবেক্ষণ ও নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর রক্ষণাবেক্ষণের অভাব এবং সড়কের সাথে অবস্থিত নর্দমাসমূহ উন্মুক্ত প্রস্রাবখানা হিসেবে ব্যবহার।

৬) **পরিবহন সুবিধা (টার্মিনাল) ঃ** সাধারণত টার্মিনালগুলো পুরোপুরি ব্যবহৃত হয় না এবং এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণেরও অভাব দেখা যায়। সঠিক পন্থায় সকল বাস টার্মিনালের কার্যক্রম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং জাতীয় নগর উন্নয়ন কৌশল প্রণয়নের সময় অবশ্যই এ বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে।

২.১০ সমস্যার সংক্ষিপ্তসার

পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদগুলোতে আমরা দেখেছি যে, পৌরসভাসূহকে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। পৌরসভাসমূহ কর্তৃক তাদের নাগরিকদের পর্যাপ্ত সেবা সরবরাহের ক্ষেত্রে এ সকল সমস্যাবলী অন্তরায় হিসেবে কাজ করে। ফলে পৌরসভাসমূহ তাদের কার্যাবলী যথাযথভাবে সম্পাদন করতে পারে না। ২.৮ অনুচ্ছেদ (**সেবা প্রদান**) এবং ২.৯ অনুচ্ছেদে (**জেলা পর্যায়ের পৌরসভাসমূহের সমস্যাবলী**) এ ব্যাপারে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

এ অধ্যায়ে (কৌশলপত্রের ২য় অধ্যায়) বর্ণিত পৌরসভাসমূহের (উপজেলা এবং জেলা উভয় পর্যায়ের) সমস্যাবলীর সংক্ষিপ্তসার নিম্নরূপ ঃ

১) হোল্ডিং কর আদায়ের পরিমাণ অপর্যাপ্ত (অনুচ্ছেদ ২.৪);
২) বরাদ্দকৃত সরকারি অনুদানের পরিমাণ অপর্যাপ্ত এবং অসামঞ্জস্যপূর্ণ (অনুচ্ছেদ ২.৪);
৩) বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কার্যকর নয় (অনুচ্ছেদ ২.৪);
৪) কোন পৌরসভার পূর্ণাঙ্গ উন্নয়ন পরিকল্পনা নেই (অনুচ্ছেদ ২.৫);
৫) বর্তমানে প্রচলিত অনেক প্রয়োজনীয় আইন, বিধিমালা এবং আইন বিষয়ক অন্যান্য দলিল রয়েছে; কিন্তু সেগুলো পৌরসভা আইন, ২০০৯ এ বর্ণিত বর্তমান চাহিদা পূরণে সক্ষম নয় (অনুচ্ছেদ ২.২);
৬) সরকারি কাজের পর্যাপ্ত মনিটরিং ও মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় না (অনুচ্ছেদ ২.৬);
৭) নির্বাচিত প্রতিনিধি ও পৌরসভা কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সরকারি কাজ পরিচালনা করার মত প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের ব্যবস্থা সীমিত[২৩] (অনুচ্ছেদ ২.৭); এবং
৮) পৌরসভার জনবল সংখ্যা পর্যাপ্ত নয় (অনুচ্ছেদ ২.৩)।

উপরে বর্ণিত সমস্যাবলী নিম্নোক্ত তিনটি সমস্যার যে কোন একটির কারণে সৃষ্টি হতে পারে ঃ

১. পর্যাপ্ত বাজেট নেই;
২. পৌরসভাসমূহে বাজেট যথাযথভাবে বাস্তবায়িত হয় না; এবং
৩. প্রশাসনিক কার্যক্রম যথাযথভাবে পরিচালিত হয় না।

পরিশেষে বলা যায় যে, এ তিনটি সমস্যার কারণে পৌরসভাসমূহের পক্ষে পর্যাপ্ত সেবা সরবরাহের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয় না।

কারণ-ফলাফল সম্পর্কের যুক্তির ওপর ভিত্তি ক'রে উপরে বর্ণিত সমস্যাবলীর অবস্থা সংক্ষিপ্তভাবে বৃক্ষ-আকৃতির কাঠামো আকারে পরবর্তী পৃষ্ঠায় উল্লেখ করা হ'ল ঃ

[২৩] এই সমস্যাটি আবার নিম্নোক্ত তিনটি সমস্যাকেও নির্দেশ করে, যেমন- "সরকার প্রদত্ত প্রশিক্ষণ পর্যাপ্ত নয়"; "পৌরসভার রূপকল্প, কৌশল বা কার্যক্ষমতা সংক্রান্ত কাঠামোর কোন লিখিত দলিলপত্র নেই"; এবং "প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয় কাজকর্ম সম্পাদনের জন্য পর্যাপ্ত দিক নির্দেশনা নেই।"

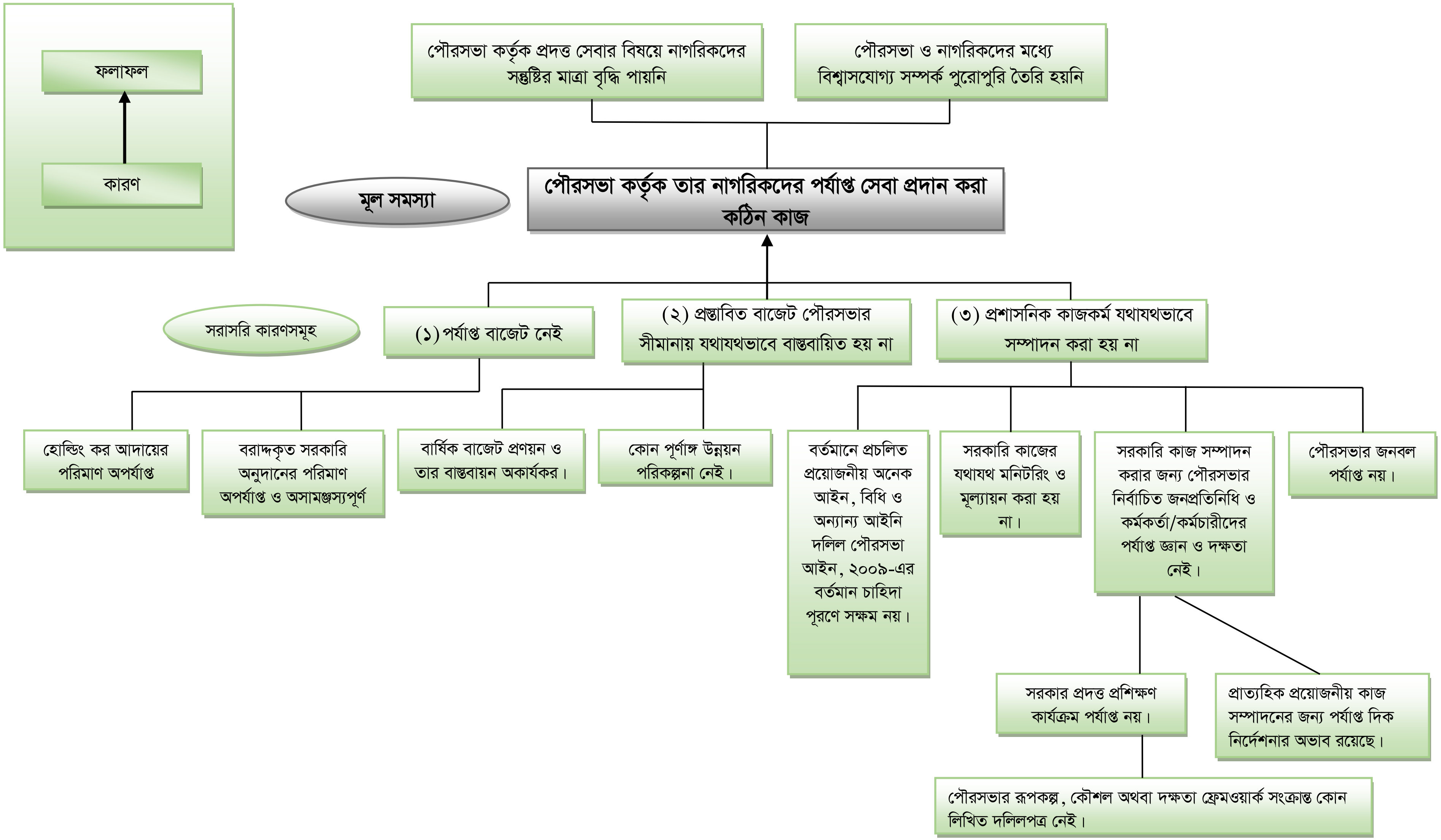

চিত্র ২-৫ ঃ বৃক্ষ আকারে প্রদর্শিত পৌরসভার সেবা প্রদানের সাথে সম্পর্কিত সমস্যাবলী (Problem Tree/সমস্যা-বৃক্ষ)

২.১১ পৌরসভাসমূহে প্রধান প্রধান উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তার অবস্থা

পৌরসভার দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশে অনেক প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ প্রতিটি দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পের মনিটরিং ও মূল্যায়ন করেছে। ঐ সকল প্রকল্প থেকে লব্ধ শিক্ষা, যে সকল বিষয় প্রকল্পসমূহের আওতাধীন ছিল না সেগুলোসহ, পৌরসভার দক্ষতা উন্নয়ন কাঠামো/ফ্রেমওয়ার্ক স্থাপনে সহায়ক হবে। এ অনুচ্ছেদে পৌরসভাসমূহে পরিচালিত দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রকল্পসমূহের ব্যাপারে পর্যালোচনা করা হবে।

বিশ্বব্যাংক, মিউনিসিপ্যাল সার্ভিসেস প্রজেক্ট (এমএসপি) এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি), নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প (ইউজিআইআইপি) এবং ইউজিআইআইপি-২ শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে।

এডিবি দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পসহ অন্যান্য প্রকল্প বাস্তবায়নেও অর্থায়ন করেছে, যেমন- মাঝারী শহর সমন্বিত বন্যা প্রতিরোধ প্রকল্প (STIFPP/এসটিআইএফপিপি) ও নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প (CRDP/সিআরডিপি)। পূর্ববর্তী প্রকল্পসমূহ হতে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে, প্রয়োজনীয় প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা ও দক্ষতা উন্নয়ন ছাড়া অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা সম্ভব নয়। সুতরাং, উপরোক্ত প্রকল্পগুলো প্রশাসনিক সংস্কার ও দক্ষতা উন্নয়নকে অবকাঠামো উন্নয়নের সাথে সংযুক্ত ক'রে 'ডিজাইন' করা হয়েছিল। পৌরসভার শাসনপদ্ধতি ও সেবা সরবরাহ ব্যবস্থা উন্নত করার প্রচেষ্টার অন্যতম অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হ'ল- প্রকল্পের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়া অবলম্বনের বিষয়টি নিশ্চিত করা। জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (JICA/জাইকা), ২০১৩ সালে Northern Bangladesh Integrated Development Project (NOBIDEP/নবিদেপ) শীর্ষক প্রকল্প চালু করেছে। এটি মূলত জাপানী অর্থায়নে একটি পূর্ণাঙ্গ ইয়েন- লোন প্রকল্প, যেখানে তুলনামূলক ছোট আকারের পৌরসভাসমূহের দক্ষতা উন্নয়ন এবং পৌরসভাসমূহ ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকা, যেমন- উপজেলা ও ইউনিয়নের অবকাঠামো উন্নয়নের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। জিআইজেড, ইউজিআইআইপি-২ এবং নগর শাসনপদ্ধতি শক্তিশালীকরণ (EUG/ইইউজি) শীর্ষক দু'টি প্রকল্পের জন্য কারিগরি সহযোগিতা প্রদান করেছে। জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি), নগর অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রকল্পের অধীনে নগরের দরিদ্র ও অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য বস্তি ও দরিদ্র সম্প্রদায়কে সহায়তা করেছে। ২০১৪ সালে বিশ্বব্যাংক ও এডিবি, যথাক্রমে মিউনিসিপ্যাল গভর্ন্যান্স এন্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট (MGSP/এমজিএসপি) এবং তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প (ইউজিআইআইপি-৩) শীর্ষক নতুন প্রকল্প চালু করেছে। জাইকা, Strengthening Paurashava Governance Project (SPGP) শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছে, যার উদ্দেশ্যে হ'ল পৌরসভাসমূহের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে মধ্যম থেকে দীর্ঘ মেয়াদী কৌশল নির্ধারণ ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরি করা। প্রধান প্রধান উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার কার্যক্রমের বর্ণনা নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল ঃ

২.১১.১ এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি)

১৯৯০ সালের প্রথম দিক থেকেই এডিবি বাংলাদেশের পৌরসভাসমূহে নগর অবকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান ক'রে আসছে। ইউজিআইআইপি (২০০৩-২০০৪ থেকে ২০০৯-২০১০) ও ইউজিআইআইপি-২ (২০০৮-২০০৯ থেকে ২০১৪-২০১৫), এসটিআইএফপিপি-২ (২০০৪-২০০৫ থেকে ২০১১-২০১২), সিআরডিপি (২০১১ থেকে ২০১৭) এবং সিটিইআইপি[২৪] (২০১৪ থেকে ২০২০) শীর্ষক প্রকল্পসমূহের লক্ষ্য ছিল নগরের অবকাঠামো উন্নতিকরণ এবং শাসনপদ্ধতি ও সেবা সরবরাহ ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করা। এলজিইডি ও ডিপিএইচই এ প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়ন করেছিল। এছাড়াও পৌরসভার নগর শাসনপদ্ধতি উন্নয়নের লক্ষ্যে সিটিইআইপি শীর্ষক প্রকল্পটিও জলবায়ু বান্ধব নগর পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য উপকূলবর্তী পৌরসভাসমূহের দক্ষতা (অবকাঠামো, জনসচেতনতা ও প্রশাসনিক দক্ষতার উন্নয়ন ও রক্ষণাবেক্ষণ) বৃদ্ধির জন্য কাজ করছে।

[২৪] উপকূলবর্তী শহরসমূহের পরিবেশগত অবকাঠামো প্রকল্প।

ইউজিআইআইপি-২ শীর্ষক প্রকল্পটির জন্য এডিবি ও জার্মানীর কেএফডাব্লিউ এর পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকার ও পৌরসভাসমূহ যৌথভাবে অর্থায়ন করেছিল। এ প্রকল্পের জন্য নির্ধারিত পৌরসভার সংখা ছিল ৪৭টি। নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মসূচি (ইউজিআইএপি) প্রবর্তন ও প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে শাসনপদ্ধতির উন্নতি সাধন করা হয়েছিল[২৫]। অংশগ্রহণকারী পৌরসভাসমূহের পরিচালন ব্যবস্থার উন্নতির ওপর ভিত্তি ক'রে অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছিল। এছাড়াও স্থানীয় জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের ভিত্তিতে পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছিল, যা শাসনপদ্ধতি ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের যোগসূত্রকে আরও শক্তিশালী করেছিল।

এডিবি ২০১৪ সালের ১লা জুলাই ইউজিআইআইপি-৩ শীর্ষক প্রকল্প চালু করেছে। এ প্রকল্পটি ইউজিআইআইপি ও ইউজিআইআইপি-২ এর অনুকরণে তৈরির চেষ্টা করা হয়েছে। ইউজিআইআইপি-৩ শীর্ষক প্রকল্পটির সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ ঃ

তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ প্রকল্প (ইউজিআইআইপি-৩) (২০১৪-২০২০)

ইউজিআইআইপি-৩ শীর্ষক প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হ'ল- পৌরসভাসমূহের অবকাঠামো ও সেবা প্রদান কার্যক্রম এবং শাসনপদ্ধতির উন্নতি সাধন করা। এলজিইডি ও ডিপিএইচই যৌথভাবে প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। প্রকল্পভুক্ত পৌরসভাসমূহে বসবাসের পরিবেশের উন্নতি সাধন করা হবে- এ প্রকল্পের সম্ভাব্য প্রভাব। প্রকল্পের আওতাধীন শহরসমূহে উন্নত পৌরসেবা সরবরাহ ও উন্নত নগর শাসনপদ্ধতিই হবে- এ প্রকল্পের সম্ভাব্য পরিণাম। এ প্রকল্পের অধীনে পূর্বে নির্ধারিত ৩০টি পৌরসভায় সমন্বিতভাবে সহায়তা প্রদান করা হবে। এ প্রকল্পের ফলাফলসমূহ হচ্ছে- জেন্ডার ও জলবায়ু সংবেদনশীল উন্নত পৌর অবকাঠামো নির্মিত (ফলাফল-১); নগর সেবা সরবরাহ, পরিকল্পনা প্রণয়ন ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে পৌরসভাসমূহের উন্নত দক্ষতা অর্জিত (ফলাফল-২); এবং প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত (ফলাফল-৩)। পৌরসভাসূহের নগর শাসনপদ্ধতি উন্নয়নের দক্ষতার মানদণ্ডের ওপর ভিত্তি ক'রে পৌরসভাসমূহের অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হবে।

২.১১.২ জিআইজেড

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, জিআইজেড, ইউজিআইআইপি-২ ও ইইউজি প্রকল্পের জন্য কারিগরি সহায়তা প্রদান করেছিল। টেকসই ও সর্বজনীন নগর উন্নয়ন প্রকল্পের (আরআইইউডি) আওতায় পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তনের উপযোগীতার ওপর আলোকপাত ক'রে জিআইজেড এখনও এলজিডিকে নগর উন্নয়নের ক্ষেত্রে সহায়ক প্রদান ক'রে যাচ্ছে। ইইউজি প্রকল্প পৌরসভাসূহের জন্য যুতসই কর্মপন্থা বিষয়ক, প্রক্রিয়া ভিত্তিক ও পৌরসভার আইন, ২০০৯ সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। ইইউজি ও আরআইইউডি প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ ঃ

নগর শাসন উন্নয়ন (EUG) প্রকল্প (২০১২-২০১৪)[২৬]

জার্মান অর্থনৈতিক সহযোগিতা ও উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রণালয় (বিএমজেড) এবং সুইস উন্নয়ন ও সহযোগিতা সংস্থা (এসডিসি) এ প্রকল্পের জন্য অর্থায়ন করেছিল। উন্নত শাসন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের পাশাপাশি নগর শাসন ও সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে পৌরসভাসমূহের দক্ষতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত উদ্দেশ্যসমূহ অর্জনের জন্য পৌরসভাসমূহকে সহায়তা প্রদানের নিমিত্তে এলজিডি এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করেছে। এ প্রকল্পটি রাজশাহী ও চাপাইনবাবগঞ্জ জেলার ১৬টি পৌরসভার মধ্যে পারস্পারিক শিখন কার্যক্রম (হরাইজন্টাল লার্নিং) সংক্রান্ত উদ্যোগ ও উত্তম কার্যাবলীর পারস্পরিক আদান প্রদানের বিষয়টিকেও উৎসাহিত করে। প্রশিক্ষণের অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহ ছিল- ১) জেন্ডার ও প্রতিবন্ধিতা; ২) এক কেন্দ্রিক সেবা কেন্দ্র (OSSC); ৩) নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের

[২৫] নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মসূচি (ইউজিআইএপি)-এর অন্তর্ভুক্ত ৬টি মূল বিষয় ঃ ১) জনসচেতনতা ও অংশগ্রহণ; ২) নগর পরিকল্পনা; ৩) মহিলাদের অংশগ্রহণ; ৪) নগরের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্তকরণ; ৫) অর্থনৈতিক স্থায়ীত্ব ও জবাবদিহিতা; এবং ৬) প্রশাসনিক স্বচ্ছতা।

[২৬] http://www.giz.de/en/worldwide/14883.html

ভূমিকা ও কর্তব্য; ৪) টিএলসিসি/ডাব্লিউসি-এর বিষয়ে ধারণা প্রদান (JICA, SDP ও GIZ-এর মধ্যে সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে); ৫) পারস্পারিক শিখন কার্যক্রম; ৬) অফিস ব্যবস্থাপনা; ৭) কম্পিউটার বিষয়ক মৌলিক দক্ষতা; এবং ৮) স্থায়ী কমিটি। প্রতিটি পৌরসভার নিজস্ব চাহিদার ওপর ভিত্তি ক'রে এ প্রশিক্ষণের বিষয়সমূহ নির্বাচন করা হয়েছিল। বিশেষভাবে উপযুক্ত এ কার্যপদ্ধতি থেকে প্রাপ্ত ফলাফলের ওপর ভিত্তি ক'রে জিআইজেড উপরে উল্লেখিত ক্ষেত্রে জাতীয় পর্যায়ে তথ্য, শিক্ষা ও যোগাযোগ (আইইসি) সংক্রান্ত উপকরণ তৈরিতে এলজিডি'র নগর উন্নয়ন শাখাকে সহায়তা প্রদান করেছে।

টেকসই ও সর্বজনীন নগর উন্নয়ন প্রকল্প (RIUD) ২০১৬-২০১৮

এ প্রকল্পের অর্থায়ন করা হয়েছে জার্মান সরকারের "এনার্জি ও জলবায়ু তহবিল" (EKF) এর বিশেষ অনুদান থেকে। "নগরসমূহের জলবায়ু পরিবর্তনের উপযোগিতা"-এর দৃষ্টিকোণ থেকে এ প্রকল্পটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। এ প্রকল্পের মেয়াদ ২০১৬ সালের জানুয়ারি মাস থেকে ২০১৮ সালের ডিসেম্বর (৩ বছর) পর্যন্ত। ইইউজি প্রকল্পের যুতসই কর্মপন্থার সাফল্যের ওপর ভিত্তি ক'রে বর্তমানে আরআইইউডি প্রকল্পটি চলছে। এ প্রকল্পটি এলজিডি, পাঁচটি সহযোগী নগরের (যেমন- সিরাজগঞ্জ পৌরসভা; বরিশাল সিটি কর্পোরেশন; সাতক্ষিরা পৌরসভা; খুলনা সিটি কর্পোরেশন ও রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন) পাশাপাশি প্রকল্পের আওতাধীন নগরসমূহের স্থানীয় সেই সকল প্রতিষ্ঠানকেও সহায়তা প্রদান করে যারা নগরের দরিদ্র জনগণের সক্ষমতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত কার্যাবলীর পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করে[২৭]। এ সকল প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থানীয় দরিদ্র জনগোষ্ঠী নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে বস্তি এলাকাসমূহকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে।

প্রথম পর্যায়ের কাজের ক্ষেত্রে, কিছু নির্ধারিত দরিদ্র এলাকায় "স্থানীয় জনগোষ্ঠী কর্তৃক গৃহীত উপযোগী কার্যক্রম" বাস্তবায়নের ফলে নগরসমূহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের সক্ষমতার উন্নয়ন সাধিত হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজের লক্ষ্য হ'ল, নগরের দরিদ্র এলাকাসমূহে জলবায়ু ঝুঁকি বৃদ্ধি, নগর দারিদ্র্যতার পরিমাণ বৃদ্ধি এবং বিরোধপূর্ণ ভূমি মালিকানা ও ভূমির ব্যবহার সংক্রান্ত কার্যাবলী যথাযথভাবে ব্যবস্থাপনার জন্য এলজিডি ও নগরসমূহের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রশাসনিক ক্ষমতাকে আরও শক্তিশালী করা। জিআইজেড, এলজিডি ও সহযোগী নগরসমূহ, অন্যান্য মন্ত্রণালয় (সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়), সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এর সাথে আলোচনার মাধ্যমে, যৌথভাবে কর্মক্ষেত্রের কৌশলগত এলাকা, কাজের ব্যাপ্তি ও মূখ্য স্টেকহোল্ডার নির্ধারণ করেছে। এ প্রকল্পটি যৌথভাবে নগর শাসন ব্যবস্থা, নগর ব্যবস্থাপনা এবং প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা উন্নতির জন্য 'সাপোর্ট প্যাকেজ' তৈরি করবে। এর ফলে ঐ সকল সহযোগী নগরসমূহের উন্নয়ন পরিকল্পনায় জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধের উপযোগী এবং নারী বান্ধব কার্যক্রমের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হবে। এ প্রকল্পটি এলজিডি'র নগর উন্নয়ন শাখাকে সেই সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় উপদেশমূলক সহায়তা প্রদান করবে যা জিআইজেড ও এলজিডি (যেমন- জাইকা, এসডিসি ও অন্যান্য স্টেকহোল্ডারের সমন্বয়ে) তাদের যৌথ কার্যক্রমের মাধ্যমে চিহ্নিত করেছে।

২.১১.৩ জাইকা (JICA)

নবিদেপ একটি ইয়েন-ঋণ প্রকল্প যা ২০১৩ সালে বাংলাদেশ সরকার ও JICA এর যৌথ অর্থায়নে শুরু হয়েছিল। যেখানে এমএসপি ও ইউজিআইআইপি শীর্ষক প্রকল্প দু'টি মূলত বড় ও মাঝারি আকারের পৌরসভাসমূহকে সহায়তা প্রদান করেছে, সেখানে নবিদেপ শীর্ষক প্রকল্পের লক্ষ্য তুলনামূলকভাবে ছোট পৌরসভাসমূহের দিকে। এসপিজিপি'র আওতায় ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে জাইকা পৌরসভাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য কারিগরী সহায়তা প্রদান ক'রে আসছে। নবিদেপ ও এসপিজিপি শীর্ষক প্রকল্পের সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ ঃ

[২৭] নগর বলতে সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভাকে বুঝানো হয়েছে।

Northern Bangladesh Integrated Development Project (NOBIEP/নবিদেপ) (২০১৩ থেকে ২০১৯)

২০১৩ সালের মার্চ মাসে নবিদেপ শীর্ষক প্রকল্পটি শুরু হয়েছিল এবং ২০১৯ সালের জুন মাস পর্যন্ত প্রকল্পটি চলবে। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও জনগণের জন্য প্রয়োজনীয় সেবার মান উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গ্রামীণ ও নগর অবকাঠামোর উন্নয়ন ও স্থানীয় নগর পরিচালন ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার মাধ্যমে আঞ্চলিক বৈষম্য ও দারিদ্র্যতা দূরীকরণের জন্য এলজিইডি এ প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। ঢাকা বিভাগের ৩টি, ময়মনসিংহ বিভাগের ৫টি পৌরসভা ও রংপুর বিভাগের ১০টি পৌরসভাকে নগর অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। নবিদেপ শীর্ষক প্রকল্পের তিনটি অংশ আছে- ১) গ্রামীণ ও নগরের যোগসূত্রতা শক্তিশালীকরণ; ২) নগর অবকাঠামো ও পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধন; এবং ৩) কার্যক্রম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ। আঞ্চলিক উন্নয়নের দৃষ্টিকোণ থেকে একটি প্রকল্পের মাধ্যমে গ্রামীণ ও নগর উন্নয়নের বিষয়কে সমন্বিত ক'রে এ প্রকল্প গ্রাম ও নগরের মধ্যে যোগসূত্রতাকে শক্তিশালী করেছে। নির্ধারিত পৌরসভাসমূহের নগর অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য এ প্রকল্প অর্থ বরাদ্দ করেছে। বরাদ্দকৃত অনুদানের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে, ইউজিআইআইপি ও ইউজিআইআইপি-২ শীর্ষক প্রকল্পের অনুরূপ পদ্ধতিতে, পৌরসভাসমূহের নগর পরিচালন উন্নতিকরণ কর্মসূচি বাস্তবায়নের সফল্যের ওপর ভিত্তি করে।

Strengthening Paurashava Governance Project (*SPGP*/এসপিজিপি) (২০১৪ থেকে ২০১৮)

এসপিজিপি প্রকল্পটি ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শুরু হয়েছে এবং ২০১৮ সালের জানুয়ারি মাসে শেষ হবে। পৌরসভার দক্ষতা উন্নয়নের কর্মপন্থা নির্ধারণের লক্ষ্যে এলজিডি এ প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পের প্রধান ৩টি ফলাফল নিম্নরূপ ঃ

১) পৌরসভার দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে মধ্যম থেকে দীর্ঘ মেয়াদী একটি কৌশলপত্র প্রণয়ন করা হয়েছে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য প্রশাসনিক আয়োজন সম্পন্ন হয়েছে।
২) পৌরসভার দক্ষতা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ উপকরণ ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম তৈরি সম্পন্ন করা হয়েছে।
৩) পাইলট পৌরসভাসমূহের প্রশাসনিক সক্ষমতার উন্নতি হয়েছে।

প্রকল্পের কর্মক্ষেত্র সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপী বিস্তৃত, বিশেষ ক'রে বাংলাদেশের ৩১৯টি পৌরসভার মধ্য থেকে ৭টি পৌরসভাকে পাইলট প্রকল্প এলাকা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। "পৌরসভার দক্ষতা উন্নয়নের জন্য মধ্যম থেকে দীর্ঘমেয়াদী কৌশল" এ কৌশলপত্রের অংশ।

২.১১.৪ SDC (এসডিসি)

সুইস উন্নয়ন সহযোগিতা সংস্থা (এসডিসি), তাদের সহযোগিতা-কৌশল এর অংশ হিসেবে বাংলাদেশে তিনটি বিষয়ভিত্তিক এলাকায় (thematic area) কাজ করে, যার মধ্যে স্থানীয় শাসন পদ্ধতি একটি। যদিও ২০০৮ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত স্থানীয় শাসন ব্যবস্থা নিয়ে এসডিসি কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রমের কর্মক্ষেত্র ছিল গ্রামীণ এলাকা; কিন্তু সময়ের সাথে সাথে এর কর্মক্ষেত্র, বিশেষ ক'রে সক্ষমতা উন্নয়ন কার্যক্রম, বৃদ্ধি পেয়ে ছোট ও মাঝারি আকারের পৌরসভা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। এ সকল পৌরসভার দক্ষতা উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম পারস্পারিক শিখন কর্মসূচির (HLP) মাধ্যমে এসডিসি'র অর্থায়নে, জিআইজেড কর্তৃক প্রদত্ত কারিগরি সহায়তার (২.১১.২ জিআইজেড দেখুন) ওপর ভিত্তি ক'রে এলজিডি ইইউজি প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করেছে। HLP হ'ল-একটি ফলাফল ভিত্তিক সার্বজনীন শিখন কার্যক্রমের ক্ষেত্র, যা SDC ও WSP-WB এর অর্থায়নে এনআইএলজি বাস্তবায়ন ক'রে থাকে। ২০০৭ সালে পাইলট প্রকল্প হিসেবে এটি শুরু হয়েছিল মূলত ইউনিয়ন পরিষদসমূহের মধ্যে উত্তম চর্চা (good practice) বিনিময়ের বিষয়টিকে উৎসাহিত করার জন্য। শাসন পদ্ধতির উত্তম চর্চা চিহ্নিতকরণে অর্থনৈতিক ও অর্থ প্রবাহ প্রক্রিয়া এবং পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের পাশাপাশি পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার কারিগরি সহায়তা প্রদান, এবং একই সাথে জেন্ডার ও দুর্যোগ ঝুঁকি নিরসন, ইত্যাদি বিষয়কে অন্তর্ভুক্তিকরণের ক্ষেত্রে এ প্রকল্প গুরুত্ব প্রদান করেছে। ২০১৫ সাল পর্যন্ত

উপরোক্ত বিষয়গুলোকে সামনে রেখে HLP কার্যক্রম ৬৫৮টি ইউনিয়ন পরিষদ ও ৩১টি পৌরসভায় বাস্তবায়িত হয়েছে এবং ৩৫টি সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় প্রায় ২০ মিলিয়ন লোককে ৮৭টি উত্তম চর্চার আওতায় আনা হয়েছে (৬৫৮টি ইউনিয়ন পরিষদ ও ৩১টি পৌরসভার জনসংখ্যা)[২৮]।

২.১১.৫ জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (ইউএনডিপি)

২০০০ থেকে ২০০৭ সাল পর্যন্ত ইউএন হ্যাবিটাট এর মাধ্যমে স্থানীয় অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে দারিদ্র্য বিমোচন শীর্ষক প্রকল্পটি (LPUPAP) বাস্তবায়নের জন্য ইউএনডিপি বস্তি এলাকায় সেবা উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়ে সহায়তা প্রদান করেছে। LPUPAP শীর্ষক প্রকল্প থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার ওপর ভিত্তি ক'রে ইউপিপিআর (সার-সংক্ষেপ নিম্নরূপ) প্রকল্পটি শুরু হয়েছিল।

Urban Partnerships for Poverty Reduction (UPPR/ইউপিপিআর) শীর্ষক প্রকল্প (২০০৮ থেকে ২০১৫)[২৯]

২০০৮ সালের মার্চ মাসে নগর অংশিদারিত্বের মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাসকরণ (ইউপিপিআর) শীর্ষক প্রকল্পটি শুরু হয়ে ২০১৫ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত চলমান ছিল। ২৩টি নগর (সিটি কর্পোরেশন) ও শহর (পৌরসভা) এ প্রকল্পের আওতাধীন ছিল। প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করেছিল এলজিইডি। প্রকল্পটির অর্থায়ন করেছে বাংলাদেশ সরকার, যুক্তরাজ্য সরকার, ইউএনডিপি ও জাতিসংঘ মানব বসতি কর্মসূচি (ইউএন-হ্যাবিট্যাট)। প্রকল্পটির বাস্তবায়ন সহযোগী হিসেবে কাজ করেছে আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও), জাতিসংঘ শিশু বিষয়ক তহবিল (ইউনিসেফ) ও কোঅপারেটিভ ফর এসিসটেন্স এন্ড রিলিফ এভরিহয়্যার (CARE)। প্রকল্পটির লক্ষ্য ছিল ২০১৫ সালের মধ্যে তিন মিলিয়ন দরিদ্র নগর জনগোষ্ঠী, বিশেষত মহিলা ও শিশুদের জীবনযাত্রা ও বসবাসের পরিবেশের মান উন্নয়ন করা। ইউপিপিআর শীর্ষক প্রকল্পে স্থানীয় জনগোষ্ঠী দ্বারা পরিচালিত কর্মপদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে এবং এ কর্মপদ্ধতির নেতৃত্ব দিয়েছে দরিদ্র ও অতিদরিদ্র মহিলারা, যাদেরকে তাদের নিজেদের, তাদের পরিবারের ও মহল্লার জন্য প্রয়োজনীয় উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করার ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছিল। আবাসন উন্নয়ন তহবিলের (এসআইএফ) মাধ্যমে ইউপিপিআর শীর্ষক প্রকল্প স্থানীয় জনগোষ্ঠীকে সরাসরি আর্থিক সহায়তা প্রদান করে যাতে তারা তাদের মহল্লার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে। এছাড়াও আর্থ-সামাজিক তহবিলের (এসইএফ) মাধ্যমে ইউপিপিআর শীর্ষক প্রকল্পটি নগর দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান ও সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছে, যেমন- ক্ষুদ্র ব্যবসা উন্নয়নের জন্য অনুদান, মেয়েদের স্কুলে যাওয়া নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষা অনুদান ও শহুরে খাদ্য উৎপাদন কার্যক্রমের জন্য অনুদান।

২.১১.৬ বিশ্ব ব্যাংক

মূলত এমএসপি শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে বিশ্বব্যাংক পৌরসভার দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা করেছে। প্রকল্পটি ১৯৯৯ সালের জুন মাসে নিম্নোক্ত চারটি অংগ বাস্তবায়নের জন্য অর্থায়ন শুরু করেছিল ঃ

১) বাংলাদেশ মিউনিসিপ্যাল ডেভেলটমেন্ট ফান্ড (বিএমডিএফ)-এর মাধ্যমে নগর অবকাঠামো নির্মাণ ও পুনর্বাসন;
২) বিএমডিএফ প্রতিষ্ঠার পূর্বে প্রায় ২০টি পৌরসভাতে নগর অবকাঠামো নির্মাণ ও পুনর্বাসনের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;
৩) বন্যায় ক্ষতিগ্রস্থ নগর অবকাঠামোর পুনর্বাসন; এবং

[২৮] উত্তম চর্চা সনাক্তকরণ ও ইউনিয়ন পরিসদসমূহে সেইগুলোর পুনরাবৃত্তি করার জন্য সহায়তা প্রদানে ৩৫টি এনজিও এবং উন্নয়ন সহযোগীরা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

[২৯] http://www.upprbd.org/ourapproach.aspx

৪) বাংলাদেশ সরকারের (অর্থ মন্ত্রণালয়) অধীন বিএমডিএফ এবং এলজিইডি'র অধীন মিউনিসিপ্যাল সাপোর্ট ইউনিট (এমএসইউ) স্থাপন ও পরিচালনার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন। অতিরিক্ত ঋণ-সুবিধাসহ দুই দফায় প্রকল্পটির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছিল ও ২০১২ সালের জুন মাসে প্রকল্পটি শেষ হয়।

পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশনসমূহের নগর সেবা সরবারাহের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্রমাগত সক্ষমতা উন্নয়ন সরঞ্জামাদি (হার্ডওয়ার ও সফ্‌টওয়ার) সরবারাহের মাধ্যমে সহায়তা প্রদানের জন্য বিশ্ব ব্যাংক সহায়তাপুষ্ট এমএসপি শীর্ষক প্রকল্পের এমএসইউ এবং এডিবি সহায়তাপুষ্ট ইউজিআইআইপি-২ শীর্ষক প্রকল্পের আরবান ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট ইউনিট (ইউএমএসইউ) প্রতিষ্ঠা করা হয়। এমএসইউ এবং ইউএমএসইউ এর প্রধান কার্যক্রমসমূহ ঃ ১) উন্নত ট্যাক্স রেকর্ড ব্যবস্থাপনায় কম্পিউটার প্রযুক্তির ব্যবহার; ২) পানি সরবরাহ বিলিং ব্যবস্থাপনায় কম্পিউটার ব্যবহার; ৩) হিসাবরক্ষণ প্রতিবেদন উন্নতকরণে কম্পিউটার ব্যবহার; ৪) ট্রেড লাইসেন্স ব্যবস্থাপনায় কম্পিউটার ব্যবহার; ৫) অযান্ত্রিক যান ব্যবস্থাপনায় কম্পিউটার ব্যবহার; ৬) পৌরসভার অবকাঠামোর পরিসংখ্যান, মূল্যায়ন ও ম্যাপ প্রস্তুতকরণ; এবং ৭) পৌরসভায় কমিউনিটি মবিলাইজেশনে সহায়তা প্রদান।

বিশ্ব ব্যাংক ২০১৪ সালে এমজিএসপি শীর্ষক প্রকল্পের কাজ আরম্ভ করেছে। এমজিএসপি এর সার-সংক্ষেপ নিম্নে বর্ণনা করা হ'ল ঃ

মিউনিসিপ্যাল গভার্নেন্স এন্ড সার্ভিসেস প্রজেক্ট (এমজিএসপি)(২০১৪-২০২০)[৩০]

বাংলাদেশের জন্য এমজিএসপি শীর্ষক প্রকল্পের উদ্দেশ্য হ'ল- নগর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের মৌলিক নাগরিক সেবা ও নগর পরিচালন ব্যবস্থার উন্নয়ন, এবং সংকট ও জরুরী অবস্থায় দ্রুত ও কার্যকরভাবে সাড়া দেওয়ার জন্য গ্রাহকের সক্ষমতার উন্নয়ন। এ প্রকল্পের চারটি অঙ্গ রয়েছে, যার প্রথম অঙ্গটি হ'ল- নগর পরিচালন ও মৌলিক নাগরিক সেবাসমূহের উন্নয়ন। এ অঙ্গের মাধ্যমে উচ্চ অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির সম্ভাবনা আছে- এমন প্রধান প্রবৃদ্ধির করিডোরে অবস্থিত দক্ষিণ অঞ্চলের ৩টি জেলা শহরসহ পূর্ব নির্ধারিত ২৬টি নগর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে (৪টি সিটি কর্পোরেশন ও ২২টি পৌরসভা) আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে। দ্বিতীয় অঙ্গটি হ'ল- বিএমডিএফ হতে চাহিদা ভিত্তিক নাগরিক সেবাসমূহে অর্থায়ন। বিএমডিএফ হতে চাহিদা ভিত্তিক উপ-ঋণের বিধান হ'ল- যোগ্য নগর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের মৌলিক নাগরিক সেবাসমূহের জন্য প্রদত্ত বিনিয়োগ বরাদ্দের অনুদান ও ঋণের অনুপাত হবে ৮০:২০। এছাড়া নগর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে বিনিয়োগ ব্যয়ের ১০% অর্থায়ন করতে হবে। তৃতীয় অঙ্গটি হ'ল- দক্ষতা উন্নয়ন ও বাস্তবায়ন সহায়তা যা সকল নগর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানকে প্রদান করা হবে বলে আশা করা যায়। চতুর্থ অঙ্গটি হ'ল- ঘটনা সাপেক্ষে জরুরী সাড়া প্রদান। প্রাকৃতিক বা মানুষ সৃষ্ট দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ অবকাঠামোর পুনঃনির্মাণ কার্যক্রমে সরকারের অনুরোধের প্রেক্ষিতে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (আইডিএ) ঋণ পুনঃবন্টনের মাধ্যমে এ অঙ্গে অর্থায়ন করবে। এ প্রকল্পের প্রধান সুবিধাভোগী হ'ল অংশগ্রহণকারী নগর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ৩.৪ মিলিয়ন লোক (৪৫% মহিলা)। অন্যান্য সুবিধাভোগী হ'ল- বাস্তাবায়নকারী প্রতিষ্ঠান, যথা- নগর স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান, এলজিইডি এবং বিএমডিএফ এর কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ, যারা দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রম থেকে উপকৃত হবেন।

[৩০] http://www.worldbank.org/projects/P133653/municipal-governance-services-project?lang=en

অধ্যায়-৩ ঃ রূপকল্প এবং লক্ষ্যসমূহ

প্রথম অধ্যায়ে কৌশলপত্রের ভূমিকা ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা হয়েছে। **দ্বিতীয়** অধ্যায়ে পৌরসভার বিদ্যমান অবস্থা ও সমস্যা সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। **তৃতীয়** অধ্যায়ে রূপকল্প এবং লক্ষ্যের আলোকে কৌশলপত্রের মূল অংশ বর্ণনা করা হয়েছে।

৩.১ পৌরসভার রূপকল্প ২০২৫[৩১]

পৌরসভার বিদ্যমান অবস্থা বিবেচনা ক'রে এবং ওয়ার্কিং গ্রুপ এর সভায় আলোচনার প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত রূপকল্প নির্ধারণ করা হয়েছে ঃ

রূপকল্প
পৌরসভাসমূহ ২০২৫ সালের মধ্যে তাদের নাগরিকদেরকে সন্তোষজনক পর্যায়ে ও টেকসই উপায়ে অগ্রাধিকারভিত্তিক সেবা প্রদানের সক্ষমতা অর্জন করবে।

৩.১.১ অগ্রাধিকারভিত্তিক সর্বসাধারণের সেবা

পৌরসভার আর্থিক ও মানব সম্পদের সীমাবদ্ধতা এবং ২০২৫ সালের পূর্বে সময়ের সংক্ষিপ্ততা বিবেচনায় কৌশলপত্রে উল্লেখিত সর্বসাধারণের সেবাসমূহের সমস্যা সমাধান কার্যতঃ সম্ভব নয়। এ বিবেচনায় কৌশলপত্র বাস্তবায়ন কালের মধ্যে সরকার ও পৌরসভাসমূহের উচিত হবে কেবলমাত্র গুরুত্বপূর্ণ সর্বসাধারণের সেবাসমূহের (যা অতঃপর অগ্রাধিকারমূলক নাগরিক সেবা নামে উল্লিখিত হবে) সমাধান করা। পৌরসভা আইন, ২০০৯ এ বর্ণিত বিস্তারিত কার্যাবলী থেকে কৌশলপত্রে অগ্রাধিকারমূলক নাগরিক সেবাসমূহ গ্রহণ করা হয়েছে যা নিম্নোক্ত সারণী ৩-১ এ দেখানো হ'ল ঃ

সারণী ৩-১ ঃ অগ্রাধিকারমূলক নাগরিক সেবাসমূহ

	অগ্রাধিকারমূলক নাগরিক সেবাসমূহ
১	পৌরসভা মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন
২	পৌরসভার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন
৩	ইমারতের নকশা অনুমোদন
৪	নির্মিত ইমারত পরিদর্শন
৫	ইমারত নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ
৬	জমির উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন নিয়ন্ত্রণ ও কার্যকর করা
৭	নতুন সড়ক নির্মাণ অনুমোদন
৮	সাধারণের সড়ক (নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ)
৯	পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা (নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ)
১০	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা
১১	পানি সরবরাহ (সরকারি)
১২	সড়ক আলোকিতকরণ

[৩১] সমগ্র দেশের পৌরসভাসমূহের কর্মক্ষমতা উন্নতির বিষয় বিবেচনা ক'রে লক্ষ্য অর্জনের বছর নির্ধারণ করা হয়েছে। লক্ষ্য অর্জনের বছর নির্ধারণে বাংলাদেশসহ অন্যান্য দেশের বিভিন্ন কৌশল পত্রও চর্চা করা হয়েছে।

অগ্রাধিকারমূলক নাগরিক সেবাসমূহ	
১৩	পাবলিক টয়লেট (নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ)
১৪	পৌরসভার বেসামরিক প্রতিরক্ষা (নিরাপত্তা)

নিম্নোক্ত পদ্ধতির মাধ্যমে অগ্রাধিকামূলক নাগরিক সেবাসমূহ নির্বাচন করা হয়েছে ঃ

(১) বাসিন্দাদের সন্তুষ্টি ও গুরুত্বের ভিত্তিতে ছয়টি অগ্রাধিকারমূলক নাগরিক সেবা নির্বাচন

অগ্রাধিকারমূলক নাগরিক সেবাসমূহ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সেগুলো বাসিন্দাদের সন্তুষ্টির ভিত্তিতে উন্নয়ন করা হবে। নমুনা জরিপে নাগরিকদের ধারণার প্রেক্ষিতে অগ্রাধিকারমূলক সেবাসমূহ চিহ্নিত করা হয়েছে। সর্বমোট ৭০৬ জন নমুনা উত্তরদাতাকে (১) পৌরসভা আইন, ২০০৯ এর দ্বিতীয় তফসিলে বর্ণিত পৌরসভার বাধ্যতামূলক কার্যাবলীর (সেবাসমূহের) প্রতিটির ওপর সন্তুষ্টির মাত্রা প্রদান করতে; এবং (২) বাধ্যতামূলক কার্যাবলীর মধ্যে ৫টি গুরুত্বপূর্ণ সেবা বাছাই করতে বলা হয়েছিল।

চিত্র ৩-১ এ 'মেট্রিক্স' আকারে সন্তুষ্টির মাত্রা দেখানো হয়েছে। চিত্রের চতুর্থাংশ ঘরটিতে, যে সকল সেবা ও কার্যাবলী স্থান পেয়েছে সেগুলোর গুরুত্ব বেশি; কিন্তু সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে পৌরবাসীদের সন্তুষ্টির মাত্রা কম, এবং এর ভিত্তিতেই ৬টি সেবাকে অগ্রাধিকারমূলক নাগরিক সেবা হিসেবে বাছাই করা হয়েছে। সারণী ৩-১ এর ৮ নং থেকে ১৩ নং ক্রমিক পর্যন্ত উক্ত অগ্রাধিকারমূলক নাগরিক সেবাসমূহ তালিকাভুক্ত করা আছে।

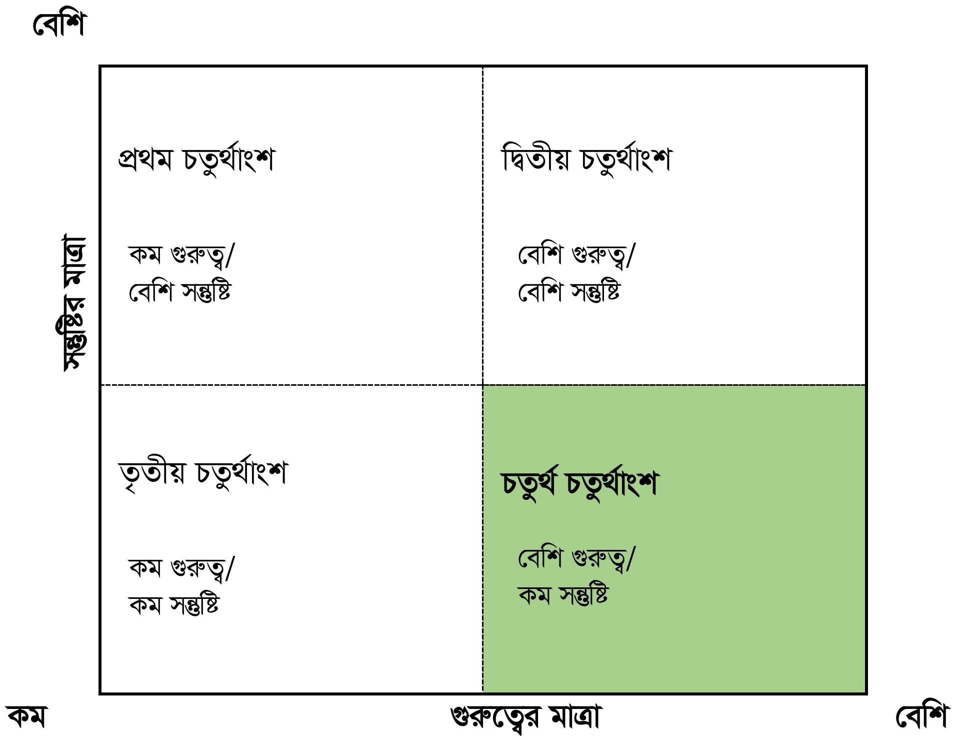

তথ্যসূত্র ঃ জাইকা, এসপিজিপি দল

চিত্র ৩-১ ঃ গুরুত্ব এবং সন্তুষ্টির 'মেট্রিক্স'

(২) অতিরিক্ত ৮টি গুরুত্বপূর্ণ নগরিক সেবা নির্বাচন

উপরে বর্ণিত ছয়টি সেবা ছাড়াও, ওয়ার্কিং গ্রুপ সভায় আলোচনার ভিত্তিতে অতিরিক্ত আটটি কাজকে গুরুত্বপূর্ণ সেবা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, যেগুলো দক্ষতা উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বিবেচনা করতে হবে।

১) পৌরসভা মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন

মহাপরিকল্পনা, পৌরসভার অধিকারভুক্ত এলাকার, পরিকল্পিত উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। আইন অনুযায়ী প্রতিটি পৌরসভার দায়িত্ব নিজ নিজ মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করা। জেলা সদরে অবস্থিত অধিকাংশ পৌরসভা এবং উপজেলা পর্যায়ের পৌরসভাসমূহ নিজ নিজ মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে যা অনুচ্ছেদ ২.৫.১ এ উল্লেখ করা হয়েছে। এ মহাপরিকল্পনাগুলো এলজিইডি কর্তৃক নিয়োজিত পরামর্শকদের দ্বারা ইংরেজি ভাষায় প্রণীত এবং পরবর্তীতে বাংলাতে ভাষান্তরিত। কিভাবে মহাপরিকল্পনাটির সদ্ব্যবহার করতে হয় সে সম্পর্কে অনেক পৌরসভার খুব কম ধারণা রয়েছে। এছাড়াও পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে মহাপরিকল্পনাকে কাজে লাগানো প্রয়োজন। অপরপক্ষে, যে সকল জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের পৌরসভা সরকারি প্রকল্পের আওতাভুক্ত নয় তারা এখনও মহাপরিকল্পনা প্রস্তুত করেনি। অতএব, এ বিষয়ে সরকার কর্তৃক পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা আবশ্যক।

২) পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন

এ পর্যন্ত খুবই কমসংখ্যক পৌরসভা 'পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা' প্রণয়ন করেছে। যদিও এলজিইডি'র আওতাধীন প্রকল্পের জন্য পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের নির্দেশিকা রয়েছে, তবে পৌরসভা আইন, ২০০৯ এর অধীনে এ ধরণের কোন উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের নির্দেশনা নেই। যদিও পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন কোন বাধ্যতামূলক কাজ নয়, কিন্তু বাস্তবমুখী উন্নয়ন কর্মসূচি এবং পরিকল্পিত উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য এর গুরুত্ব অপরিসীম।

৩) ইমারতের নকশা অনুমোদন

উন্নয়ন পরিকল্পনা, মহাপরিকল্পনা, জমির উন্নয়ন প্রকল্প এবং নির্মিত ভবন পরিদর্শনের নিয়ম অনুযায়ী ইমারতের নকশা অনুমোদন নগর উন্নয়ন নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যোগ্যতাসম্পন্ন জনবলের অভাব, নিয়মিতভাবে ইমারতের নকশা অনুমোদন করার ব্যর্থতার অন্যতম কারণ হতে পারে, তবে পৌরবাসীদের ইমারত নির্মাণের জন্য অনুমোদনের বিষয়ে দায়িত্ববোধের অজ্ঞতাকে দীর্ঘমেয়াদে মোকাবেলা করা প্রয়োজন।

৪) নির্মিত ইমারত পরিদর্শন

পৌরসভাতে অনুমোদিত নক্‌শা অনুযায়ী নির্মিত ইমারত পরিদর্শনের কাজ পর্যাপ্ত পরিমানে সম্পাদন করা হয় না। জনবল সমস্যার সমাধান যদিও অল্প সময়ে সম্ভব নয়, তবে নির্মিত ইমারত পরিদর্শন এবং ইমারত নির্মাণের নকশা অনুমোদনের জন্য উপ-আইনমালা ও নির্দেশিকা প্রণয়ন এবং যথাযথ প্রশিক্ষণ প্রদান, পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনার সামগ্রিক উন্নতিতে অবদান রাখবে। উপরন্তু সংশ্লিষ্ট স্টাফ নিয়োগদানে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত; কারণ, সংশ্লিষ্ট স্টাফ ছাড়া সক্ষমতা উন্নয়নের কোন প্রচেষ্টা কার্যকর হয় না।

৫) ইমারত নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ

ধ্বংসোন্মুখ পুরাতন ইমারত, উক্ত ইমারতে বসবাসরত বাসিন্দা অথবা পথচারী বা পার্শ্ববর্তী ইমারতসমূহের জন্য, বিপজ্জনক হতে পারে। এ ধরণের ইমারতের ক্ষেত্রে, পৌরসভা, ইমারতের মালিক অথবা দখলকারকে, সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য নোটিশ ইস্যু করতে পারে। মালিক/দখলকার যদি কোন প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করে, তাহলে পৌরসভা কর্তৃপক্ষ ইমারতটি দখলদার হতে জোরপূর্বক খালি ক'রে সংস্কারের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে, এবং যার খরচ মালিকের/দখলদারের নিকট থেকে আদায় করতে পারে। বাস্তবে পৌরসভাসমূহ এ বিষয়ে কোন কাজ করে না, যদিও এ সমস্যা উপ-আইনমালা প্রণয়ন ও স্টাফদের সক্ষমতা অর্জনের মাধ্যমে সুরাহা করা যেতে পারে।

৬) জমির উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন নিয়ন্ত্রণ ও কার্যকর করা

মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী জমির উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন নিয়ন্ত্রণ ও কার্যকর করা পরিকল্পিত নগরায়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এ গুরুত্বপূর্ণ কাজটি, মনে হয়, কোন পৌরসভাই সম্পাদন করে না; কারণ, পৌরসভাসমূহে মহাপরিকল্পনার অনুপস্থিতি (যা এ কাজ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজন) অথবা পৌরসভাসমূহ এ কাজের বিষয়ে কি করা প্রয়োজন তা জানে না।

৭) নতুন সড়ক নির্মাণ অনুমোদন

নতুন সড়ক নির্মাণের অনুমোদন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ, যার জন্য কোন সুস্পষ্ট নির্দেশিকা নেই। এর প্রেক্ষাপটে স্থানীয় সরকার বিভাগ অনুকরণীয় আদর্শ উপ-আইনমালা প্রস্তুত করতে পারে এবং প্রতিটি পৌরসভার জন্য তার প্রয়োগনীতি নির্ধারণ ক'রে দিতে পারে। পৌরসভার স্টাফদেরকে, উপ-আইনমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান, নতুন সড়ক নির্মাণ অনুমোদন প্রক্রিয়া যথাযথভাবে অনুসরণে সহায়তা করতে পারে।

৮) পৌরসভার বেসামরিক প্রতিরক্ষা (নিরাপত্তা)

বেসামরিক প্রতিরক্ষায় পৌরসভার ভূমিকা আরও স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা প্রয়োজন এবং পৌরসভার জন্য এ বিষয়ে যথাযথ নির্দেশিকা থাকা আবশ্যক। নিরাপত্তা এবং নাগরিক শৃঙ্খলা নিশ্চিত করা, পৌরসভা আইন, ২০০৯ এর ৫০ (১) ধারায় উল্লেখিত ৪টি প্রধান দায়িত্বের মধ্যে ১টি। তা সত্ত্বেও পৌরসভার বেসামরিক প্রতিরক্ষা কার্যক্রমকে স্থানীয় বিরোধ নিষ্পত্তি ও অভিযোগ মেটানোর পদ্ধতি ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। যেহেতু সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পৌর পুলিশ নিয়োগদান করা অধিকাংশ পৌরসভার আর্থিক সংগতির অভাবের জন্য সম্ভব নয়, সেহেতু ছোট পৌরসভাসমূহের জন্য সম্ভাব্য বিকল্প ব্যবস্থা বিবেচনা করা প্রয়োজন।

৩.১.২ রূপকল্প মূল্যায়নের সূচক

রূপকল্প মূল্যায়নের জন্য পরিমাপযোগ্য বাস্তব ভিত্তিক সূচক নির্ধারণ করা আবশ্যক, যার দ্বারা রূপকল্প বাস্তবায়ন পরিমাপ করা যাবে। কিন্তু এ ধরণের সূচক নির্ধারণ করা কঠিন কাজ; কারণ, ১) সংখ্যাগত সূচক নির্ধারণ সহজ নয়, যা রূপকল্পকে পূর্ণভাবে প্রকাশ করে; এবং ২) এ সূচকগুলো পরিমাপ করা সকল পৌরসভার জন্য সম্ভবপর নয়।

যাইহোক, যেহেতু পৌরবাসীদের নাগরিক সেবা প্রাপ্তির সন্তুষ্টির মাত্রা সাতটি পাইলট পৌরসভার জন্য বেইজলাইন জরিপের ফলাফলের ভিত্তিতে নির্ণয় করা হয়েছে [(যা অনুচ্ছেদ ৩.১.১ (১) এ উল্লেখ করা আছে)], সেহেতু পরবর্তীতে অগ্রাধিকার ভিত্তিক সেবার উন্নতির মূল্যায়ন অপর একটি চূড়ান্ত জরিপের মাধ্যমে (২০১৭ সালে ৭টি পাইলট পৌরসভাতে জরিপ পরিচালিত হবে) করা যেতে পারে।

আশা করা হচ্ছে, নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং স্টাফদের দ্বারা পরিচালিত একটি চূড়ান্ত জরিপের[৩২] মাধ্যমে (নিজস্ব মূল্যায়ন) পৌরসভা কর্তৃক স্থানীয় নাগরিক সেবা বাস্তবায়নের মাত্রা তুলনা করা যাবে। পৌরসভার স্টাফদের দ্বারা সেবা প্রদান ও শাসন ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে- এমনটি জানা গেলে "সারা দেশে পৌরসভা কর্তৃক নাগরিক সেবা প্রদানের উন্নতি ঘটানো সম্ভব"- এ যুক্তির পক্ষে সমর্থন পাওয়া যাবে।

[৩২] ২০১৭ সালে এসপিজিপি'র প্রান্তিক মূল্যায়ন (টারমিনাল ইভাল্যুয়েশন) করা হবে।

৩.২ লক্ষ্য

রূপকল্প অর্জনের মাত্রা নিরূপণের জন্য নিম্নে উল্লেখিত ৪টি লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে (সারণী ৩-২)

সারণী ৩-২ ঃ লক্ষ্য ১ থেকে ৪

লক্ষ্য	
১.	পৌরসভার রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।
২.	উপযুক্ত পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা সঠিকভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে পৌরসভার আর্থিক ব্যবস্থাপনা যথাযথভবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।
৩.	আইন, বিধিমালা, প্রবিধান ও অন্যান্য আইনগত দলিল অনুসরণে দক্ষতার সাথে এবং কার্যকরভাবে পৌরসভার প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।
৪.	পৌরসভার জনবলের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

লক্ষ্য ১ ঃ পৌরসভার আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।

রূপকল্প, ২০২৫ বাস্তবায়নের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য হ'ল- পৌরসভার আয় বৃদ্ধি করা, যাতে পৌরসভাসমূহ যথেষ্ট সেবা প্রদান করতে পারে। আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ২ ধরণের উৎস আছে ঃ (১) পৌরসভার নিজস্ব আয়ের উৎস; এবং (২) সরকার হতে স্থানান্তরিত অনুদান। আদর্শ কর তফসিল অনুযায়ী পৌরসভার নিজস্ব আয়ের উৎস হ'ল- হোল্ডিং ট্যাক্সসহ ফি, রেইটস, টোল ইত্যাদি। যেহেতু, হোল্ডিং ট্যাক্স এবং সরকার থেকে প্রদত্ত এডিপি'র উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরী পৌরসভার আয়ের প্রধান উৎস, সেহেতু হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় বৃদ্ধি এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ এডিপি'র উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরী'র অর্থ বরাদ্দ করা পৌরসভার আর্থিক ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা অর্জনের অপরিহার্য বিষয়। একই সাথে, পৌরসভাসমূহের নিজস্ব আয় বৃদ্ধির নতুন নতুন উৎস সৃষ্টির প্রচেষ্টা গ্রহণ করা আবশ্যক।

নিজস্ব উৎস হতে আয় বৃদ্ধি এবং এডিপি'র উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরী বৃদ্ধি, অনুচ্ছেদ ৩.১.১ অংশে বর্ণিত ১৪টি গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক সেবার মধ্যে নিম্নে বর্ণিত ৬টি সেবা প্রদানকে সরাসরি প্রভাবিত করে। সারণী ৩-৩ এ প্রতিটি কাজের বিপরীতে বিদ্যমান আয়ের উৎস দেখানো হয়েছে।

সারণী ৩-৩ ঃ অগ্রাধিকারমূলক নাগরিক সেবা প্রদানের জন্য অর্থের উৎস

অগ্রাধিকারমূলক নাগরিক সেবা		অর্থের উৎস
১)	বর্জ্য ব্যবস্থাপনা	(১) পৌরসভার নিজস্ব আয়; এবং (২) এডিপি'র উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরী/প্রকল্প সহায়তা (শুধুমাত্র বর্জ্য অপসারণের স্থান নির্মাণের জন্য)।
২)	সাধারণের সড়ক নির্মাণ	এডিপি'র উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরী/প্রকল্প সহায়তা
	সাধারণের সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ	এডিপি'র উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরী/পৌরসভার নিজস্ব আয়
৩)	সড়ক বাতির ব্যবস্থা	পৌরসভার নিজস্ব আয়
৪)	পানি সরবরাহ ব্যবস্থা স্থাপন	স্থাপন ঃ এডিপি'র উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরী/ প্রকল্প সহায়তা পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ ঃ পানির মূল্য ইত্যাদি থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব
৫)	পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণ	এডিপি'র উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরী/ প্রকল্প সহায়তা
	পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা রক্ষণাবেক্ষণ	পৌরসভার নিজস্ব উৎসের রাজস্ব আয়
৬)	পাবলিক টয়লেট নির্মাণ	এডিপি'র উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরী/ প্রকল্প সহায়তা
	পাবলিক টয়লেট রক্ষণাবেক্ষণ	পৌরসভার নিজস্ব আয়

লক্ষ্য ২ ঃ উপযুক্ত পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা সঠিকভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে পৌরসভার আর্থিক ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

পৌরসভার আর্থিক ব্যবস্থাপনা একটি বাজেটসহ পৌরসভার রাজস্ব এবং উন্নয়ন প্রয়োজনকে প্রতিফলিত ক'রে হওয়া উচিত। যেহেতু বাজেট প্রণয়ন বাজেট বাস্তবায়নের মতোই সমান গুরুত্বপূর্ণ, সেহেতু **লক্ষ্য ২-** বাজেট প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন- উভয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করে। পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে বাজেটের সংযুক্তিকরণ, যথাযথ বাজেট প্রণয়ন এবং উপযুক্ত উপায়ে সম্পদের বরাদ্দ প্রদানে অবদান রাখতে পারে। পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনায় সঠিক লক্ষ্য ও প্রকল্প চিহ্নিতকরণ, পৌরসভাসমূহকে যথাযথ বাজেট প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে সহায়তা করবে।

লক্ষ্য ৩ ঃ আইন, বিধিমালা, প্রবিধান ও অন্যান্য আইনগত দলিল অনুসরণে দক্ষতার সাথে এবং কার্যকরভাবে পৌরসভার প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

উপযুক্ত সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সেবার সাথে সংশ্লিষ্ট সকল প্রশাসনিক ও শাসনপদ্ধতির কার্যক্রম, আইনগত দলিল এবং পরিকল্পনা অনুসরণে, বাস্তবায়ন করা উচিত। এ লক্ষ্য নিয়ে দুইভাবে অগ্রসর হওয়া যেতে পারে ঃ (১) পৌরসভার দৈনন্দিন প্রশাসনিক ও শাসনপদ্ধতির কার্যক্রমে পৌরসভা আইন, বিধিমালা, প্রবিধান ও অন্যান্য আইনগত দলিল অনুসরণের মাধ্যমে ; এবং (২) পৌরসভার প্রশাসনিক ও শাসনপদ্ধতির কার্যক্রমের পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের মাধ্যমে।

লক্ষ্য ৪ ঃ পৌরসভার জনবলের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে।

দক্ষ ও কার্যকর পদ্ধতিতে চিহ্নিত অগ্রাধিকারমূলক সেবা প্রদানের জন্য জনবল উন্নয়ন অপরিহার্য। এ লক্ষ্যটি দুইভাবে শনাক্ত করা যেতে পারে ঃ (১) পৌরসভার নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জ্ঞান এবং দক্ষতা; এবং (২) পৌরসভার জনবলের আকার।

অধ্যায়-৪ ঃ উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যমাত্রা

৪.১ উদ্দেশ্য

তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত ৪টি লক্ষ্য অর্জনের জন্য বাংলাদেশ সরকার ৮টি সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছে, যা নিম্নোক্ত সারণী ৪-১ এ উল্লেখ করা হ'ল ঃ

সারণী ৪-১ ঃ উদ্দেশ্য ১ হতে ৮

উদ্দেশ্য		
১.	হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় বৃদ্ধি পাবে এবং রাজস্বের অন্যান্য উৎস চিহ্নিত করা হবে।	**লক্ষ্য ১ অর্জনে সহায়ক**
২.	সরকার থেকে অনুদানের বরাদ্দ বৃদ্ধি পাবে এবং তা অধিকতর ন্যায়সঙ্গতভাবে বণ্টন হবে।	
৩.	পৌরসভাসমূহ বাস্তবসম্মত বাজেট প্রণয়ন করবে এবং পূর্ণ জবাবদিহিতার সঙ্গে তা বাস্তবায়ন করবে।	**লক্ষ্য ২ অর্জনে সহায়ক**
৪.	প্রতিটি পৌরসভা যথাযথ পদ্ধতিতে পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে।	
৫.	বিধিমালা, প্রবিধান ও অন্যান্য আইনগত দলিলসহ পৌরসভা আইন, ২০০৯ এবং তার সংশোধনীতে বর্ণিত প্রয়োজন পূরণ করবে।	**লক্ষ্য ৩ অর্জনে সহায়ক**
৬.	পৌরসভার প্রশাসনিক কার্যক্রমের মনিটরিং ও মূল্যায়ন যথাযথ ভাবে করা হবে।	
৭.	পৌরসভার নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে, যাতে তারা দক্ষতার সাথে এবং কার্যকরভাবে পৌরসভার প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে।	**লক্ষ্য ৪ অর্জনে সহায়ক**
৮.	পৌরসভায় যৌক্তিক জনবল প্রদান করা হবে ।	

রূপকল্প, লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য এর কাঠামো (ভিশন ট্রি) চিত্র ৪-১ এ দেখানো হয়েছে।

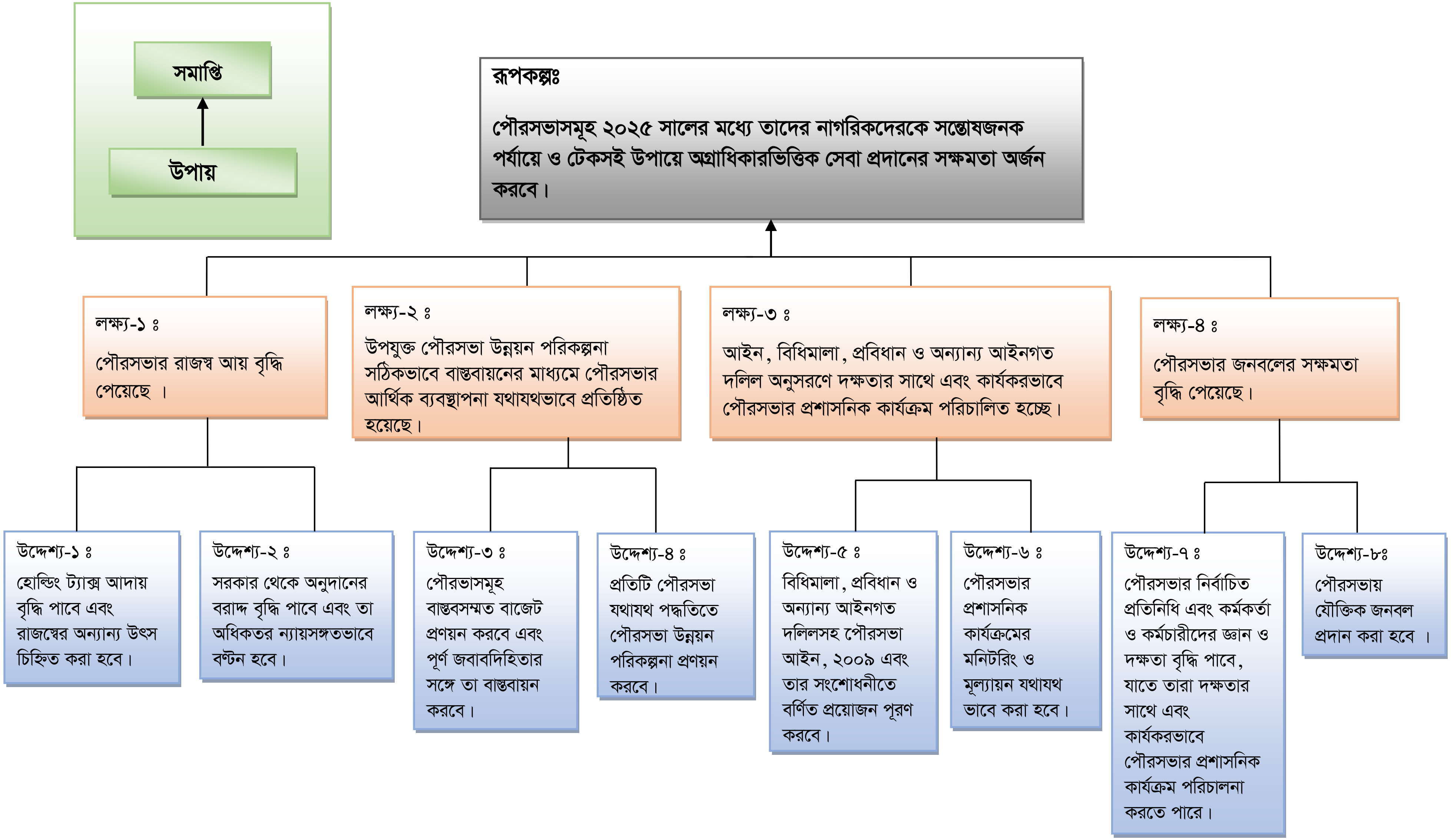

চিত্র ৪-১ ঃ রূপকল্প, লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য এর কাঠামো (ভিশন ট্রি)

৪.২ লক্ষ্যমাত্রা

উপরে বর্ণিত উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার নিম্নবর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে ঃ

উদ্দেশ্য ১ ঃ হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় বৃদ্ধি পাবে এবং রাজস্বের অন্যান্য উৎস চিহ্নিত করা হবে।

হোল্ডিং ট্যাক্স এবং অন্যান্য রাজস্ব উৎস থেকে আয় বৃদ্ধি সেবা প্রদানে একটি ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। অধিকাংশ পৌরসভারই নিজেদের প্রচেষ্টায় রাজস্ব বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে। এ কারণে, হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় বৃদ্ধি এবং অন্যান্য রাজস্বের উৎস চিহ্নিতকরণের ওপর এ কৌশলপত্রে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এ উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে ৪টি লক্ষ্যমাত্রা সারণী ৪-২ এ বিস্তারিত ভাবে তুলে ধরা হয়েছে।

সারণী ৪-২ ঃ লক্ষ্যমাত্রা ১.১ হতে ১.৪

লক্ষ্যমাত্রা	
লক্ষ্যমাত্রা ১.১	পৌরসভাসমূহ, পৌরসভা কর আরোপ ও আদায় পদ্ধতি বিধিমালা, ২০১৩ তে উল্লেখিত পদ্ধতি অনুসরণে, কর মূল্যায়ন ও কর আদায় কার্যক্রম পরিচালনা করতে সক্ষম হবে।
লক্ষ্যমাত্রা ১.২	পৌরসভাসমূহ হোল্ডিং ট্যাক্স ব্যতীত পৌরসভা আদর্শ কর তফসিল, ২০১৪ তে নির্ধারণকৃত অন্যান্য উৎস হতে রাজস্ব সৃষ্টি ও রাজস্ব বৃদ্ধি করতে পারবে।
লক্ষ্যমাত্রা ১.৩	পৌরসভাসমূহ অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আদায়ের মাসিক অগ্রগতি মনিটরিং করবে।
লক্ষ্যমাত্রা ১.৪	নাগরিকদের মধ্যে কর প্রদান সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হবে।

উদ্দেশ্য ২ ঃ সরকার থেকে অনুদানের বরাদ্দ বৃদ্ধি পাবে এবং তা অধিকতর ন্যায়সঙ্গতভাবে বণ্টন হবে।

পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়নে অর্থায়নের জন্য সরকারের তরফ থেকে বরাদ্দকৃত অনুদান একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস। যে সকল পৌরসভা বিদেশী অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্পের (যেমন- ইজিআইআইপি, নবিদেপ) আওতাভূক্ত নয়, সে সকল পৌরসভার জন্য এডিপি'র উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরীই কেবলমাত্র স্থিতিশীল উৎস। সময়ের সাথে এডিপি'র অনুদানসমূহ পৌরসভাসমূহের ক্রমবর্ধমান চাহিদা মোকাবেলায় স্থিতিশীল ও বর্ধিত হওয়া উচিত। এ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য সারণী ৪-৩ এ দু'টি লক্ষ্যমাত্রা উল্লেখ করা হ'ল ঃ

সারণী ৪-৩ ঃ লক্ষ্যমাত্রা ২.১ হতে ২.২

লক্ষ্যমাত্রা	
লক্ষ্যমাত্রা ২.১	পৌরসভাসমূহকে ন্যূনতম নাগরিক সেবা প্রদান করার জন্য এডিপি'র উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরী'র আওতায় বরাদ্দ ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি করা হবে।
লক্ষ্যমাত্রা ২.২	এডিপি'র উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরী কার্যকরভাবে এবং ন্যায়সঙ্গত উপায়ে বণ্টনের জন্য একটি নীতিমালা প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং তা অনুসরণ করা হবে।

উদ্দেশ্য ৩ ঃ পৌরসভাসমূহ বাস্তবসম্মত বাজেট প্রণয়ন করবে এবং পূর্ণ জবাবদিহিতার সঙ্গে তা বাস্তবায়ন করবে।

কার্যকরভাবে বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন, বার্ষিক বাজেটের সঠিক বাস্তবায়নের জন্য পূর্বশর্ত। বাজেটের মান উন্নত করার জন্য, পৌরসভাসমূহের নিজস্ব আয় এবং সরকার থেকে প্রাপ্ত অনুদানের হিসাব বিবেচনায়, বাজেটের আয় এবং ব্যয়ের প্রাক্কলন যতটা সম্ভব বাস্তবসম্মত হওয়া উচিত। যেহেতু রাজস্ব আয়ের পূর্বাভাস বাজেট প্রণয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, সেহেতু অনুদানের বরাদ্দ স্থিতিশীল হতে হবে এবং তা হিসাব করার সুবিধার্থে সুস্পষ্ট নীতিমালা থাকা আবশ্যক। বাজেট ব্যয়ের ক্ষেত্রে পৌরসভার পরিকল্পনার ওপর অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত এবং তা সংশ্লিষ্ট বিধিমালা ও পদ্ধতি অনুযায়ী নির্বাহ হওয়া প্রয়োজন। পণ্য, কাজ এবং সেবা ক্রয়ের ক্ষেত্রে সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত বিধিমালা, ২০০৮ এবং তার পরবর্তী সংশোধনীর ওপর ভিত্তি ক'রে কঠোরভাবে

পরিচালিত হতে হবে। যথাযথ হিসাব ও প্রতিবেদনসহ বাজেট বাস্তবায়নের উন্নতির জন্য পৌরসভার কর্মকর্তা/কর্মচারীগণকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে।

এ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য দুটি মূখ্য বিষয়, যথা- (১) বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন; এবং (২) বার্ষিক বাজেট বাস্তবায়ন এর অধীনে ৪টি লক্ষ্যমাত্রা সারণী ৪-৪ এ বর্ণনা করা হয়েছে।

সারণী ৪-৪ ঃ লক্ষ্যমাত্রা ৩.১ হতে ৩.৪

মূখ্য বিষয়	লক্ষ্যমাত্রা	
১) বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন	লক্ষ্যমাত্রা ৩.১	আইন ও বিধিমালা অনুসরণ ক'রে পৌরসভা একটি বাস্তবসম্মত বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন করবে।
	লক্ষ্যমাত্রা ৩.২	বাজেট প্রণয়নের প্রক্রিয়ায় পৌরসভাসমূহের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে।
২) বার্ষিক বাজেট বাস্তবায়ন	লক্ষ্যমাত্রা ৩.৩	বিধিমালা ও পদ্ধতি অনুসরণে পৌরসভাসমূহ তাদের বাজেট বাস্তবায়ন মনিটরিং করবে।
	লক্ষ্যমাত্রা ৩.৪	বাজেট বাস্তবায়নে পৌরসভাসমূহের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে।

উদ্দেশ্য ৪ ঃ প্রতিটি পৌরসভা যথাযথ পদ্ধতিতে পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে।

পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা পৌরসভার সুপরিকল্পিত অবকাঠামো উন্নয়নেই কেবল অবদান রাখে না, বরং তা সেবা সরবরাহের অগ্রাধিকার ভিত্তিক বাজেট প্রণয়ন প্রক্রিয়া উন্নত করতে পারে। যদিও কিছু পৌরসভার পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা আছে, কিন্তু সেগুলো কখনও হালনাগাদ করা হয়নি এবং তা কখনও বাজেট প্রণয়নে নির্দিষ্ট অবদান রাখেনি। পৌরসভার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে ভারসাম্যপূর্ণ এবং সামগ্রিক উন্নয়ন বিবেচনা ক'রে মধ্য-মেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণকে উৎসাহিত করা উচিত। এ উদ্দেশ্য পুরণের দু'টি লক্ষ্যমাত্রা সারণী ৪-৫ এ দেখানো হ'ল।

সারণী ৪-৫ ঃ লক্ষ্যমাত্রা ৪.১ হতে ৪.২

লক্ষ্যমাত্রা	
লক্ষ্যমাত্রা ৪.১	পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নকে আনুষ্ঠানিকভাবে উৎসাহিত করা হবে।
লক্ষ্যমাত্রা ৪.২	পৌরসভাসমূহ তাদের পৌরসভার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হবে।

উদ্দেশ্য ৫ ঃ বিধিমালা, প্রবিধান ও অন্যান্য আইনগত দলিলসহ পৌরসভা আইন, ২০০৯ এবং তার সংশোধনীতে বর্ণিত প্রয়োজন পূরণ করবে।

পৌরসভার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সবেচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হ'ল- পৌরসভার কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ যে সকল বিধিমালা, প্রবিধান ও অন্যান্য আইনগত দলিল ব্যবহার করবে, সেগুলো অনুপস্থিত অথবা সেগুলো মেয়াদ উত্তীর্ণ। বিদ্যমান কিছু কিছু আইনগত দলিল পৌরসভা আইন, ২০০৯ এবং তার সংশোধনীর প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে না।

স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক সম্প্রতি পৌরসভার আইন, বিধিমালা, প্রবিধান, পরিপত্র, অফিস আদেশ, ইত্যাদির যে সংকলন প্রকাশ করেছে তা পর্যালোচনা করা প্রয়োজন এবং যে সকল বিধিমালা, প্রবিধান, পরিপত্র, অফিস আদেশ, ইত্যাদির পরিমার্জন ও পরিবর্তন প্রয়োজন তা চিহ্নিত করা আবশ্যক।

কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক বিধিমালা, প্রবিধান, পরিপত্র, অফিস আদেশ, ইত্যাদি হালনাগাদ করার পরে পৌরসভাসমূহ কর্তৃক তাদের সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত, প্রবিধান ও উপ-আইনমালা প্রণয়ন বা হালনাগাদ করার প্রয়োজন রয়েছে। উপরন্তু, নির্বাচিত প্রতিনিধি ও

কর্মকর্তাদের মধ্যে নতুন, সংশোধিত এবং হালনাগাদকৃত আইন, বিধিমালা, প্রবিধান, পরিপত্র, অফিস আদেশ, ইত্যাদি বিতরণ করা গুরুত্বপূর্ণ। এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য, নিম্নলিখিত তিনটি লক্ষ্যমাত্রা সারণী ৪-৬ এ বিস্তারিত আলোচনা করা হ'ল ঃ

সারণী ৪-৬ ঃ লক্ষ্যমাত্রা ৫.১ হতে ৫.৩

লক্ষ্যমাত্রা	
লক্ষ্যমাত্রা ৫.১	বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট, ১৯৩২ এবং পৌরসভা অধ্যাদেশ, ১৯৭৭ জারীর পর প্রণীত সকল বিধিমালা পৌরসভা আইন, ২০০৯ এর সাথে সমঞ্জস্য বিধান এবং তার বর্তমান প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য সংশোধন অথবা হালনাগাদ করা হবে।
লক্ষ্যমাত্রা ৫.২	পৌরসভা আইন, ২০০৯ এর বর্তমান চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ক'রে পৌরসভা কর্তৃক প্রবিধান ও উপ-আইনমালা প্রণয়ন করা হবে।
লক্ষ্যমাত্রা ৫.৩	পৌরসভার কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ নতুন বা সংশোধিত আইন, নির্দেশিকা, বিধিমালা, প্রবিধান, উপ-আইনমালা ইত্যাদি প্রয়োগ করতে সক্ষম হবে।

উদ্দেশ্য ৬ ঃ পৌরসভার প্রশাসনিক কার্যক্রমের মনিটরিং ও মূল্যায়ন যথাযথভাবে করা হবে।

নির্দিষ্ট সেবার মান বজায় রাখার জন্য পৌরসভার প্রশাসনিক কার্যক্রমের মনিটরিং ও মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন। উপযুক্ত প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা, কার্যকর মনিটরিং ও মূল্যায়ন পদ্ধতি প্রবর্তনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য মনিটরিং ও মূল্যায়ন মানদন্ড নির্ধারণ করা এবং ওয়ার্ড কমিটি ও টিএলসিসি'র মাধ্যমে নাগরিকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা আবশ্যক। এ উদ্দেশ্য পূরণে একটি লক্ষ্যমাত্রা সারণী ৪-৭ এ বিস্তারিত উল্লেখ করা হ'ল ঃ

সারণী ৪-৭ ঃ লক্ষ্যমাত্রা ৬.১

লক্ষ্যমাত্রা	
লক্ষ্যমাত্রা ৬.১	কাউন্সিলর ও নাগরিকগণ পৌর পরিষদ ও টিএলসিসিতে আলোচনার মাধ্যমে মনিটরিং ও মূল্যায়ন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হবে।

উদ্দেশ্য ৭ ঃ পৌরসভার নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে, যাতে তারা দক্ষতার সাথে এবং কার্যকরভাবে পৌরসভার প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে।

নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং পৌরসভার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জ্ঞান এবং দক্ষতার উন্নতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। যদি পৌরসভার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আরও বেশি জ্ঞান ও দক্ষতা থাকে তাহলে প্রশাসনিক কার্যক্রম আরও দক্ষতার সাথে এবং কার্যকরভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। এ প্রক্রিয়ায় প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রম, নির্দেশিকা ও ব্যবহারিক হ্যান্ডবুক এর মান নির্ধারণ করা আবশ্যক, যা প্রশাসনিক কার্যক্রমকে উন্নত করবে এবং তা পৌরসভার স্টাফদের স্ব-শিক্ষায় সামর্থ্যবান করবে। এ উদ্দেশ্যের জন্য লক্ষ্যমাত্রা সারণী ৪-৮ এ দেখানে হ'ল ঃ

সারণী ৪-৮ ঃ লক্ষ্যমাত্রা ৭.১

লক্ষ্যমাত্রা	
লক্ষ্যমাত্রা ৭.১	পৌরসভার নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ তাদের অভিজ্ঞতা বিষয়ে অধিকতর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করবে।

উদ্দেশ্য ৮ ঃ পৌরসভায় যথোচিতভাবে জনবল প্রদান করা হবে।

পৌরসভার প্রশাসনিক ও শাসনপদ্ধতি সন্তোষজনকভাবে বাস্তবায়নের জন্য পর্যাপ্ত জনবল অপরিহার্য। যেহেতু, বিদ্যমান জনবল পৌরসভার প্রশাসনিক ও শাসনপদ্ধতি বাস্তবায়নের দায়িত্ব সন্তোষজনকভাবে পালনের জন্য যথেষ্ট নয়, সেহেতু পৌরসভার

জনবলের জন্য ব্যয় বৃদ্ধি করা হবে কিংবা সেবা প্রদানের ওপর ব্যয় বৃদ্ধি করা হবে- তা বিবেচনা করা প্রয়োজন। এ ক্ষেত্রে জনবল সংখ্যা বৃদ্ধি করার পূর্বে কিভাবে বিদ্যমান স্টাফদের দক্ষতার উন্নতি করা যায় তা বিবেচনা করা আবশ্যক। এ জন্য পৌরসভার উপযুক্ত জনবল কাঠামোর সাথে সর্বোচ্চ জনবল সংখ্যার তুলানামূলক আলোচনা করা প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য দু'টি লক্ষ্যমাত্রা সারণী ৪-৯ এ বর্ণনা করা হ'ল ঃ

সারণী ৪-৯ ঃ লক্ষ্যমাত্রা ৮.১ হতে ৮.২

লক্ষ্যমাত্রা	
লক্ষ্যমাত্রা ৮.১	পৌরসভার জনবল কাঠামোতে সংস্থানকৃত পদসমূহের মধ্যে সীমিত রেখে পৌরসভার প্রকৃত চাহিদা অনুযায়ী প্রতিটি পদের বিপরীতে কাজের বিবরণসহ প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারী পৌরসভার যৌক্তিক জনবল কাঠামো প্রস্তুত করা হবে।
লক্ষ্যমাত্রা ৮.২	যৌক্তিক জনবল কাঠামো অনুযায়ী পৌরসভার স্টাফদেরকে সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানের জন্য নিয়োজিত করা হবে।

৪.৩ লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে সম্পর্ক

লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে সম্পর্ক সারণী ৪-১০ এ দেখানো হ'ল। ৪টি লক্ষ্য এবং ৮টি উদ্দেশ্য পূরণের জন্য নিম্নে উল্লেখিত ১৯টি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। রূপকল্প অর্জনের জন্য সরকার, পৌরসভা, নাগরিক, এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারবৃন্দ ১৯টি লক্ষ্যমাত্রা প্রতিপাদনে অবিচলিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে মর্মে আশা করা যায়, যা ৪টি লক্ষ্য এবং ৮টি উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সহায়তা করবে। সারণী ৪-১০ এ লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে সম্পর্ক দেখানো হয়েছে।

সারণী ৪-১০ ঃ লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে সম্পর্ক।

লক্ষ্য	উদ্দেশ্য	লক্ষ্যমাত্রা
১। পৌরসভার রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পেয়েছে।	১। হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় বৃদ্ধি পাবে এবং রাজস্বের অন্যান্য উৎস চিহ্নিত করা হবে।	১.১। পৌরসভাসমূহ, পৌরসভা কর আরোপ ও আদায় পদ্ধতি বিধিমালা, ২০১৩ তে উল্লেখিত পদ্ধতি অনুসরণে কর মুল্যায়ন ও কর আদায় কার্যক্রম পরিচালনা করতে সক্ষম হবে।
		১.২। পৌরসভাসমূহ হোল্ডিং ট্যাক্স ব্যতীত পৌরসভা আদর্শ কর তফসিল, ২০১৪ তে নির্ধারণকৃত অন্যান্য উৎস হতে রাজস্ব সৃষ্টি ও রাজস্ব বৃদ্ধি করতে পারবে।
		১.৩। পৌরসভাসমূহ অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আদায়ের মাসিক অগ্রগতি মনিটরিং করবে।
		১.৪। নাগরিকদের মধ্যে কর প্রদান সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হবে।
	২। সরকার থেকে অনুদানের বরাদ্দ বৃদ্ধি পাবে এবং তা অধিকতর ন্যায়সঙ্গতভাবে বণ্টন হবে।	২.১। পৌরসভাসমূহকে ন্যূনতম নাগরিক সেবা প্রদান করার জন্য এডিপি'র উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরীর আওতায় বরাদ্দ ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি করা হবে।
		২.২। এডিপি'র উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরী কার্যকরভাবে এবং ন্যায়সঙ্গত উপায়ে বণ্টনের জন্য একটি নীতিমালা প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং তা অনুসরণ করা হবে।
২। উপযুক্ত পৌরসভা	৩। পৌরসভাসমূহ বাস্তবসম্মত বাজেট প্রণয়ন করবে এবং পূর্ণ জবাবদিহিতার সংগে তা বাস্তবায়ন করবে।	৩.১। আইন ও বিধিমালা অনুসরণ ক'রে পৌরসভা একটি বাস্তবসম্মত বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন করবে। ৩.২। বাজেট প্রণয়নের প্রক্রিয়ায় পৌরসভাসমূহের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি

লক্ষ্য	উদ্দেশ্য	লক্ষ্যমাত্রা
উন্নয়ন পরিকল্পনা সঠিকভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে পৌরসভার আর্থিক ব্যবস্থাপনা যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে		পাবে। ৩.৩। বিধিমালা ও পদ্ধতি অনুসরণে পৌরসভাসমূহ তাদের বাজেটের বাস্তবায়ন মনিটরিং করবে। ৩.৪। বাজেট বাস্তবায়নে পৌরসভাসমূহের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে।
	৪। প্রতিটি পৌরসভা যথাযথ পদ্ধতিতে পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে।	৪.১। পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নকে আনুষ্ঠানিকভাবে উৎসাহিত করা হবে। ৪.২। পৌরসভাসমূহ তাদের পৌরসভার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হবে।
৩। আইন, বিধিমালা, প্রবিধান ও অন্যান্য আইনগত দলিল অনুসরণে দক্ষতার সাথে এবং কার্যকরভাবে পৌরসভার প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে	৫। বিধিমালা, প্রবিধান ও অন্যান্য আইনগত দলিলসহ পৌরসভা আইন, ২০০৯ এবং তার সংশোধনীতে বর্ণিত প্রয়োজন পূরণ করবে ।	৫.১। বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট, ১৯৩২ এবং পৌরসভা অধ্যাদেশ, ১৯৭৭ জারীর পর প্রণীত সকল বিধিমালা পৌরসভা আইন, ২০০৯ এর সাথে সামঞ্জস্য বিধান এবং তার বর্তমান প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য সংশোধন অথবা হালনাগাদ করা হবে। ৫.২। পৌরসভা আইন, ২০০৯ এর বর্তমান চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ক'রে পৌরসভা কর্তৃক প্রবিধান ও উপ-আইনমালা প্রণয়ন করা হবে। ৫.৩। পৌরসভার কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ নতুন বা সংশোধিত আইন, নির্দেশিকা, বিধিমালা, প্রবিধান, উপ-আইনমালা, ইত্যাদি প্রয়োগ করতে সক্ষম হবে।
	৬। পৌরসভার প্রশাসনিক কার্যক্রমের মনিটরিং ও মূল্যায়ন যথাযথভাবে করা হবে।	৬.১। কাউন্সিলর ও নাগরিকগণ, পৌর পরিষদ ও টিএলসিসিতে আলোচনার মাধ্যমে, মনিটরিং ও মূল্যায়ন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হবে।
৪। পৌরসভার জনবলের সক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে	৭। পৌরসভার নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে যাতে তারা দক্ষতার সাথে এবং কার্যকরভাবে পৌরসভার প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে।	৭.১। পৌরসভার নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ তাদের অভিজ্ঞতা বিষয়ে অধিকতর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করবে ।
	৮। পৌরসভায় যৌক্তিক জনবল প্রদান করা হবে।	৮.১। পৌরসভার জনবল কাঠামোতে সংস্থানকৃত পদসমূহের মধ্যে সীমিত রেখে পৌরসভার প্রকৃত চাহিদা অনুযায়ী, প্রতিটি পদের বিপরীতে কাজের বিবরণসহ, প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারী সমন্বয়ে পৌরসভার যৌক্তিক জনবল কাঠামো প্রস্তুত করা হবে। ৮.২। যৌক্তিক জনবল কাঠামো অনুযায়ী পৌরসভার স্টাফদেরকে সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানের জন্য নিয়োজিত করা হবে।

অধ্যায় ৫ ঃ কৌশলগত উপাদান ও কৌশল বাস্তবায়নের রোডম্যাপ

এ অধ্যায়ে রূপকল্প বাস্তবায়ন এবং চারটি লক্ষ্য অর্জনের বিষয়ে নির্দিষ্ট কৌশলসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে। "কৌশলগত উপাদান" হিসেবে অভিহিত নির্দিষ্ট কৌশলসমূহ ৮ টি উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে, যা পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলোতে দেখানো হয়েছে। নিম্নোক্ত সারণী ৫-১ এ এ উদ্দেশ্য এবং কৌশলগত উপাদানসমূহের মধ্যে সম্পর্ক দেখানো হয়েছে।

সারণী ৫-১ ঃ উদ্দেশ্য এবং কৌশলগত উপাদানসমূহ

উদ্দেশ্য	কৌশলগত উপাদান
১. হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় বৃদ্ধি পাবে এবং রাজস্বের অন্যান্য উৎস চিহ্নিত করা হবে।	নিজস্ব উৎসের রাজস্ব বৃদ্ধি
২. সরকার থেকে অনুদানের বরাদ্দ বৃদ্ধি পাবে এবং তা অধিকতর ন্যায়সঙ্গতভাবে বন্টন হবে।	সরকারি আর্থিক সহায়তা
৩. পৌরসভাসমূহ বাস্তব সম্মত বাজেট প্রণয়ন করবে ও পূর্ণ জবাবদিহিতার সঙ্গে তা বাস্তবায়ন করবে।	বাজেট ব্যবস্থাপনার উন্নতি
৪. প্রতিটি পৌরসভা যথাযথ পদ্ধতিতে পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করবে।	পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন
৫. বিধিমালা, প্রবিধান ও অন্যান্য আইনগত দলিলসহ পৌরসভা আইন, ২০০৯ এবং তার সংশোধনীতে বর্ণিত প্রয়োজন পূরণ করবে।	আইনগত দলিল প্রণয়ন/সংশোধন
৬. পৌরসভার প্রশাসনিক কার্যক্রমের মনিটরিং ও মূল্যায়ন যথাযথভাবে করা হবে।	মনিটরিং ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার উন্নতি
৭. পৌরসভার নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জ্ঞান ও দক্ষতাবৃদ্ধি পাবে, যাতে তারা দক্ষতার সাথে এবং কার্যকরভাবে পৌরসভার প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে।	জনবল উন্নয়ন
৮. পৌরসভায় যৌক্তিক জনবল প্রদান করা হবে।	পৌরসভার প্রয়োজনীয় যৌক্তিক জনবলের সংখ্যা নির্ধারণ

পৌরসভার সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য কৌশলগত উপাদানসমূহ নির্ধারণে, কেবল মাত্র নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জ্ঞান এবং দক্ষতা বৃদ্ধিই যথেষ্ট নয়। এজন্য চারটি পন্থা, যথা - ক) প্রাতিষ্ঠানিক; খ) সাংগঠনিক; গ) কারিগরি; এবং ঘ) নাগরিক অংশগ্রহণ বিবেচনা করা হয়েছে।

ক) **বাংলাদেশ সরকার পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক পন্থা ঃ** বাংলাদেশ সরকার পর্যায়ে আদর্শ উপ-আইনমালা, বিধিমালা ও প্রবিধান সম্পর্কিত সমস্যা মোকাবিলার বিষয় আলোচনা করা আবশ্যকীয়। এ পর্যায়ে পৌরসভা এবং বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে আন্তঃসরকার আর্থিক সম্পর্ক উন্নতির বিষয়ও আলোচনা হওয়া প্রয়োজন।

খ) **পৌরসভা পর্যায়ে সাংগঠনিক পন্থা ঃ** পৌরসভাসমূহ প্রশাসনিক বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে যে সকল বিষয় তাদেরকে বাঁধাগ্রস্থ করে তা অতিক্রমের জন্য উদ্যোগ গ্রহণে সহায়তা প্রদান করা প্রয়োজন।

গ) **নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য কারিগরি পন্থা ঃ** পৌরসভার নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং কর্মকতা/কর্মচারীদের অপর্যাপ্ত জ্ঞান এবং কারিগরি দক্ষতার অভাবে সৃষ্ট সমস্যাসমূহ মোকাবিলা করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা প্রয়োজন।

ঘ) **নাগরিকদের অংশগ্রহণ পন্থা ঃ** নাগরিকদের সচেতনতার অভাবে ও অপর্যাপ্ত অংশগ্রহণের কারণে সৃষ্ট সমস্যাবলীর মোকাবিলা করা প্রয়োজন। এ জন্য নাগরিক অংশগ্রহণ সংক্রান্তে প্রাক-বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকা আবশ্যক।

পৌরসভাসমূহ যে সকল সমস্যার মুখোমুখি হয় তার সুরাহা এবং উপরে উল্লেখিত উদ্দেশ্যেসমূহ কার্যকরভাবে বাস্তবে পরিণত করার জন্য সশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের সমগ্র কৌশলপত্র বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত থাকার ওপর জোর দেওয়া উচিত।

৫.১ কৌশলগত উপাদানসমূহ

৫.১.১ কৌশলগত উপাদান- ১ ঃ নিজস্ব উৎসের রাজস্ব বৃদ্ধি

এ কৌশলগত উপাদানটি ১ নং উদ্দেশ্য বাস্থবায়নে সহায়তা করবে।

উদ্দেশ্য- ১	হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় বৃদ্ধি পাবে এবং রাজস্বের অন্যান্য উৎস চিহ্নিত করা হবে

উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য যাচাইযোগ্য সূচক ঃ

(১) বার্ষিক ভিত্তিতে নির্ধারিত কর, টোল বা ফিস আদায়ের অনুপাত ৭৫% এর অধিক;
(২) সারা বছর ধরে অন্তর্বর্তীকালীন ভিত্তিতে এবং প্রতি ৫ বছরে একবার পুনঃমূল্যায়নের ভিত্তিতে হোল্ডিং ট্যাক্স নিরূপণ করা; এবং
(৩) হোল্ডিং ট্যাক্স ব্যতীত অন্যান্য উৎস হতে রাজস্ব বৃদ্ধি।

লক্ষ্যমাত্রা এবং কার্যক্রম

সারণী ৫-২ অনুযায়ী, প্রতিটি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য উল্লেখিত প্রধান কার্যক্রমসমূহ সম্পন্ন করা হবে বলে আশা করা যায়। প্রতিটি লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন, উদ্দেশ্য- ১ বাস্তবায়নে সহায়তা করবে।

সারণী ৫-২ ঃ লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রধান কার্যক্রমসমূহ

লক্ষ্যমাত্রা	প্রধান কার্যক্রমসমূহ
১.১। পৌরসভাসমূহ পৌরসভা কর আরোপ ও আদায় পদ্ধতি বিধিমালা, ২০১৩ তে উল্লেখিত পদ্ধতি অনুসরণে কর মূল্যায়ন ও কর আদায় কার্যক্রম পরিচালনা করতে সক্ষম হবে।	১.১.১। দেশব্যাপী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা। ১.১.২। বিধি-বিধান অনুসরণে হোল্ডিং ট্যাক্স মূল্যায়ন করা (অন্তর্বর্তীকালীন মূল্যায়ন ও পুনঃমূল্যায়ন)। ১.১.৩। হোল্ডিং ট্যাক্স খাত হতে রাজস্ব আয় নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ, যেমন- কর পরিশোধে তাগিদ পত্র প্রদান, ক্রোকী পরোয়ানা জারী ও বিক্রয় ইত্যাদি।
১.২। পৌরসভাসমূহ হোল্ডিং ট্যাক্স ব্যতীত পৌরসভা আদর্শ কর তফসিল, ২০১৪ তে নির্ধারণকৃত অন্যান্য উৎস হতে রাজস্ব সৃষ্টি ও রাজস্ব বৃদ্ধি করতে পারবে।	১.২.১। নতুন আয়ের উৎস হতে কর বৃদ্ধি করা, যেমন- সম্পত্তি ভাড়া এবং ইজারা হতে। ১.২.২। বিদ্যমান রাজস্ব উৎস থেকে রাজস্ব আয় নিশ্চিত করা, যেমন- ট্রেড লাইসেন্স ফি।
১.৩। পৌরসভাসমূহ অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আদায়ের মাসিক অগ্রগতি মনিটরিং করবে।	১.৩.১। পৌরসভার রাজস্ব আদায়ের বিষয় ওপর নিয়মিত মনিটরিং করা এবং পৌরসভার পরিষদ সভায় সে বিষয়ে প্রতিবেদন উপস্থাপন করা।
১.৪। নাগরিকদের মধ্যে কর প্রদান সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হবে।	১.৪.১। সরকারি ঘোষণার মাধ্যমে কর পরিশোধের বিষয়ে জন-সচেতনতা বৃদ্ধি করা। ১.৪.২। উন্মুক্ত বাজেট সভা, ওয়ার্ড কমিটি এবং টিএলসিসি সভার মাধ্যমে কর পরিশোধের গুরুত্ব সম্পর্কে নাগরিকদের উপলব্ধি বৃদ্ধি করা।

কার্যক্রম ভিত্তিক বাস্তবায়ন সংস্থাসমূহ

কার্যক্রম ১.১.১ (কৌশলগত উপাদান- ৭ এর সাথে সম্পর্কিত)

স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং অন্যান্য স্থানীয় প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউটস কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং পৌরসভার কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে অভীষ্ট প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে গ্রহণ করা। ভবিষ্যতে, এই প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পাইলট পৌরসভা হতে বাদবাকি পৌরসভায় সম্প্রসারিত করা হবে।

কার্যক্রম ১.১.২ - ১.১.৪

সকল প্রশিক্ষিত পাইলট পৌরসভা প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ অনুযায়ী কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করবে। অতঃপর, উক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাদবাকি পৌরসভাসমূহে সম্প্রসারণ করা হবে।

কৌশলগত উপাদানের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট

প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট নিশ্চিত করা আবশ্যক।

৫.১.২ কৌশলগত উপাদান- ২ ঃ সরকারি আর্থিক সহায়তা বৃদ্ধি

এ কৌশলগত উপাদান ২ নং উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সহায়তা করবে।

উদ্দেশ্য- ২	সরকার থেকে অনুদানের বরাদ্দ বৃদ্ধি পাবে এবং তা অধিকতর ন্যায়সঙ্গতভাবে বন্টন হবে।

উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য যাচাইযোগ্য সূচক

(১) এডিপি উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরী ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাওয়া; এবং
(২) এডিপি উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরীর অর্থ বন্টনের জন্য নীতিমালা প্রতিষ্ঠা করা।

লক্ষ্যমাত্রা এবং কার্যক্রম

সারণী ৫-৩ অনুযায়ী, প্রতিটি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য নিচের প্রধান কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে বলে আশা করা যায়। প্রতিটি লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন, উদ্দেশ্য- ২ বাস্তবায়নে সহায়তা করবে।

সারণী ৫-৩ ঃ লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রধান কার্যক্রমসমূহ

লক্ষ্যমাত্রা	প্রধান কার্যক্রমসমূহ
২.১। পৌরসভাসমূহকে ন্যূনতম নাগরিক সেবা প্রদান করার জন্য এডিপি'র উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরীর আওতায় বরাদ্দ ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি করা হবে ।	২.১.১। পৌরসভার আর্থিক সক্ষমতা ও চাহিদা চিহ্নিতকরণ এবং এডিপি উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরী ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করা। ২.১.২। পৌরসভার আর্থিক সহায়তার উন্নয়ন করা। ২.১.৩। কার্যক্রম মনিটরিং ও পর্যালোচনা করা এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।
২.২। এডিপি'র উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরী কার্যকরভাবে এবং ন্যায়সঙ্গত উপায়ে বন্টনের জন্য একটি নীতিমালা প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং তা অনুসরণ করা হবে।	২.২.১। এডিপি'র উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরীর বিদ্যমান অবস্থা পর্যালোচনা করা। ২.২.২। এডিপি'র উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরী বরাদ্দের জন্য নীতিমালা তৈরি করা, যাতে পৌরসভা ভিত্তিক পৌরসভার কর্মদক্ষতা, আয়তন ও জনসংখ্যা, উন্নয়ন সম্ভাবনা, পৌরসভার বিশেষ অবস্থা (উদাহরণস্বরূপ, সংশ্লিষ্ট পৌরসভা, বাংলাদেশ সরকার বা উন্নয়ন সহযোগীদের কোনো প্রকল্প দ্বারা লাভবান কিনা) জরুরী অবস্থা, ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
	২.২.৩। নতুনভাবে তৈরি নীতিমালা বাস্তবায়ণ করা। ২.২.৪। কার্যক্রম মনিটরিং ও পর্যালোচনা করা এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

কার্যক্রম ভিত্তিক বাস্তবায়ন সংস্থাসমূহ

স্থানীয় সরকার বিভাগের কোন উপযুক্ত শাখা (বা দায়িত্বশীল কর্মকর্তা) চিহ্নিত করা হবে যে শাখা (বা দায়িত্বশীল কর্মকর্তা) উপরে বর্ণিত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকবে।

কৌশলগত উপাদানের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট

বাজেটের এ বিষয়টি অধ্যায় ৬ এর ৬.৩-এ (আর্থিক ব্যবস্থার বিস্তারিত) আলোচনা করা হয়েছে।

৫.১.৩ কৌশলগত উপাদান- ৩ ঃ বাজেট ব্যবস্থাপনার উন্নতি

এ কৌশলগত উপাদান ৩ নং উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সহায়তা করবে।

উদ্দেশ্য- ৩	পৌরসভাসমূহ বাস্তবসম্মত বাজেট প্রণয়ন করবে ও পূর্ণ জবাবদিহিতার সঙ্গে তা বাস্তবায়ন করবে।

উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য যাচাইযোগ্য সূচক

(১) পূর্ববর্তী বছরের বাজেট ও প্রকৃত ব্যয়ের ওপর ভিত্তি ক'রে বাজেট প্রস্তাবনা প্রস্তুত করা;
(২) বাজেট প্রস্তাবনা পৌরসভা কার্যালয়ে প্রদর্শন করা; এবং
(৩) বাজেট প্রস্তাবনা টিএলসিসিতে আলোচনা করা।

লক্ষ্যমাত্রা এবং কার্যক্রম

সারণী ৫-৪ অনুযায়ী, প্রতিটি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য নিম্নে উল্লিখিত প্রধান কার্যক্রমসমূহ সম্পন্ন করা হবে বলে আশা করা যায়। প্রতিটি লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন, উদ্দেশ্য- ৩ বাস্তবায়নে সহায়তা করবে।

সারণী ৫-৪ ঃ লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রধান কার্যক্রমসমূহ

লক্ষ্যমাত্রা	প্রধান কার্যক্রমসমূহ
৩.১। আইন ও বিধিমালা অনুসরণ ক'রে পৌরসভা একটি বাস্তবসম্মত বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন করবে।	৩.১.১। বাস্তবসম্মত বাজেট প্রণয়নের জন্য পৌরসভার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জ্ঞান এবং দক্ষতার উন্নয়ন করা।
৩.২। বাজেট প্রণয়নের প্রক্রিয়ায় পৌরসভাসমূহের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে।	৩.২.১। বাজেট অনুমোদনের পূর্বে খসড়া বাজেটের ওপর স্থায়ী কমিটি, ওয়ার্ড কমিটি এবং টিএলসিসি'র সভায় আলোচনা করা।
৩.৩। বিধিমালা ও পদ্ধতি অনুসরণে পৌরসভাসমূহ বাজেট বাস্তবায়ন মনিটরিং করবে।	৩.৩.১। বাজেটের বাস্তবায়ন নিয়মিত মনিটরিং করা এবং পরিষদ ও মেয়র বরাবর নিয়মিত প্রতিবেদন দেওয়ার ব্যবস্থা করা। ৩.৩.২। একটি অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার ব্যবস্থাসহ অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা।
৩.৪। বাজেট বাস্তবায়নে পৌরসভাসমূহের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে।	৩.৪.১। বাজেটের বাস্তবায়ন মনিটরিং এর জন্য হিসাব ও নিরীক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি, ওয়ার্ড কমিটি এবং টিএলসিসি-কে সক্রিয় করা।

কার্যক্রম ভিত্তিক বাস্তবায়ন সংস্থাসমূহ

কার্যক্রম ৩.১.১ (কৌশলগত উপাদান- ৭ সম্পর্কিত)

স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং অন্যান্য স্থানীয় প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং পৌরসভার কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে অভীষ্ট প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে নির্বাচনের কার্যক্রম গ্রহণ করা। ভবিষ্যতে এ প্রশিক্ষণ পাইলট পৌরসভা হতে বাদবাকি পৌরসভায় সম্প্রসারিত করা হবে।

কার্যক্রম ৩.২.১ - ৩.৪.১

সকল প্রশিক্ষিত পাইলট পৌরসভা, প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ অনুযায়ী, কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করবে। অতঃপর, উক্ত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পাইলট পৌরসভা হতে বাদবাকি পৌরসভায় সম্প্রসারিত করা হবে।

কৌশলগত উপাদানের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট

প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট নিশ্চিত করা আবশ্যক।

৫.১.৪ কৌশলগত উপাদান- ৪ ঃ পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন

এ কৌশলগত উপাদান ৪ নং উদ্দেশ্য বাস্থবায়নে সহায়তা করবে।

উদ্দেশ্য- ৪	প্রতিটি পৌরসভা যথাযথ পদ্ধতিতে পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে।

উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য যাচাইযোগ্য সূচক

(১) প্রকল্পের অগ্রাধিকার সম্বলিত পৌরসভার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করা; এবং
(২) পরিষদ ও টিএলসিসি'র মাধ্যমে পৌরসভার উন্নয়ন পরিকল্পনা যথাযথভাবে মনিটরিং করা।

লক্ষ্যমাত্রা এবং কার্যক্রম

সারণী ৫-৫ অনুযায়ী, প্রতিটি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য নিচের প্রধান কার্যক্রমসমূহ সম্পন্ন করা হবে বলে আশা করা যায়। প্রতিটি লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন, উদ্দেশ্য- ৪ বাস্তবায়নে সহায়তা করবে।

সারণী ৫-৫ ঃ লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রধান কার্যক্রমসমূহ

লক্ষ্যমাত্রা	প্রধান কার্যক্রমসমূহ
৪.১। পৌরসভার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নকে আনুষ্ঠানিকভাবে উৎসাহিত করা হবে।	৪.১.১। পৌরসভাসমূহের জন্য তাদের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের সুবিধার্থে একটি নির্দেশিকা প্রস্তুত ও বাস্তবায়ন করা।
৪.২। পৌরসভাসমূহ তাদের পৌরসভার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হবে।	৪.২.১। পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য পৌরসভার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

কার্যক্রম ভিত্তিক বাস্তবায়ন সংস্থাসমূহ

কার্যক্রম ৪.১.১ ঃ স্থানীয় সরকার বিভাগের কোন উপযুক্ত শাখা এ সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করার উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

কার্যক্রম ৪.২.১ ঃ (কৌশলগত উপাদান- ৭ এর সাথে সম্পর্কিত)

স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং অন্যান্য প্রশিক্ষণ ইন্সটিটিউট কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং পৌরসভার কর্মচারীদেরকে অভীষ্ট প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে নির্বাচন করার কার্যক্রম গ্রহণ করা। সকল প্রশিক্ষিত পৌরসভা প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবে।

কৌশলগত উপাদানের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট

প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট নিশ্চিত করা আবশ্যক।

৫.১.৫ কৌশলগত উপাদান- ৫ ঃ আইনগত দলিলের প্রণয়ন/সংশোধন

এ কৌশলগত উপাদান ৫ নং উদ্দেশ্য বাস্তুবায়নে সহায়তা করবে।

উদ্দেশ্য-৫	বিধিমালা, প্রবিধান ও অন্যান্য আইনগত দলিলসহ পৌরসভা আইন, ২০০৯ এবং তার সংশোধনীতে বর্ণিত প্রয়োজন পূরণ করবে।

উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য যাচাইযোগ্য সূচক

(১) সরকার কর্তৃক আইন ও বিধিমালা সংশোধন ও হালনাগাদ করা; এবং

(২) পৌরসভা কর্তৃক কেন্দ্রীয় সরকারের সংশোধিত ও হালনাগাদকৃত আইন ও বিধিমালা এর সাথে সম্পর্ক রেখে তাদের নিজস্ব প্রবিধান ও উপ-আইনমালা সংশোধন এবং হালনাগাদ করা।

লক্ষ্যমাত্রা এবং কার্যক্রম

সারণী ৫-৬ অনুযায়ী, প্রতিটি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য নিচের প্রধান কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে বলে আশা করা যায়। প্রতিটি লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন, উদ্দেশ্য- ৫ বাস্তবায়নে সহায়তা করবে।

সারণী ৫-৬ ঃ লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রধান কার্যক্রমসমূহ

উদ্দেশ্য	প্রধান কার্যক্রমসমূহ
৫.১। বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল অ্যাক্ট, ১৯৩২ এবং পৌরসভার অধ্যাদেশ, ১৯৭৭ জারীর পর প্রণীত সকল বিধিমালা পৌরসভা আইন, ২০০৯ এর সাথে সামঞ্জস্য বিধান এবং তার বর্তমান প্রয়োজনীয়তা সংশোধন অথবা হালনাগাদ করা হবে।	৫.১.১। পুরাতন বিধিমালা পর্যালোচনা এবং সংশোধন/পরিবর্তন করা এবং প্রয়োজনীয় নতুন বিধিমালা প্রণয়ন করা।
৫.২। পৌরসভা আইন, ২০০৯-এর বর্তমান চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ক'রে পৌরসভা কর্তৃক প্রবিধান ও উপ-আইনমালা প্রণয়ন করা হবে।	৫.২.১। পৌরসভার কার্যাবলী স্বাচ্ছন্দের সাথে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রবিধান ও উপ-আইনমালা চিহ্নিতকরণের জন্য বহিঃস্থ সহায়তার ব্যবস্থা করা। ৫.২.২। আদর্শ/নমূনা প্রবিধান ও উপ-আইনমালা প্রণয়নের মাধ্যমে পৌরসভা কর্তৃক গুরুত্বপূর্ণ প্রবিধান ও উপ-আইনমালা প্রণয়নে (স্থায়ী কমিটি সম্পর্কে যেমনটি করা হয়েছে) সহায়তা করা।
৫.৩। পৌরসভার কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ নতুন বা সংশোধিত আইন, নির্দেশিকা, বিধিমালা, প্রবিধান, উপ-আইনমালা, ইত্যাদি প্রয়োগ করতে সক্ষম হবে।	৫.৩.১। উপরে বর্ণিত সমাপ্ত কার্যক্রমগুলোর ওপর ভিত্তি ক'রে তৈরি ১ সেট নতুন পৌরসভা ম্যানুয়াল প্রচার করা। ৫.৩.২। আইন, নির্দেশিকা, বিধিমালা, প্রবিধান, উপ-আইনমালা ইত্যাদি ব্যবহারের ওপর প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ (শ্রেণিকক্ষ ও কর্মক্ষেত্রে) পরিচালনা এবং পৌরসভা কার্যক্রমে বিধি-বিধানের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা। ৫.৩.৩। বিশেষ ক'রে, সংশোধিত অথবা নতুন বিধিমালা ও প্রবিধান অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়নে পৌরসভার কর্মদক্ষতা মনিটরিং করা এবং তদানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

কার্যক্রম ভিত্তিক বাস্তবায়ন সংস্থাসমূহ

আইন ও বিধিমালা, ইত্যাদি প্রণয়ন বা সংশোধনের বিষয়ে স্থানীয় সরকার বিভাগ উদ্যোগ গ্রহণ করবে। এনআইএলজি, এলজিইডি, ডিপিএইচই এবং অনুরূপ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহায়তা স্থানীয় সরকার বিভাগ পৌরসভায় প্রশিক্ষণ প্রদান করবে।

কৌশলগত উপাদানের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট

প্রশিক্ষণের ব্যয় ছাড়াও পরিবর্তীত আইন, বিধিমালা, ইত্যাদি মুদ্রনের জন্য অতিরিক্ত বাজেট বরাদ্দ প্রয়োজন।

৫.১.৬ কৌশলগত উপাদান- ৬ ঃ মনিটরিং ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার উন্নতি

এই কৌশলগত উপাদান ৬ নং উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে সহায়তা করবে।

উদ্দেশ্য-৬	পৌরসভার প্রশাসনিক কার্যক্রমের মনিটরিং ও মূল্যায়ন যথাযথভাবে করা হবে।

উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য যাচাইযোগ্য সূচক

(১) পৌরসভার প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহৃত ব্যবহারিক হ্যান্ডবুকে মনিটরিং ও মূল্যায়নের জন্য আদর্শ মানদন্ডের উল্লেখ থাকবে; এবং

(২) পৌর-পরিষদ, স্থায়ী কমিটি এবং টিএলসিসি কর্তৃক মনিটরিং ও মূল্যায়ন কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

লক্ষ্যমাত্রা এবং কার্যক্রম

সারণী ৫-৭ অনুযায়ী, প্রতিটি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য নিচের প্রধান কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে বলে আশা করা যায়। প্রতিটি লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন, উদ্দেশ্য- ৬ বাস্তবায়নে সহায়তা করবে।

সারণী ৫-৭ ঃ লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রধান কার্যক্রসমূহ

লক্ষ্যমাত্রা	প্রধান কার্যক্রমসমূহ
৬.১। কাউন্সিলর ও নাগরিকগণ, পৌর-পরিষদ ও টিএলসিসিতে আলোচনার মাধ্যমে, মনিটরিং ও মূল্যায়ন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হবে।	৬.১.১। মনিটরিং ও মূল্যায়ন কার্যক্রমে স্টেকহোল্ডারদের ভূমিকা ও দায়িত্ব নির্ধারণ করা। ৬.১.২। সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

কার্যক্রম ভিত্তিক বাস্তবায়ন সংস্থাসমূহ

কার্যক্রম অনুযায়ী প্রধান সংস্থা/ব্যক্তি নিম্নরূপ ঃ

কার্যক্রম ৬.১.১ ঃ স্থানীয় সরকার বিভাগ উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

কার্যক্রম ৬.১.২ (কৌশলগত উপাদান- ৭ এর সাথে সম্পর্কিত) ঃ স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং উপযুক্ত অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রশিক্ষণ প্রদান করবে। প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির পর পৌরসভাসমূহ মনিটরিং ও মূল্যায়ণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে।

কৌশলগত উপাদানের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট

প্রশিক্ষণের জন্য বাজেট নিশ্চত করা আবশ্যক।

৫.১.৭ কৌশলগত উপাদান- ৭ ঃ মানব সম্পদ উন্নয়ন

এ কৌশলগত উপাদান, উদ্দেশ্য- ৭ বাস্তবায়নে সহায়তা করবে।

উদ্দেশ্য-৭	পৌরসভার নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে, যাতে তারা দক্ষতার সাথে এবং কার্যকরভাবে পৌরসভার প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে।

উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য যাচাইযোগ্য সূচক

(১) প্রশিক্ষণ পাঠ্যসূচি ও উপাদান এবং তার বাস্তবায়ন কাঠামো প্রস্তুত করা হয়েছে; এবং
(২) ২০২২ সালের মধ্যে সকল পৌরসভাকে মানসম্মত প্রশিক্ষণ প্রদান করা সম্পন্ন হবে (২য় পর্যায় -এর শেষে)।

লক্ষ্যমাত্রা এবং কার্যক্রম

সারণী ৫-৮ অনুযায়ী প্রতিটি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য নিচের প্রধান কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে বলে আশা করা যায়। প্রতিটি লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন, উদ্দেশ্য- ৭ বাস্তবায়নে সহায়তা করবে।

সারণী ৫-৮ ঃ লক্ষ্যমাত্রা ও প্রধান কার্যক্রমসমূহ ।

লক্ষ্যমাত্রা	প্রধান কার্যক্রমসমূহ
৭.১। পৌরসভার নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ তাদের অভিজ্ঞতা বিষয়ে অধিকতর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করবে	৭.১.১। মানসম্মত প্রশিক্ষণ প্যাকেজ প্রণয়নের জন্য ব্যবহারিক হ্যান্ডবুক এবং পাঠক্রমের উপাদান প্রস্তুত করা (সারণী ৫-৯)। ৭.১.২। নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং পৌরসভার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য দেশব্যাপী প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান সম্পন্ন করা (সারণী ৫-৯)।

সারণী ৫-৯ ঃ প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ

৮টি উদ্দেশ্যের সাথে সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ		অগ্রাধিকারভিত্তিক নাগরিক সেবার সাথে সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহ
নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জন্য	পৌরসভার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য	
• পৌরসভা আইন, ২০০৯ ও সংশ্লিষ্ট মৌলিক বিধিমালা এবং পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্তিসহ ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম • পৌরসভার কার্যক্রমসমূহের মনিটরিং ও মূল্যায়ন • আর্থিক ব্যবস্থাপনা (বাজেট প্রণয়ন, মনিটরিং, কর আদায় এবং কর মূল্যায়ন)	• উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন বাজেট প্রণয়ন, হিসাবরক্ষণ, মনিটরিং ও প্রতিবেদন প্রস্তুতকরণ • কর মূল্যায়ন ও আদায় • পৌরসভার কার্যক্রমসমূহের মনিটরিং ও মূল্যায়ন • ওয়ার্ড কমিটি এবং টিএলসিসি'র মাধ্যমে নাগরিকদের অংশগ্রহণ	১) নগর এলাকা পরিকল্পনা (আরবান এরিয়া প্ল্যান) এবং ওয়ার্ড ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা সহ (ওয়ার্ড এ্যাকশন প্ল্যান) মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন ২) পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা (পিডিপি) প্রণয়ন ৩) ইমারতের নকশা অনুমোদন ৪) নির্মিত ইমারত পরিদর্শন ৫) ইমারত নির্মাণ নিয়ন্ত্রণ ৬) জমির উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন পরিদর্শন, ও নিয়ন্ত্রণ ৭) নতুন সড়ক নির্মাণ অনুমোদন ৮) সাধারণের সড়ক (নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ) ৯) পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা (নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ) ১০) বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ১১) পানি সরবরাহ (সরকারি) ১২) সড়ক বাতি ১৩) পাবলিক টয়লেট (নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ) ১৪) পৌরসভার বেসামরিক প্রতিরক্ষা (নিরাপত্তা)

কৌশলপত্রে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য গৃহীত পন্থা

পৌরসভার সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রস্তাবিত ৩টি পন্থা নিম্নে বর্ণিত হ'ল ঃ

১। গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ;

২। সর্বজনস্বীকৃত বা বিশেষ প্রশিক্ষণ; এবং

৩। পারস্পরিক শিখন/সমকক্ষ ব্যক্তির দ্বারা শিক্ষা (Horizontal Learning)।

এ কৌশলপত্রে মূল প্রশিক্ষণের মূখ্য বিষয়সমূহের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। উন্নয়ন সহযোগী ও সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের সহযোগীতায় পৌরসভা সক্ষমতা উন্নয়ন কাঠামোর আওতায় বাদবাকি পদক্ষেপগুলো এনআইএলজি'র নেতৃত্বে পৌরসভার জন্য নির্ধারণ করা হবে।

কার্যক্রম ভিত্তিক বাস্তবায়ন সংস্থাসমূহ

কার্যক্রম ৭.১.১ ঃ এ কার্যক্রম পর্যায়-১ এ সম্পন্ন করা হবে

কার্যক্রম ৭.১.২ ঃ এ কার্যক্রম "কৌশল বাস্তবায়ন কমিটি" বাস্তবায়ন করবে যেখানে স্থানীয় সরকার বিভাগ প্রধান সংস্থা হিসেবে এনআইএলজি, এলজিইডি ও ডিপিএইচই এর সহায়তায় স্থানীয়ভাবে পৌরসভাসমূহকে প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করবে। এনআইএলজি, কারিগরি বা প্রযুক্তিগত নয়- এমন বিষয়ের এবং এলজিইডি ও ডিপিএইচই কারিগরি বা প্রযুক্তিগত বিষয়ের দায়িত্বে থাকবে।

কৌশলগত উপাদানের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট

প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট নিশ্চিত করতে হবে।

৫.১.৮ কৌশলগত উপাদান- ৮ ঃ পৌরসভার প্রয়োজনীয় সর্বোচ্চ জনবলের সংখ্যা নির্ধারণ

এ কৌশলগত উপাদান ৮ নং উদ্দেশ্য বাস্থবায়নে সহায়তা করবে।

উদ্দেশ্য- ৮	পৌরসভায় যৌক্তিক জনবল প্রদান করা হবে।

উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য যাচাইযোগ্য সূচক

পৌরসভার যৌক্তিক জনবল কাঠামো প্রণয়ন ও কার্যকর করা হয়েছে।

লক্ষ্যমাত্রা এবং কার্যক্রম

সারণী ৫-১০ অনুযায়ী, প্রতিটি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য নিচের প্রধান কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে বলে আশা করা যায়। প্রতিটি লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে অর্জন, উদ্দেশ্য ৮ বাস্থবায়নে সহায়তা করবে।

সারণী ৫-১০ ঃ লক্ষ্যমাত্রা এবং প্রধান কার্যক্রমসমূহ

লক্ষ্যমাত্রা	প্রধান কার্যক্রমসমূহ
৮.১। পৌরসভার জনবল কাঠামোতে সংস্থানকৃত পদসমূহের মধ্যে সীমিত রেখে পৌরসভার প্রকৃত চাহিদ অনুযায়ী, প্রতিটি পদের বিপরীতে কাজের বিবরণসহ, প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারী সমন্বয়ে পৌরসভার যৌক্তিক জনবল কাঠামো প্রস্তুত করা হবে।	৮.১.১। যৌক্তিক জনবল নিয়োগ দেয়ার জন্য রাজস্ব বাজেট বৃদ্ধি করা। ৮.১.২। প্রতিটি পৌরসভায় জনবলের পর্যাপ্ততা নিরূপণ করা এবং স্টাফের যথাযথ সংখ্যা শনাক্ত করা।
৮.২। যৌক্তিক জনবল কাঠামো অনুযায়ী পৌরসভার স্টাফদেরকে সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানের জন্য নিয়োজিত করা হবে।	৮.২.১। স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উপযুক্ত ব্যক্তিদেরকে নিয়োগ প্রদান করা। ৮.২.২। নিয়োগকৃত ব্যক্তিকে উপযুক্ত পদে পদায়ন করা।

কার্যক্রম ভিত্তিক বাস্তবায়ন সংস্থাসমূহ

সকল পর্যায়ে পৌরসভাকে উদ্যোগ নিতে হবে

কৌশলগত উপাদানের জন্য প্রয়োজনীয় বাজেট

সম্ভাব্য পদসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে প্রয়োজনীয় জনবলের ব্যয় নির্বাহ করার জন্য বাজেটে বরাদ্দ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

৫.২ কৌশলগত উপাদান এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ

নিম্নোক্ত সারণী ৫-১১ তে নির্দিষ্ট কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের বিবরণ সংক্ষিপ্ত আকারে প্রদান করা হয়েছে ঃ

সারণী ৫-১১ ঃ প্রধান কার্যক্রমসমূহের বিপরীতে বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ

কৌশলগত উপাদান	উদ্দেশ্য	লক্ষ্যমাত্রা	প্রধান কার্যক্রমসমূহ	বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ
১। নিজস্ব উৎসের রাজস্ব বৃদ্ধি	১। হোল্ডিং ট্যাক্স আদায় বৃদ্ধি পাবে এবং রাজস্বের অন্যান্য উৎস চিহ্নিত করা হবে।	১.১। পৌরসভাসমূহ পৌরসভা কর আরোপ ও আদায় পদ্ধতি বিধিমালা, ২০১৩ তে উল্লেখিত পদ্ধতি অনুসরণে কর মূল্যায়ন ও কর আদায় কার্যক্রম পরিচালনা করতে সক্ষম হবে।	১.১.১। দেশব্যাপী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা।	এলজিডি, এলজিইডি, এনআইএলজি, ডিপিএইচই (প্রস্তাবিত)
			১.১.২। বিধি-বিধান অনুসরণে হোল্ডিং ট্যাক্স মূল্যায়ন করা (অন্তবর্তীকালীন মূল্যায়ন ও পুনঃমূল্যায়ন)।	পৌরসভা
			১.১.৩। হোল্ডিং ট্যাক্স খাত হতে রাজস্ব আয় নিশ্চিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ, যেমন- কর পরিশোধে তাগিদ পত্র প্রদান, ক্রোকী পরোয়ানা জারী ও বিক্রয় ইত্যাদি।	পৌরসভা
		১.২। পৌরসভাসমূহ হোল্ডিং ট্যাক্স ব্যতীত পৌরসভা আদর্শ কর তফসিল, ২০১৪ তে নির্ধারণকৃত অন্যান্য উৎস হতে রাজস্ব সৃষ্টি ও রাজস্ব বৃদ্ধি করতে পারবে।	১.২.১। নতুন আয়ের উৎস হতে কর বৃদ্ধি করা যেমন- সম্পত্তি ভাড়া এবং ইজারা হতে।	পৌরসভা
			১.২.২। বিদ্যমান রাজস্ব উৎস থেকে রাজস্ব আয় নিশ্চিত করা, যেমন- ট্রেড লাইসেন্স ফি।	পৌরসভা
		১.৩। পৌরসভাসমূহ অভ্যন্তরীণ রাজস্ব আদায়ের মাসিক অগ্রগতি মনিটরিং করবে।	১.৩.১। পৌরসভার রাজস্ব আদায়ের বিষয় নিয়মিত মনিটরিং করা এবং পৌরসভার পরিষদ সভায় সে বিষয়ে প্রতিবেদন উপস্থাপন করা।	পৌরসভা
		১.৪। নাগরিকদের মধ্যে কর প্রদান সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা হবে।	১.৪.১। সরকারি ঘোষণার মাধ্যমে কর পরিশোধের বিষয়ে জন-সচেতনতা বৃদ্ধি করা।	পৌরসভা
			১.৪.২। উন্মুক্ত বাজেট সভা, ওয়ার্ড কমিটির সভা ও টিএলসিসি সভার মাধ্যমে কর পরিশোধের গুরুত্ব সম্পর্কে নাগরিকদের উপলব্ধি বৃদ্ধি করা।	পৌরসভা
	২। সরকার থেকে অনুদানের বরাদ্দ বৃদ্ধি পাবে এবং তা অধিকতর ন্যায়সঙ্গতভাবে বন্টন হবে।	২.১। পৌরসভাসমূহকে ন্যূনতম নাগরিক সেবা প্রদান করার জন্য এডিপি'র উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরীর আওতায় বরাদ্দ ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি করা হবে।	২.১.১। পৌরসভার আর্থিক সক্ষমতা ও চাহিদা চিহ্নিতকরণ এবং এডিপি'র উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরী ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধির পরিকল্পনা গ্রহণ করা।	এলজিডি
			২.১.২। পৌরসভার আর্থিক সহায়তার উন্নয়ন করা।	এলজিডি

কৌশলগত উপাদান	উদ্দেশ্য	লক্ষ্যমাত্রা	প্রধান কার্যক্রমসমূহ	বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ
২। সরকারি আর্থিক সহায়তা			২.১.৩। কার্যক্রম মনিটরিং ও পর্যালোচনা করা এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।	এলজিডি
		২.২। এডিপি উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরী কার্যকরভাবে এবং ন্যায়সঙ্গত উপায়ে বন্টনের জন্য একটি নীতিমালা প্রতিষ্ঠা করা হবে এবং তা অনুসরণ করা হবে।	২.২.১। এডিপি'র উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরীর বিদ্যমান অবস্থা পর্যালোচনা করা।	এলজিডি
			২.২.২। এডিপি উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরী বরাদ্দের জন্য নীতিমালা তৈরি করা, যাতে পৌরসভাভিত্তিক পৌরসভার কর্মদক্ষতা, আয়তন ও জনসংখ্যা, উন্নয়ন সম্ভাবনা, পৌরসভার বিশেষ অবস্থা (উদাহরণস্বরূপ, সংশ্লিষ্ট পৌরসভা, বাংলাদেশ সরকার বা উন্নয়ন সহযোগীদের কোনো প্রকল্প দ্বারা লাভবান কিনা), জরুরী অবস্থা ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে।	এলজিডি
			২.২.৩। নতুনভাবে তৈরি নীতিমালা বাস্তবায়ন করা।	এলজিডি
			২.২.৪। কার্যক্রম মনিটরিং ও পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা।	এলজিডি
৩। বাজেট ব্যবস্থাপনার উন্নতি	৩। পৌরসভাসমূহ বাস্তবসম্মত বাজেট প্রণয়ন করবে এবং পূর্ণ জবাবদিহিতার সঙ্গে তা বাস্তবায়ন করবে।	৩.১। আইন ও বিধিমালা অনুসরণ ক'রে পৌরসভা একটি বাস্তবসম্মত বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন করবে।	৩.১.১। বাস্তবসম্মত বাজেট প্রণয়নের জন্য পৌরসভার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জ্ঞান এবং দক্ষতা উন্নয়ন করা।	এলজিডি, এনআইএলজি, এলজিইডি (সম্ভাব্য)
		৩.২। বাজেট প্রণয়নের প্রক্রিয়ায় পৌরসভাসমূহের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে।	৩.২.১। বাজেট অনুমোদনের পূর্বে খসড়া বাজেটের ওপর স্থায়ী কমিটি, ওয়ার্ড কমিটি এবং টিএলসিসি'র সভায় আলোচনা করা।	পৌরসভা
		৩.৩। বিধিমালা ও পদ্ধতি অনুসরণে পৌরসভাসমূহ তাদের বাজেটের বাস্তবায়ন মনিটরিং করবে।	৩.৩.১। বাজেটের বাস্তবায়ন নিয়মিত মনিটরিং করা এবং পরিষদ ও মেয়র বরাবরে নিয়মিত প্রতিবেদন দেওয়ার ব্যবস্থা করা।	পৌরসভা
			৩.৩.২। একটি অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার ব্যবস্থাসহ অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা।	পৌরসভা
		৩.৪। বাজেট বাস্তবায়নে পৌরসভাসমূহের জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাবে ।	৩.৪.১। বাজেটের বাস্তবায়ন মনিটরিং এর জন্য হিসাব ও নিরীক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটি, ওয়ার্ড কমিটি এবং টিএলসিসি কে সক্রিয় করা।	পৌরসভা
৪। পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন	৪। প্রতিটি পৌরসভা যথাযথ পদ্ধতিতে পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করবে।	৪.১। পৌরসভার উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নকে আনুষ্ঠানিকভাবে উৎসাহিত করা হবে।	৪.১.১। পৌরসভাসমূহের জন্য তাদের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নের সুবিধার্থে একটি নির্দেশিকা প্রস্তুত ও বস্তবায়ন করা।	এলজিডি
		৪.২। পৌরসভাসমূহ তাদের পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হবে।	৪.২.১। পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য পৌরসভার কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা।	এলজিডি, এনআইএলজি, এলজিইডি (সম্ভাব্য)

কৌশলগত উপাদান	উদ্দেশ্য	লক্ষ্যমাত্রা	প্রধান কার্যক্রমসমূহ	বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ
৫। আইনগত দলিল প্রণয়ন/সংশোধন	৫। বিধিমালা, প্রবিধান ও অন্যান্য আইনগত দলিলসহ পৌরসভা আইন, ২০০৯ এবং তার সংশোধনীতে বর্ণিত প্রয়োজন পূরণ করবে।	৫.১। বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল এ্যাক্ট, ১৯৩২ এবং পৌরসভা অধ্যাদেশ, ১৯৭৭ জারীর পর সকল বিধিমালা পৌরসভা আইন, ২০০৯ এর সাথে সামঞ্জস্য বিধান এবং তার বর্তমান প্রয়োজনীয়তা পুরণের জন্য সংশোধন অথবা হালনাগাদ করা হবে।	৫.১.১। পুরাতন বিধিমালা পর্যালোচনা এবং সংশোধন/পরিবর্তন করা এবং প্রয়োজনীয় নতুন বিধিমালা প্রণয়ন করা।	এলজিডি
		৫.২। পৌরসভা আইন, ২০০৯-এর বর্তমান চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ক'রে পৌরসভা কর্তৃক প্রবিধান ও উপ-আইনমালা প্রণয়ন করা হবে।	৫.২.১। পৌরসভার কার্যাবলী স্বাচ্ছন্দের সাথে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রবিধান ও উপ-আইনমালা চিহ্নিত করণের জন্য বহিঃস্থ সহায়তার ব্যবস্থা করা।	এলজিডি
			৫.২.২। আদর্শ/নমূনা প্রবিধান ও উপ-আইনমালা প্রণয়নের মাধ্যম পৌরসভা কর্তৃক গুরুত্বপূর্ণ প্রবিধান ও উপ-আইনমালা প্রণয়নে (স্থায়ী কমিটি সম্পর্কে যেমনটি করা হয়েছে) সহায়তা করা।	এলজিডি
		৫.৩। পৌরসভার কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ নতুন বা সংশোধিত আইন, নির্দেশিকা, বিধিমালা, প্রবিধান, উপ-আইনমালা, ইত্যাদি প্রয়োগ করতে সক্ষম হবে।	৫.৩.১। উপরে বর্ণিত সমাপ্ত কার্যক্রমগুলোর ওপর ভিত্তি ক'রে তৈরি ১ সেট নতুন পৌরসভা ম্যানুয়াল প্রকাশ করা।	এলজিডি, এনআইএলজি, এলজিইডি, ডিপিএইচই (সম্ভাব্য)
			৫.৩.২। আইন, নির্দেশিকা, বিধিমালা, প্রবিধান, উপ-আইনমালা ইত্যাদি ব্যবহারের ওপর প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ (শ্রেণিকক্ষ ও কর্মক্ষেত্রে) পরিচালনা এবং পৌরসভা কার্যক্রমে বিধি-বিধানের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা।	এলজিডি, এনআইএলজি, এলজিইডি, ডিপিএইচই (সম্ভাব্য)
			৫.৩.৩। বিশেষ করে, সংশোধিত অথবা নতুন বিধিমালা ও প্রবিধান অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তায়নে পৌরসভার কর্মদক্ষতা মনিটরিং করা এবং তদানুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	এলজিডি
৬। মনিটরিং ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার উন্নতি	৬। পৌরসভার প্রশাসনিক কার্যক্রমের মনিটরিং ও মূল্যায়ন যথাযথভাবে করা হবে।	৬.১ কাউন্সিলর ও নাগরিকগণ, পৌর পরিষদ ও টিএলসিসিতে আলোচনার মাধ্যমে, মনিটরিং ও মূল্যায়ন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হবে ।	৬.১.১। মনিটরিং ও মূল্যায়ন কার্যক্রমে স্টেকহোল্ডারদের ভূমিকা ও দায়িত্ব নির্ধারণ করা।	এলজিডি
			৬.১.২। সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।	এলজিডি, এনআইএলজি
৭। জনবল উন্নয়ন	৭। পৌরসভার নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীদের	৭.১। পৌরসভার নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীগণ তাদের	৭.১.১। মানসম্মত প্রশিক্ষণ প্যাকেজ প্রণয়নের জন্য ব্যবহারিক হ্যান্ডবুক এবং পাঠক্রমের উপাদান প্রস্তুত করা। (সারণী ৫-৯)	এলজিডি, এনআইএলজি

কৌশলগত উপাদান	উদ্দেশ্য	লক্ষ্যমাত্রা	প্রধান কার্যক্রমসমূহ	বাস্তবায়নকারী সংস্থাসমূহ
	জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে, যাতে তারা দক্ষতার সাথে এবং কার্যকরভাবে পৌরসভার প্রশাসনিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে।	অভিজ্ঞতা বিষয়ে অধিকতর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করবে।	৭.১.২। নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং পৌরসভার কর্মচারীদের জন্য দেশব্যাপী প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান সম্পন্ন করা। (সারণী ৫-৯)	কৌশলপত্র বাস্তবায়ন কমিটি[৩২], এলজিডি, এনআইএলজি, এলজিইডি, ডিপিএইচই
৮। পৌরসভার প্রয়োজনীয় যৌক্তিক জনবলের সংখ্যা নির্ধারণ	৮। পৌরসভায় যৌক্তিক জনবল প্রদান করা হবে	৮.১। পৌরসভার জনবল কাঠামোতে সংস্থানকৃত পদসমূহের মধ্যে সীমিত রেখে পৌরসভার প্রকৃত চাহিদা অনুযায়ী, প্রতিটি পদের বিপরীতে কাজের বিবরণসহ, প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারী সমন্বয়ে পৌরসভার যৌক্তিক জনবল কাঠামো প্রস্তুত করা হবে।	৮.১.১। যৌক্তিক জনবল নিয়োগ দেয়ার জন্য রাজস্ব বাজেট বৃদ্ধি করা।	পৌরসভা
			৮.১.২। প্রতিটি পৌরসভায় জনবলের পর্যাপ্ততা নিরূপণ করা এবং স্টাফের যথাযথ সংখ্যা শনাক্ত করা ।	পৌরসভা
		৮.২। যৌক্তিক জনবল কাঠামো অনুযায়ী পৌরসভার স্টাফদেরকে সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানের জন্য নিয়োজিত করা হবে।	৮.২.১। স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উপযুক্ত ব্যক্তিদেরকে নিয়োগ প্রদান করা।	পৌরসভা
			৮.২.২। নিয়োগকৃত ব্যক্তিকে উপযুক্ত পদে পদায়ন করা।	পৌরসভা

[৩২] উপ-অনুচ্ছেদ ৬.১.৪ দেখুন

৫.৩ কৌশলপত্র বাস্তবায়নের রোডম্যাপ

নিম্নে উল্লেখিত কৌশলপত্র বাস্তবায়নের রোডম্যাপটি অধ্যায় ৫ এর সার-সংক্ষেপ এবং এ রোডম্যাপটির মাধ্যমে কৌশলগত উপাদান, কৌশল প্রয়োগের পন্থা, নির্দিষ্ট সময়সূচিসহ প্রধান কার্যক্রমের তালিকা দেখানো হয়েছে।

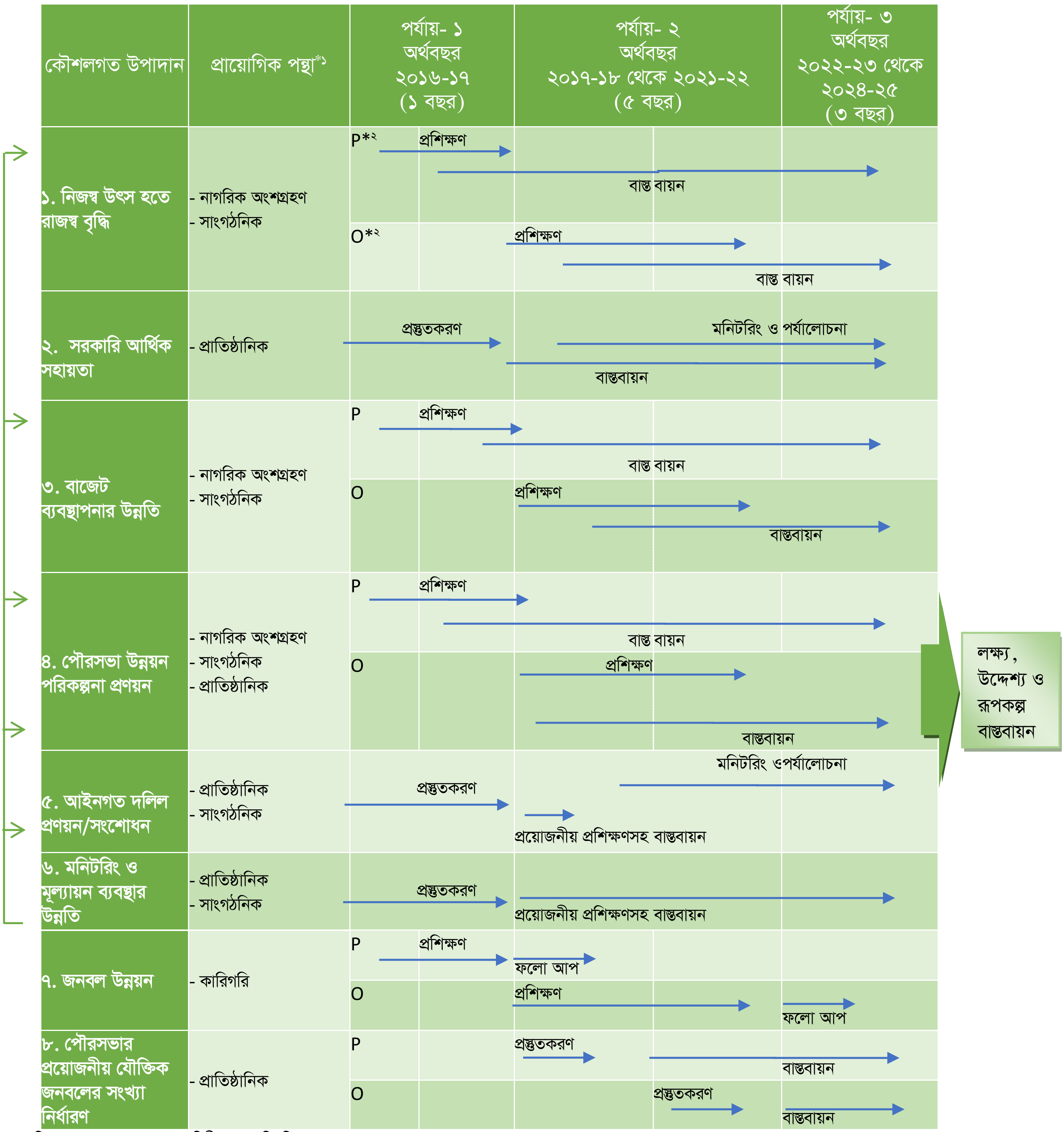

বিদ্রঃ *১. অধ্যায় ৫ এর প্রথম ও দ্বিতীয় পাতায় বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হয়েছে

*২. 'P' মানে সাতটি পাইলট পৌরসভা, আর 'O' মানে অন্যান্য পৌরসভা

চিত্র ৫-১ ঃ কৌশলপত্র বাস্তবায়নের রোডম্যাপ

উপরে বর্ণিত কৌশলপত্র বাস্তবায়ন রোডম্যাপের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১। "৭. জনবল উন্নয়ন" অন্যান্য অনেক কৌশলগত উপাদানের ভিত্তি। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের এবং কর্মচারীদের সক্ষমতা উন্নয়ন পৌরসভার অন্যান্য কৌশলগত উপাদান, যথা- "১. নিজস্ব উৎস হতে রাজস্ব বৃদ্ধি", "৩. বাজেট ব্যবস্থাপনার উন্নতি", "৪. পৌরসভা উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন" , "৫. আইনগত দলিল প্রণয়ন/সংশোধন" এবং "৬. মনিটরিং ও মূল্যায়ন ব্যবস্থার উন্নয়ন", বাস্তবায়নে অবদান রাখে।

২। "৭. জনবল উন্নয়ন" এর জন্য ধাপে ধাপে বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হবে। প্রথমে ১ম পর্যায়ের শেষ ভাগে ৭টি পাইলট পৌরসভাতে (উপরের চিত্রে P চিহ্নিত) প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা হবে। পরবর্তীতে ২য় পর্যায়ে অন্যান্য পৌরসভাতে (উপরের চিত্রে O চিহ্নিত) প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা (প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা মূলত প্রতিটি প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তুর ওপর নির্ভর করবে) হবে।

৩। "৮. পৌরসভার প্রয়োজনীয় সর্বোচ্চ জনবলের সংখ্যা নির্ধারণ" ছাড়া অধিকাংশ কৌশলগত উপাদানসমূহের কর্মকান্ড ২০১৬ থেকে শুরু হবে।

৪। "৮. পৌরসভার প্রয়োজনীয় সর্বোচ্চ জনবলের সংখ্যা নির্ধারণ" অন্যান্য কৌশলগত উপাদানসমূহের পরে বাস্তবায়ন করা হবে; কারণ, প্রতিটি পৌরসভার প্রকৃত বাজেটের আকার বৃদ্ধি পেতে সময় লাগবে যা এ কৌশলগত উপাদান বাস্তবায়নের পূর্বশর্ত।

অধ্যায়-৬ ঃ বাস্তবায়ন এবং মনিটরিং কৌশল

৬.১ বাস্তবায়ন ব্যবস্থাপনা

স্থানীয় সরকার বিভাগের 'আরবান উইং' বা নগর শাখা পৌরসভার সাথে সম্মিলিতভাবে সরকারি সংস্থা যথা- এনআইএলজি, এলজিইডি ও ডিপিএইচই এর সহায়তায় কৌশলপত্র বাস্তবায়ন করবে। কৌশলপত্র বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে স্থানীয় সরকার বিভাগ এককভাবে অথবা "কৌশলপত্র বাস্তবায়ন কমিটি" তে (যা পরে ব্যাখ্যা করা হয়েছে) অগ্রণী ভূমিকা পালনের মাধ্যমে কৌশলপত্র বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিবে।

৬.১.১ স্থানীয় সরকার বিভাগ

স্থানীয় সরকার বিভাগ কৌশলপত্র বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। স্থানীয় সরকার বিভাগের 'মিশন' এবং প্রধান কার্যাবলী নিম্নের সারণী ৬-১ এ দেখানো হ'ল ঃ

সারণী ৬-১ ঃ এলজিডি'র 'মিশন' এবং প্রধান কার্যাবলী

মিশন

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন।

প্রধান কার্যাবলী

ক) স্থানীয় সরকার ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় পরিচালনা;

খ) স্থানীয় সরকার এবং স্থানীয় প্রশাসন পরিচালনার জন্য প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অর্থায়ন, নিয়ন্ত্রণ ও পরিদর্শন;

গ) পানীয় জল সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াবলী;

ঘ) পল্লী ও শহরাঞ্চলে পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন, জলাবদ্ধতা এবং পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়ন;

ঙ) নগর ও পৌর এলাকায় সড়ক এবং সেতু/কালভার্টসহ উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়ক নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা;

চ) গ্রাম পুলিশ সংক্রান্ত বিষয়াবলী;

ছ) উপজেলা, ইউনিয়ন, গ্রাম সড়কের সাথে সংযুক্ত গ্রোথ সেন্টার ও হাট বাজারের উন্নয়ন,রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা; এবং

জ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সীমার মধ্যে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ অবকাঠামো উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবস্থাপনা।

স্থানীয় সরকার বিভাগের 'মিশন' ও কার্যাবলী কৌশলপত্র বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত, বিশেষতঃ যেগুলো পৌরসভার সাথে স্বার্থ সংশ্লিষ্ট। স্থানীয় সরকার বিভাগ নিজস্ব কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন ক'রে তার আওতাধীন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবে বলে আশা করা যায়।

৬.১.২ পৌরসভাসমূহ

সক্ষমতা উন্নয়ন বিষয়ে পৌরসভাসমূহ গ্রহীতা হিসেবে বিবেচিত; কিন্তু তারাও স্থানীয় সরকার বিভাগের তত্ত্বাবধানে কৌশলপত্র বাস্তবায়নকারী হিসেবে কাজ করবে বলে আশা করা হয়। প্রত্যেক পৌরসভা কৌশলপত্র বাস্তায়ন কমিটির তত্ত্বাবধানে কৌশলপত্রে বর্ণিত, তাদের ওপর অর্পিত, দায়িত্ব বাস্তবায়নের জন্য কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে। কর্ম পরিকল্পনার এ ছকটি এমনভাবে তৈরি করা হবে যাতে এটি মনিটরিং ছক হিসেবেও ব্যবহার করা যায়।

৬.১.৩ সহায়তাকারী সংস্থা

সরকারি সংস্থা যেমন- এনআইএলজি, এলজিইডি ও ডিপিএইচই কৌশল বাস্তবায়নে সহায়তা করবে বলে ধরে নেওয়া যায়। বিশেষতঃ এ সকল সংস্থা বিস্তারিত প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা তৈরি এবং পৌরসভার প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করতে কৌশলপত্র বাস্তবায়ন কমিটিকে সহায়তা করবে।

৬.১.৪ কৌশলপত্র বাস্তবায়ন কমিটি

স্থানীয় সরকার বিভাগ এবং অন্যান্য সরকারি সংস্থা কর্তৃক গৃহীত কৌশলপত্রে বহুবিধ কার্যক্রম বাস্তবায়নের দায়িত্ব "কৌশলপত্র বাস্তবায়ন কমিটি" এর ওপর ন্যস্ত হবে। অতিরিক্ত সচিব/যুগ্ম সচিবকে প্রধান ক'রে স্থানীয় সরকার বিভাগে গঠিত এ কমিটি নেতৃত্ব প্রদানকারী সংস্থা হিসেবে, এবং এনআইএলজি, এলজিইডি ও ডিপিএইচই এই কমিটির সহযোগী সংস্থা হিসেবে কাজ করবে। সংশ্লিষ্ট একজন উপ-সচিব কৌশলপত্র বাস্তবায়ন কমিটির সদস্য-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।

কৌশলপত্র বাস্তবায়ন বিষয়ে কমিটির দু'টি ভূমিকা থাকবে, যা নিম্নরূপ ঃ

(১) কৌশলগত উপাদান ৭ এর বাস্তবায়ন এবং বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম মনিটরিং; এবং
(২) অন্যান্য কৌশলগত উপাদানের অগ্রগতি মনিটরিং (অনুচ্ছেদ ৬.২ "মনিটরিং ব্যবস্থাপনা" দেখুন,)

কৌশলপত্র বাস্তবায়ন কমিটির সভা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হবে।

দেশব্যাপী প্রশিক্ষণ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কমিটি কর্তৃক একটি বিস্তারিত প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হবে। বিস্তারিত প্রশিক্ষণ পরিকল্পনায় প্রশিক্ষণের সময়, প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থা, প্রশিক্ষণ দল গঠন, পৌরসভা ও তার প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচন, প্রশিক্ষণের স্থান, প্রশিক্ষণ পদ্ধতি, ইত্যাদি উল্লেখ থাকবে। সম্ভাব্য সংস্থা হিসেবে এনআইএলজি, এলজিইডি ও ডিপিএইচই প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আয়োজন ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করবে এবং পৌরসভাসমূহকে সকল ধরণের কারিগরী সহায়তা প্রদান করবে। এনআইএলজি, কারিগরী নয় এমন প্রশিক্ষণের দায়িত্বে থাকবে, যেমন- নির্বাচিত প্রতিনিধিদের জন্য অবহিতকরণ প্রশিক্ষণ, প্রশাসনিক পদ্ধতি এবং সরকারি আর্থিক ব্যবস্থাপনার ওপর প্রশিক্ষণ। এলজিইডি, নগর পরিকল্পনা ও অবকাঠামোগত সুযোগ-সুবিধা সম্পর্কিত কারিগরী বিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্য এবং ডিপিএইচই, পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকবে।

৬.১.৫ কৌশলপত্র স্টিয়ারিং কমিটি

"কৌশলপত্র স্টিয়ারিং কমিটি", কৌশলপত্র বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক উত্থাপিত নীতি নির্ধারণী বিষয়সমূহের সমাধানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকবে। এ কমিটির প্রধান হবেন স্থানীয় সরকার বিভাগের সচিব এবং কৌশলপত্র বাস্তবায়ন কমিটির প্রধান এ কমিটিতে সদস্য-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। কৌশলপত্র স্টিয়ারিং কমিটিতে অন্যান্য সদস্য হিসেবে থাকবেন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি, এনআইএলজি, এলজিইডি ও ডিপিএইচইসহ সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং পৌরসভার প্রতিনিধিবৃন্দ। কৌশলপত্র স্টিয়ারিং কমিটি'র সভা বছরে অন্ততঃ দু'বার অনুষ্ঠিত হবে।

৬.২ মনিটরিং ব্যবস্থাপনা

৬.২.১ মনিটরিং সংস্থা

কৌশলপত্র বাস্তবায়ন কমিটি, কৌশলপত্র বাস্তবায়ন মনিটরিং করার জন্য প্রধান 'ফোরাম'। মনিটরিং সংস্থা সম্পর্কে নীচে বিস্তারিত বর্ণনা করা হ'ল ঃ

(১) বিভিন্ন প্রশিক্ষণের বাস্তবায়ন মনিটরিং

সহযোগী সংস্থা যথা- এনআইএলজি, এলজিইডি ও ডিপিএইচই প্রধান মনিটরিং সংস্থা হিসেবে কাজ করবে। তারা বিস্তারিত প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রশিক্ষণের অগ্রগতি, কৌশলপত্র বাস্তবায়ন কমিটিকে, নিয়মিত অবহিত করবে এবং কমিটি এ তথ্যের ভিত্তিতে মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

(২) সকল কৌশলগত উপাদানের অগ্রগতি মনিটরিং

পৌরসভাসমূহ তাদের কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রমের অগ্রগতি মনিটরিং করবে। পরিচালক, স্থানীয় সরকার (ডিএলজি) এবং উপ-পরিচালক, স্থানীয় সরকার (ডিডিএলজি) পৌরসভাসমূহের মনিটরিং কার্যক্রমের অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ ক'রে এলজিডি'তে প্রেরণ করবে। এলজিডি, অগ্রগতির তথ্য, কৌশলপত্র বাস্তবায়ন কমিটির সাথে আদান প্রদান করবে। এনআইএলজি, এলজিইডি ও ডিপিএইচই এর মত সংস্থাসমূহ পৌরসভাসমূহকে প্রয়োজনীয় কারিগরী সহায়তা প্রদান করবে।

৬.২.২ মনিটরিং পদ্ধতি

(১) বাস্তবায়িত বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মনিটরিং

সহযোগী সংস্থা (এনআইএলজি, এলজিইডি ও ডিপিএইচই) বিস্তারিত প্রশিক্ষণ পরিকল্পনার নিরীখে অগ্রগতি মনিটরিং করবে এবং প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ঘাটতি মোকাবেলায় সংশোধনমূলক কার্যক্রম প্রস্তাব করবে। এসব তথ্য নিয়মিত মনিটরিং প্রতিবেদনে উল্লেখ ক'রে (একটি সুনির্দিষ্ট ছকে) মাসিক ভিত্তিতে কৌশলপত্র বাস্তবায়ন কমিটির নিকট পেশ করা হবে। এই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে, কৌশলপত্র বাস্তবায়ন কমিটি প্রয়োজনীয় সংশাধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(২) কৌশলগত উপাদানের অগ্রগতি মনিটরিং

পৌরসভা কর্তৃক প্রণীত "কর্ম পরিকল্পনা" এর ওপর ভিত্তি ক'রে মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালিত হবে। মনিটরিং মূলত ঃ দুই ধরণের হবে।

সূচক ভিত্তিক মনিটরিং

এটি কৌশলপত্রের ৮টি উদ্দেশ্যের প্রত্যেকটিতে সংযুক্ত সূচকসমূহের নিরীখে মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করা বুঝাবে। এ মনিটরিং অর্ধ-বার্ষিক বা বার্ষিক ভিত্তিতে, প্রতিটি পৌরসভায়, পরিচালনা করা হবে যেখানে- সুনির্দিষ্ট সূচকের মাত্রা উপলব্ধির মাধ্যমে ছক পূরণ করতে হবে। কৌশলপত্র বাস্তবায়ন কমিটির পর্যবেক্ষণে, সূচকের নিরীখে পৌরসভার কর্মদক্ষতার যদি কোন উন্নতি প্রতিভাত না হয়, তাহলে কমিটি প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। প্রয়োজনে, কমিটি কৌশলগত উপাদানের বিষয়বস্তু পরিবর্তনের প্রস্তাব করতে পারে।

কার্যক্রম ভিত্তিক মনিটরিং

এর দ্বারা পৌরসভার "কর্ম পরিকল্পনার" অগ্রগতি মনিটরিং করা বুঝানো হবে। এ মনিটরিং ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে পরিচালিত হবে এবং প্রতিটি পৌরসভা অবশ্যই ফলাফল মনিটরিং করবে এবং একটি নির্ধারিত ছকে তা লিপিবদ্ধ করবে। উপ-পরিচালক, স্থানীয়

সরকার (ডিডিএলজি) কর্তৃক নিয়মিত পরিদর্শনের সময় পৌরসভাসমূহ থেকে মনিটরিং প্রতিবেদনের ফলাফল সংগ্রহ করবেন। কৌশলপত্র বাস্তবায়ন কমিটি'র সুবিধার্থে ডিডিএলজি ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে মনিটরিং প্রতিবেদন তৈরি করবেন। মনিটরিং প্রতিবেদনে প্রতিটি পৌরসভাকে নিজেদের কাজের অগ্রগতির মাত্রা প্রকাশ করতে হবে, নিম্নমানের কর্মদক্ষতার কারণ উল্লেখ করতে হবে এবং সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব পেশ করতে হবে। বিচারের উদ্দেশ্যে তৈরি করা এরূপ প্রতিবেদনের কপি প্রাপ্তির পর, কৌশলপত্র বাস্তবায়ন কমিটি পৌরসভার জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবে। পৌরসভার পরিকল্পিত কার্যক্রম যদি বাইরের কোন প্রতিবন্ধকতার (যা পৌরসভার নিয়ন্ত্রণের বাইরে) কারণে সম্পন্ন না হয় তাহলে, কৌশলপত্র বাস্তবায়ন কমিটি প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। অতঃপর কমিটি কর্তৃক, সংশোধনমূলক কার্যক্রম সংক্রান্ত তথ্যাদী, ডিএলজি এবং ডিডিএলজিকে অবহিত করাসহ, পৌরসভায় প্রেরণ করা হবে।

চিত্র ৬-১ এ কৌশল পত্র বাস্তবায়ন ও মনিটরিং এর প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো দেখানো হয়েছে।

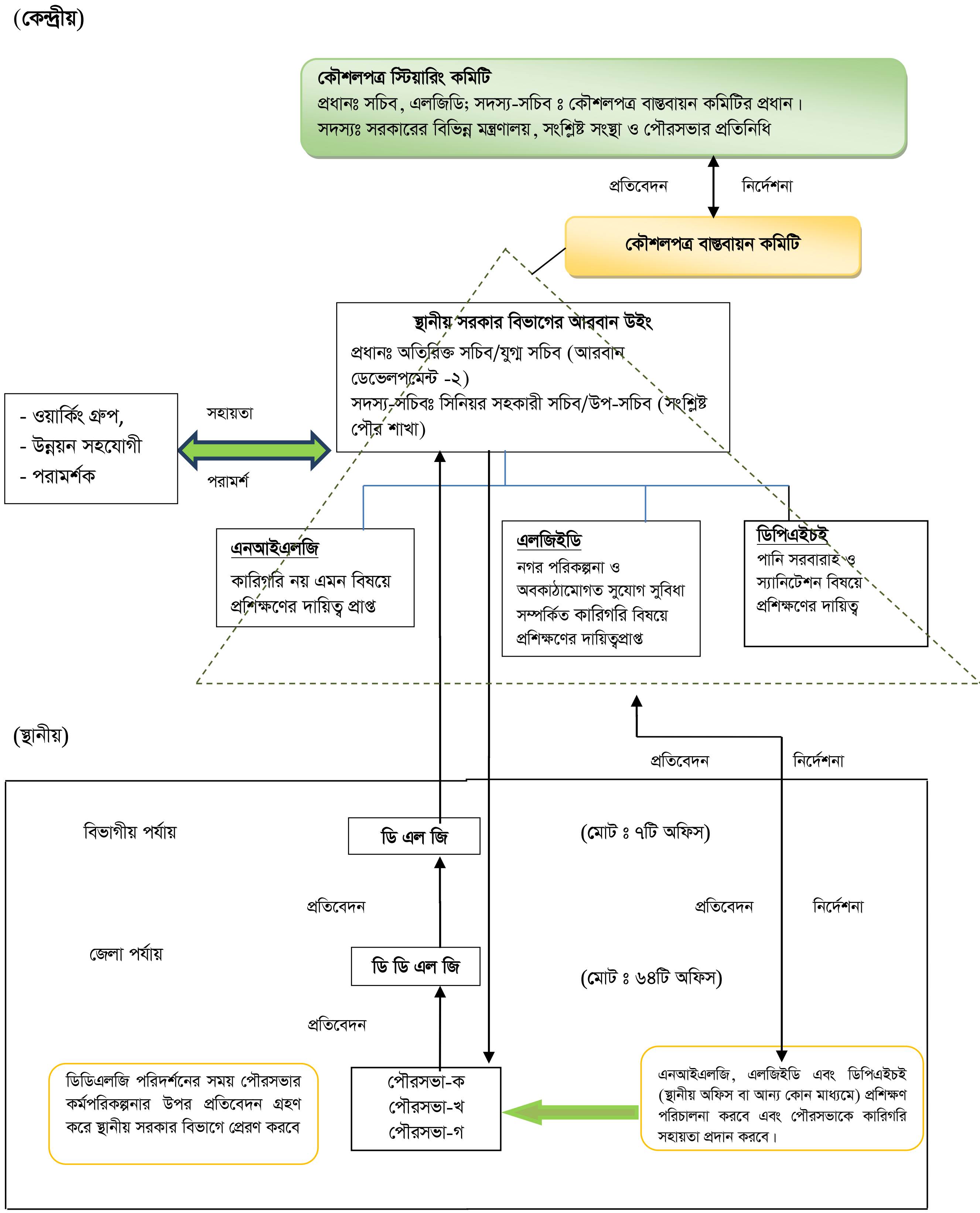

চিত্র ৬-১ ঃ কৌশলপত্র বাস্তবায়ন এবং মনিটরিং কাঠামো

৬.৩ আর্থিক ব্যবস্থাপনা

এ কৌশলপত্রে উল্লিখিত পৌরসভার রূপকল্প বাস্তবায়ন করতে দুই ধরণের আর্থিক সংগতি প্রয়োজন। এদের একটি হ'ল বিভিন্ন প্রশিক্ষণের জন্য আর্থিক সংগতি। অপরটি, অবকাঠামোর উন্নয়নের জন্য এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য আর্থিক সংগতি যা উন্নত নাগরিক সেবার সাথে সরাসরি সম্পর্কিত। তাই কৌশলপত্র বাস্তবায়নের জন্য প্রাক্কলিত ব্যয় নির্ণয়ের অনুশীলন করা হয়েছে ১) প্রশিক্ষণ ব্যয়; এবং ২) অবকাঠামো উন্নয়ন ও কর্মচারীদের সংখ্যা বৃদ্ধির ওপর ভিত্তি ক'রে।

৬.৩.১ প্রশিক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ

কৌশলগত উপাদান- ৭ এ বর্ণিত জনবল উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিলের হিসাব নিম্নোক্ত ধারণার ভিত্তিতে নিরূপণ করা হয়েছে ঃ

(১) সকল প্রশিক্ষণ স্থানীয়ভাবে (ঢাকার বাইরে) পরিচালিত হবে; এবং
(২) যে কোন বিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্য দিকনির্দেশনা হতে হবে-

ক) একটি প্রশিক্ষণ কোর্সে ৫টি পৌরসভাকে অন্তর্ভুক্ত করা হবে এবং মোট ৬৫টি প্রশিক্ষণ কোর্স অনুষ্ঠান করতে হবে। (৩২৮পৌরসভা/৫ পৌরসভা)

খ) প্রতিটি প্রশিক্ষণ কোর্সে ২০ জন প্রশিক্ষণার্থী থাকবে।

গ) প্রতিটি প্রশিক্ষণ কোর্সে ৪ জন প্রশিক্ষক থাকবে।

ঘ) প্রতিটি বিষয়ে মোট প্রশিক্ষণ সময়কাল ৩ দিন।

(৩) প্রশিক্ষণের মোট বিষয় সংখ্যা আনুমানিক ১৬টি।
(৪) পাঁচ বছর সময়ের মধ্যে দুইবার ক'রে সকল বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ পরিচালিত হবে।

প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল (প্রাক্কলিত) সারণী ৬-২ এ দেখানো হয়েছে।

সারণী ৬-২ ঃ প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল **(টাকা)**

৫ বছরের জন্য প্রয়োজনীয় মোট তহবিল	৫৬৭,৪৮৮,০০০
প্রতি বছরের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল	**১১৩,৪৯৭,৬০০**

উৎস ঃ জাইকা এসপিজিপি দল

অধ্যায় ৫ এ বর্ণিত কৌশলপত্র বাস্তবায়নের রোডম্যাপ অনুযায়ী ২০১৮ হতে ২০২২ সালের মধ্যে দেশব্যাপী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। কৌশলপত্র বাস্তবায়ন কমিটি কর্তৃক প্রণীত বিস্তারিত প্রশিক্ষণ পরিকল্পনাসহ বাংলাদেশ সরকারের তহবিল ও উন্নয়ন সহযোগীদের তহবিল থেকে প্রশিক্ষণের অর্থের উৎস স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক নিশ্চিত করা হবে।

৬.৩.২ অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য এবং কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য তহবিল

অধ্যায় ৩ এ বর্ণিত অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত নাগরিক সেবা তালিকার মধ্যে অবকাঠামো উন্নয়ন এবং সেবার মান বৃদ্ধির জন্য কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা অন্যতম গুরুত্বপুর্ণ বিষয়।

অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল

পৌরসভাসমূহ বিভিন্ন ধরণের আর্থিক উৎস ব্যবহার ক'রে তাদের স্থানীয় অবকাঠামো উন্নয়ন করতে পারে, যেমন- এডিপি উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরী (উদাহরণ ঃ ২০১৪-১৫ অর্থবছরে সকল পৌরসভার জন্য এডিপি'র উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরীর মোট পরিমাণ ছিল ৩,৭০০,০০০,০০০ টাকা), পৌরসভার নিজস্ব বাজেট (রাজস্ব উদ্বৃত্ত), উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত তহবিল ইত্যাদি।

এডিপি'র উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরী ছাড়াও সরকার পৌরসভাসমূহে অবোকাঠামো উন্নয়নের জন্য তহবিল প্রদান ক'রে থাকে, যেমন- বিডিটিআইডিপি শীর্ষক প্রকল্প থেকে ৪টি পৌরসভায় বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক, মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন কাজে অর্থায়নের পাশাপাশি অবকাঠামো উন্নয়নের, যেমন- রাস্তা, সেতু-কালভার্ট, ড্রেন, বাস টার্মিনাল ও মার্কেট নির্মাণের জন্য ২০০৪ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত ১৮.২ মিলিয়ন টাকা; এবং ২০০৪ থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত সময়ে ইউটিআইডিপি এর আওতায় ১০৫টি পৌরসভায় ১,৫৯০ মিলিয়ন টাকার তহবিল বরাদ্দ করা হয়েছিল। এছাড়া, বিগত পাঁচ বছরে ডিপিএইচই, বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে, পৌরসভায় একাধিক প্রকল্প বাস্তবায়ন করেছে।

উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পের মাধ্যমে বিগত ১০ বছরে নয়টি প্রধান প্রকল্পের মাধ্যমে মাত্র ১৩৭টি পৌরসভা আর্থিক সহায়তা পেয়েছে। এ প্রকল্পগুলো হ'ল ঃ

১) নবিদেপ; ২) ইউজিআইআইপি; ৩) ইউজিআইআইপি-২; ৪) ইউজিআইআইপি-৩; ৫) এমএসপি; ৬) এমজিএসপি; ৭) সিআরডিপি; ৮) সিটিআইআইপি; এবং ৯) এসটিআইএফপিপি-২। এগুলো ছিল সরকারের ঋণ প্রকল্প এবং এসকল প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্যও সরকার নিজস্ব বাজেটের কিছু অংশ বরাদ্দ করেছে। উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তাপুষ্ট প্রকল্পগুলো পৌরসভার অবোকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালন ক'রে আসছে।

যেহেতু ৩২৮টি পৌরসভার মধ্যে এ পর্যন্ত মাত্র ১৩৭টি পৌরসভা, উন্নয়ন সহযোগীদের সহায়তাপুষ্ট নয়টি প্রধান প্রকল্পে[৩৪] অর্থ বরাদ্দ পেয়েছে, সেহেতু ভবিষ্যতে, অবশিষ্ট ১৯১টি পৌরসভা যাতে অবকাঠামো উন্নয়ন কার্যক্রমের জন্য আর্থিক সহযোগিতা পায়, সে দিকে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক।

পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিলের প্রাক্কলনের ভিত্তি ধরা হয়েছে নিম্নরূপভাবে ঃ

(১) 'ক' শ্রেণির পৌরসভার জন্য প্রয়োজনীয় তহবিলের হিসাব করা হয়েছে ইউজিআইআইপি-৩ প্রকল্পের ২৯টি পৌরসভার জন্য বরাদ্দের গড় হিসাব থেকে (৫৮৬,৬১০,৩৪৫ টাকা)। এখানে প্রতি বছরে আনুমানিক বরাদ্দ হিসাবের ক্ষেত্রে অবকাঠামোর স্থায়ীত্ব ২০ বছর ধরা হয়েছে (অবচয়জনিত ক্ষতিসহ)।

(২) 'খ' শ্রেণির পৌরসভার জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল হিসাব করা হয়েছে ইউজিআইআইপি-৩ এর গড় বরাদ্দের ওপর ভিত্তি ক'রে (৪০০,০০০,০০০ টাকা), যেখানে অবকাঠামোর স্থায়ীত্ব ধরা হয়েছে ২০ বছর।

(৩) 'গ' শ্রেণির পৌরসভার জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল হিসাব করা হয়েছে ইউজিআইআইপি-২ এবং নবিদেপ এর গড় বরাদ্দের ওপর ভিত্তি ক'রে (১০০,০০০,০০০ টাকা)[৩৫], যেখানে অবকাঠামোর স্থায়ীত্ব ধরা হয়েছে ২০ বছর।

উপরোক্ত বিবেচনায় বিভিন্ন শ্রেণির পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিলের প্রাক্কলন সারণী ৬-৩ এ দেখানো হয়েছে।

সারণী ৬-৩ ঃ অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল **(টাকা)**

শ্রেণি	অবকাঠামো উন্নয়নে উন্নয়ন সহযোগীদের আর্থিক সহযোগিতা পায় নাই এমন পৌরসভার সংখ্যা (A)	প্রতি পৌরসভার জন্য বার্ষিক তহবিল (B)	প্রতি বছরে মোট তহবিলের পরিমাণ (C = AxB)
ক	৩৪	২৯,৩৩০,৫১৭	৯৯৭,২৩৭,৫৭৮
খ	৮৬	২০,০০০,০০০	১,৭২০,০০০,০০০
গ	৭১	৫,০০০,০০০	৩৫৫,০০০,০০০
মোট	১৯১		**৩,০৭২,২৩৭,৫৭৮**

উৎস ঃ জাইকা এসপিজিপি দল

[৩৪] ডিসেম্বর, ২০১৫ এর তথ্যানুযায়ী।

[৩৫] ইউজিআইআইপি এবং নবিদেপ কর্তৃক "গ" শ্রেণির পৌরসভার জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের পরিমাণ খুবই কম বলে দাবী করা হয়েছে, কিন্তু প্রাক্কলন প্রস্তুতির সময়ে বিষয়টি বিবেচনা করা হয়নি।

সারণী ৬-৩ ইঙ্গিত করে যে, বিদ্যমান এডিপি'র উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরী ছাড়াও পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য অতিরিক্ত ৩.১ বিলিয়ন টাকা প্রয়োজন হবে। কিভাবে বর্তমান বাজেট ও প্রয়োজনীয় বিনিয়োগের পার্থক্য পূরণে বাজেট বরাদ্দ নিশ্চিত করা যায়, তা নির্ধারণের জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগের উচিত হবে- উন্নয়ন সহযোগীদের সাহায্য পেয়েছে অথবা পায়নি এমন সকল পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়নের বাস্তব চিত্র পরীক্ষা করা।

কর্মচারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করার জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল

তহবিলের অভাবে স্থানীয়ভাবে জনবল নিয়োগের ব্যর্থতার কারণে পৌরসভাসমূহের কর্মদক্ষতা বাধাগ্রস্থ হয়ে থাকে। নিম্নে বর্ণিত বাস্তবতার ভিত্তিতে জনবল বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় তহবিলের একটি আনুমানিক প্রাক্কলন তৈরি করা হয়েছে ঃ

(১) জনবল বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল শুধুমাত্র স্থায়ী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য বেতন এবং ভাতার ওপর হিসাব করা হয়েছে;

(২) ক, খ এবং গ শ্রেণির পৌরসভার মধ্যে সৃষ্ট পদের বিপরীতে পদায়নের লক্ষ্যমাত্রা যথাক্রমে ৬০%, ৫০% ও ৪০% হ'লেও বিদ্যমান জনবল পদায়নের পরিমাণ যথাক্রমে ৫১.১৮%, ২৭.৬৫% ও ২০.৯৮%[৩৬]; এবং

(৩) বেতন খাতে ২০১৫-১৬ অর্থ-বছরে সরকারের ব্যয় ২০১৪-১৫ অর্থ-বছরের তুলনায় ১৭০% ।

জনবল বৃদ্ধি করার জন্য প্রয়োজনীয় তহবিলের পরিমাণ সারণী ৬-৪ এ দেখানো হয়েছে।

পৌরসভার জনবল বৃদ্ধির কারণে বেতন-ভাতা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিলের ধারণা সারণী ৬-৪ এ দেখানো হয়েছে।

সারণী ৬-৪ ঃ কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত বেতন ও ভাতা'র পরিমাণ

শ্রেণি/ (পৌরসভার সংখ্যা) (A)	২০১৪ সালে প্রতি বছরে প্রতি পৌরসভার জনবলের প্রকৃত বেতন এবং ভাতা'র পরিমাণ (B)[৩৭]	প্রতি বছরে প্রতি পৌরসভার সংশোধিত বেতন এবং ভাতা (C)[৩৮]	প্রতি বছর প্রতি পৌরসভার অতিরিক্ত বেতন এবং ভাতা (D = C - B)	মোট পরিমাণ প্রতি বছর (E = AXD)
ক (১৭১)	১২,৭১৬,২৪০	২৫,৩৪৩,০৩৪	১২,৬২৬,৭৯৪	২,১৫৯,১৮১,৭৭৪
খ (১০৬)	৩,৭৫৭,১৬০	১১,৫৫০,০৩৯	৭,৭৯২,৮৭৯	৮২৬,০৪৫,১৭৪
গ (৫১)	১,৫৯৬,৯২০	৫,১৭৫,৯০৮	৩,৫৭৮,৯৮৮	১৮২,৫২৮,৩৮৮
মোট (৩২৮)				**৩,১৬৭,৭৫৫,৩৩৬**

উৎস ঃ জাইকা এসপিজিপি দল

বাংলাদেশ সরকার এবং পৌরসভার যৌথ প্রচেষ্টায় এ অতিরিক্ত তহবিলের সংস্থান করতে হবে।

[৩৬] Yunus, Mohammad and Sultan Hafeez Rahman, 2015. An Assessment of Municipal Finance in Bangladesh. BRAC Institute of Governance and Development

[৩৭] Yunus, Mohammad and Sultan Hafez Rahman, op.cit.

[৩৮] উদাহরণস্বরূপ, 'ক' শ্রেণির ক্ষেত্রে, কলাম 'C' উল্লেখিত হিসাবের (২৫,৩৪৩,০৩৪) পরিমাণ নিরূপিত হবে, (কলাম `B' x ১৭০% x ৬০%)/৫১.১৮% - এর মাধ্যমে।

৬.৪ কৌশলপত্রের কার্যকারিতা ও স্থায়ীত্ব (সাস্টেনিবিলিটি) বিবেচনা

রূপকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কৌশলপত্র বাস্তবায়ন, বাহ্যিক অবস্থার ওপর খুব বেশী নির্ভরশীল নয়। কৌশলপত্র বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অভ্যন্তরীণ বিষয়ের ওপর বেশি জোর দেয়া হয়েছে। এ কৌশলপত্র কার্যকর ও টেকসই করার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহের ওপর জোর দিতে হবে ঃ

ক) কৌশলপত্র বাস্তবায়নে সরকারি সংস্থা, পৌরসভার নির্বাচিত প্রতিনিধি, পৌরসভার কর্মকর্তা-কর্মচারী ও নাগরিকবৃন্দ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ও অঙ্গিকারাবদ্ধ;

খ) সরকারি সংস্থা, পৌরসভার নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং কর্মকর্তা/কর্মচারী ও পৌরসভার বাসিন্দাদের মধ্যে দৃঢ় সমন্বয়;

গ) উপরোক্ত স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে ক্রমাগত যোগাযোগ এবং উন্নয়ন প্রেরণা শক্তিশালীকরণ ও বজায় রাখার স্বার্থে জন সংযোগ স্থাপন; এবং

ঘ) উন্নয়ন সহযোগীদের নিকট থেকে ক্রমাগত সহযোগীতা।

৬.৫ সমাপনী মন্তব্য

সমগ্র বাংলাদেশে পৌরসভার শাসনপদ্ধতি উন্নতিকরণে এটিই প্রথম কৌশলপত্র। এর বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ ঃ

- **জাতীয় ব্যপ্তি ঃ** এখন পর্যন্ত সরকার এবং উন্নয়ন সহযোগীদের সমর্থনে অনেক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে, যদিও অঞ্চল অথবা বিষয় বিচারে প্রকল্পের পরিমাণ সীমিত।
- **উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে সমন্বয় ত্বরান্বিতকরণ ঃ** পৌরসভায় উন্নয়ন সহযোগীদের আর্থিক সহায়তা সত্যিকার অর্থে সংগতিপূর্ণ ছিল না। এ কৌশলপত্রের মাধ্যমে উন্নয়ন সহযোগীদের মধ্যে সমন্বয় জোরদার হবে বলে আশা করা যায়।
- **বিভিন্ন স্টেকহোল্ডারদের মতামতের প্রতিফলন ঃ** এ কৌশলপত্র প্রণয়নের সময় উন্নয়ন সহযোগী, গুরুত্বপূর্ণ সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডার ও ওয়ার্কিং গ্রুপের প্রতিনিধিদের মতামতকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়েছে। ফলে গুরুত্বপূর্ণ মতামত কৌশলপত্রে সংযোজিত হয়েছে এবং বিষয়বস্তু নিরপেক্ষভাবে বাস্তবায়নযোগ্য হয়েছে।
- **শাসন ব্যবস্থার বিষয়টি কৌশলপত্রের কেন্দ্রবিন্দু ঃ** ইউএনডিপি'র সহায়তায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের (এলজিআই) সক্ষমতা উন্নয়ন কাঠামো, এনআইএলজি'[৩৯] নেতৃত্বে প্রণীত পৌরসভার সক্ষমতা উন্নয়ন কাঠামো (CapDev) এবং বার্ষিক দক্ষতা মূল্যায়ন (APA) ইত্যাদিসহ সংশ্লিষ্ট সকল সরকারি দলিলাদির সাথে এ কৌশলপত্রের একটি শক্ত সংযোগ আছে। শাসনপদ্ধতির সকল ক্ষেত্রে কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নে এ কৌশলপত্র বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

এ কৌশলপত্রে উল্লেখিত আটটি কৌশলগত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমে পৌরসভাসমূহ তাদের নাগরিকদের জীবনযাত্রার মান এবং নাগরিক সেবা উন্নত করতে পারবে বলে আশা করা যায়।

এ কৌশলপত্র বাস্তবায়নের জন্য এর উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে জনবল উন্নয়ন বিষয়ক "উদ্দেশ্য-৭" বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তাই জনবল উন্নয়নে দেশব্যাপী পৌরসভার কর্মকর্তা/কর্মচারী ও জন প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা আবশ্যক।

দেশব্যাপী পৌরসভার কর্মকর্তা/কর্মচারী ও জনপ্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করার জন্য একটি বিস্তারিত প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা, "কৌশলপত্র বাস্তবায়ন কমিটি" কর্তৃক প্রণয়ন করা আবশ্যক। এছাড়া অন্যান্য প্রধান কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট পৌরসভা এবং স্থানীয় সরকার বিভাগ "বিস্তারিত কর্ম পরিকল্পনা" প্রণয়ন করবে এবং প্রত্যাশিত বাস্তবায়ন মনিটরিং করবে। এ সকল পরিকল্পনা প্রণয়ন কৌশলপত্র বাস্তবায়নের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হবে যা ২০১৭ সালের মধ্যে সম্পন্ন হওয়া বাঞ্ছনীয়।

[৩৯] ডিসেম্বর, ২০১৬ এর তথ্য অনুযায়ী এ দু'টি কাঠামো তৈরির কাজ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।